নাগভট্ট বিরচিত

শ্রীশশিভূষণ পাল ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
তন্ত্রবিশারদ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

সপ্তম সংস্করণ

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(কার্ত্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদারের স্থলভ কলিকাতা লাইব্রেরী নামক ফারম্ ২রা জুলাই ১৯৩৫ তারিখে সম্পাদিত একখানি রেজিষ্টারী দলিল দ্বারা চিরতরে লোপ পাইয়াছে। আমি উক্ত ফারমের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং পার্টনার (অংশীদার) ছিলাম। উক্ত ফারম্ লোপ হওয়া মাত্র পূর্ব্বস্থানে কার্ত্তিকচন্দ্র ধরের "কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী" নামে কারবার চালাইতেছি)

১৩৪৫

মূল্য পাঁচ সিকা
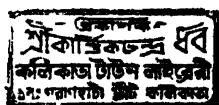
সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
অথ মঙ্গলাচরণম্	১
ষট্‌কর্ম্ম	
ষট্‌কর্ম্ম নিরূপণ	২
ষট্‌কর্ম্মের লক্ষণ	২
ষট্‌কর্ম্মের দেবতা	৩
ষট্‌কর্ম্মের দিক্ নিরূপণ	৩
ষট্‌কর্ম্মের ঋতুকাল	৩
ষট্‌কর্ম্মের তিথি বার	৪
ষট্‌কর্ম্মের মাহেন্দ্রাদি মণ্ডল ও নক্ষত্র নির্ণয়	৫
ষট্‌কর্ম্মের লগ্ন	৬
ষট্‌কর্ম্ম তন্ত্রনিয়ম	৬
ষট্‌কর্ম্মের বর্ণভেদ	৭
ষট্‌কর্ম্মে উত্থিত সুপ্তোপবিষ্টাদয়ঃ	৭
ষট্‌কর্ম্মে সাত্ত্বিকাদি বর্ণবিশেষ	৭
ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা	৮
মৃত্তিকা গ্রহণ বিধি	৮
ঔষধ সংগ্রহের নিয়ম	৮
ঔষধ সংগ্রহে মন্ত্র	৯
প্রণাম মন্ত্র	৯
খনন মন্ত্র	৯
মন্ত্রসিদ্ধি তন্ত্রম্	১০
অথ স্ত্রী-বশীকরণং	১১
স্ত্রী বশীকরণে রক্তমুণ্ডা মন্ত্র	১২
বশীকরণে মহাভৈরব মন্ত্র	১২
বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র	১৩
বশীকরণে কামদেব মন্ত্রঃ	১৩
বশীকরণে কাপালিক যোগ	১৪
বশীকরণে শ্মশানবাসিনী মন্ত্র	১৪
বশীকরণে লক্ষ্মী মন্ত্রঃ	১৫
কামশাস্ত্রোক্ত স্ত্রী-বশীকরণ	১৫
রতি-রহস্য মতে বালাদি নারী বশীকরণ	১৬
পদ্মিনী প্রভৃতি নারী বশীকরণ	১৬
চিত্রিণী বশীকরণ মন্ত্র	১৬
হস্তিনী বশীকরণ মন্ত্র	১৭
শঙ্খিনী বশীকরণ মন্ত্র	১৭
বালিকা-বশীকরণে সিন্দুর কজ্জল পড়া মন্ত্রঃ	১৮
বশ মন্ত্রঃ	১৮
বশীকরণ মন্ত্র	১৮
বশী ফুলপড়া মন্ত্র	১৮
বশীকরণে চণ্ড মন্ত্র	১৯
দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ	২১
পুরুষ বশীকরণ	২২
সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনোক্ত সর্ব্বজন বশীকরণ	২২
মোহন মন্ত্র	২৩
লোক বশীকরণ	২৭
সপরিবার বশীকরণ	২৮
যাবজ্জীবন বশ্যপ্রকরণ	২৯
রাজ-বশীকরণ	৩০
রাজবশীকরণ কালী মন্ত্র	৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আকর্ষণী বিদ্যা	৩২
অথ স্ত্রী আকর্ষণ	৩৬
অথ সর্ব্ব আকর্ষণ প্রকরণ	৩৬
আকর্ষণে রক্তচামুণ্ডা মন্ত্র	৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	
শুক্রস্তম্ভন	৩৯
মুখস্তম্ভন	৪০
মেঘস্তম্ভন	৪১
নৌকাস্তম্ভন	৪১
নিদ্রাস্তম্ভন	৪১
শস্ত্রস্তম্ভন	৪২
শক্রস্তম্ভন	৪২
অশ্ব ও মহিষাদি স্তম্ভন	৫১
চতুর্থ অধ্যায়	
উচ্চাটন	৫৩
পঞ্চম অধ্যায়	
বিদ্বেষণ	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মারণ	৪৯
মারণ নিবারণ	৫০
অশ্ব-মারণ	৫০
অশ্ব-মারণ নিবারণ	৫১
শত্রু মারণ	৫১
সপ্তম অধ্যায়	
অথ মোহিনী বিদ্যা	
অথ সর্ব্বজন মোহনম্	৫২
রাজকুল মোহন	৫৩
ঈশ্বর কুল মোহন	৫৩
শত্রু মোহন	৫৩
মোহন নিবারণ	৫৩
দুষ্টজন মোহন	৫৩
অষ্টম অধ্যায়	
কৌতুককরণ	৫৪
দীর্ঘায়ুকরণ	৫৫
অত্যাহার করণ	৫৬
অনাহার করণ	৫৬
কিন্নরী করণ	৫৭
অদর্শন করণ	৫৮
কেশ কৃষ্ণকরণ	৫৮
মুখব্রণ নষ্টকরণ	৫৯
মুখরঞ্জন	৫৯
দেহরঞ্জন	৬০
সৌভাগ্যকরণ	৬০
উকুণাদি বিনাশকরণ	৬১
গৃহক্লেশ নিবারণ	৬১
কলহ করণ	৬২
ভূতাদি নিবারণ	৬৩
ডাকিনী ভয় নিবারণ	৬৩
গ্রহদোষ নিবারণ	৬৩
মৃতবৎসা চিকিৎসা	৬৪
কাকবন্ধ্যা চিকিৎসা	৬৪
জন্মবন্ধ্যা চিকিৎসা	৬৪
অতিরজো নিবারণ	৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নষ্টপুষ্প পুষ্পিত করণ	৬৫
নিগড়াদি বন্ধন-মোচন	৬৫
রোমোৎপাটন	৬৬
নিদ্রাকরণ	৬৭
জয়প্রকরণ	৬৭
চাক্ষুষ্যকরণ	৬৮
চক্ষুরোগে চন্দ্রোদয়া বটী	৬৮
শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধিকরণ	৬৯
দন্ত দৃঢ়ীকরণ	৭০
তাম্বূল বিনষ্টকরণ	৭১
মদিরা নষ্টকরণ	৭১
দুগ্ধ নষ্টকরণ	৭১
রজকের বস্ত্র নাশকরণ	৭১
১ম গা-বন্ধন	৭২
২য় গা-বন্ধন	৭২
৩য় গা-বন্ধন	৭৩
১ম তাগা বন্ধন	৭৩
২য় তাগা বন্ধন	৭৪
চাপড়সাট	৭৪
দন্তোৎপাটন	৭৫
বিষবন্ধন	৭৫
হাতচালা	৭৫
হস্তভার কাটান	৭৬
তুলসীপাতা পড়া	৭৬
খোলাপড়া	৭৭
ক্ষতমুখে বিষ নামাইবার ঝাড়ন	৭৭
কৃষ্ণসার	৭৮
বেহুলাসার	৭৯
সুগ্রীবসার	৭৯
শঙ্করীসার	৮০
ধুকুরিয়া সার	৮০
প্রথম চলনমন্ত্র	৮০
দ্বিতীয় চলনমন্ত্র	৮১
ঔষধ দ্বারা সর্প চিকিৎসা	৮১
সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির মৃত্যুলক্ষণ	৮২
বৃশ্চিক বিষ নাশন	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবিধ জান্তব বিষ নিবারণ	৮৩

নবম অধ্যায়

ভূত ডামরোক্ত

বিষয়	পৃষ্ঠা
যক্ষিণী সাধন	৮৪
মনোহরা আরাধনা	৮৬
কনকবতী আরাধনা	৮৭
কামেশ্বরী আরাধনা	৮৮
রতিপ্রিয়া আরাধনা	৮৮
পদ্মিনী আরাধনা	৮৯
মহানটী যক্ষিণী আরাধনা	৮৯
অনুরাগিণী যক্ষিণী আরাধনা	৯০
যক্ষিণী সাধন ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা	৯১
মুদ্রান্তর	৯১
যক্ষিণী আবাহন ও বিসর্জ্জন মন্ত্র	৯২
সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শন	৯২
গুটিকা সাধন	৯৩
প্রেত সাধন	৯৪
ভৈরবী মন্ত্র	৯৪

দশম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা	৯৫
অঘোর মন্ত্র	৯৫
সুখপ্রসব মন্ত্র	৯৬
চৌরভয় নিবারণ	৯৬
অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিকরণ	৯৭
সুরাসুর দর্শন	৯৭
শান্তি প্রকরণ	৯৭
জ্বরশান্তি মন্ত্রঃ	৯৮
সর্ব্ব আপদ দূরীকরণ	৯৮

পরিশিষ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
শৃগালের শব্দজ্ঞান	৯৯
মার্জ্জারের শব্দজ্ঞান	১০০
ছাগলের শব্দজ্ঞান	১০১
কুকুরের শব্দজ্ঞান	১০১
সারসের শব্দজ্ঞান	১০১
পারাবতের শব্দজ্ঞান	১০২
মোরগের শব্দজ্ঞান	১০২
কাকের শব্দজ্ঞান	১০৩
কৃকলাস সিদ্ধি	১০৩
অগ্নি নির্ব্বাণ	১০৫
স্বপ্নদোষ শান্তি	১০৫
স্তন বর্দ্ধন	১০৫
মৃত্যুকাল নির্ণয়	১০৬
চোর ধরিবার মন্ত্র	১০৮
ডাকাইত বারণ	১০৯
ধাতুপুষ্ট সাধন	১০৯
প্রকারান্তরে অগ্নি নির্ব্বাণ	১১০
দগ্ধস্থানের জ্বালা নিবারণকরণ	১১০
তেল পড়া	১১০
চূণ পড়া	১১১
চক্ষু উঠা ঝাড়া	১১১
অর্শের বেদনা ঝাড়া	১১১
বাটী চালা	১১১
ক্ষুরচালা	১১২
হাত চালা	১১২
নখদর্পণ	১১৩
ভূতাদি নাশন জলপড়া	১১৩
আতঙ্ক ঝাড়ন	১১৪
তুলসী পড়া	১১৪
ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টিনাশন	১১৫
বালকদিগের রোদন শান্তি	১১৬
কজ্জল পড়া	১১৭
তেল পড়া	১১৭
জলদর্পণ	১১৮
বৃক্ষ-অস্ত্রবাণ	১১৮
ধুলা পড়া	১১৯
১ম ঝাড়ন	১১৯
২য় ঝাড়ন	১২০
চাক্ষুষী বিদ্যা	১২০
চাক্ষুষী বিদ্যার কারণ	১২০
পাদুকা সাধন	১২৩
শ্রীজগন্মঙ্গল কবচম্	১২৫
কালিকা কবচম্	১২৮

সূচীপত্র সমাপ্ত

কামরত্ন

বা

বশীকরণ-তন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

অথ মঙ্গলাচরণম্

যস্যেশ্বরস্য বিমলং চরণারবিন্দম্,
সংসেব্যতে বিবুধসিদ্ধমধুব্রতেন।
নির্ম্মাণ-শতেকগুণাষ্টকবর্গ-পূর্ণং
তং শঙ্করং সকল-দুঃখহরং নমামি॥

দেব ও সিদ্ধগণ মধুকররূপে যাঁহার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন, যিনি নিখিল সৃষ্টির সংহার-কারক, গুণ, ধ্যান, ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ ও ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গে বিরাজিত, সেই সর্ব্বদুঃখনাশন শঙ্করকে নমস্কার।

শ্রীনাগভট্ট উবাচ

কামতন্ত্রমিদং চিত্রং নাম সুশ্রাবয়েন্ময়া।
বশ্যাদি যক্ষিণী-মন্ত্র সাধনান্তং সমুদ্ধৃতম্॥

সিদ্ধ মহাযোগী নাগভট্ট গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গ্রন্থোক্ত বিষয়ের আদি ও অন্ত নিরূপণ করিতেছেন। আমি এই বিচিত্র **কামরত্ন** বা **বশীকরণ-তন্ত্র** প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর। ইহার আদিতে বশীকরণ তন্ত্র এবং অন্তে যক্ষিণীসাধনতন্ত্র বর্ণিত আছে। ইহা সর্ব্বমঙ্গলময় শিবদাতা শঙ্করের শ্রীমুখনিঃসৃত অমোঘ বশীকরণ শাস্ত্র।

জগদ্ধারণকর্ত্রী জগন্মাতা পার্ব্বতী এক দিবস দেবাদিদেব মহাদেবকে কহিলেন,—নাথ! আমি আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বহু তন্ত্রাদি শ্রবণ করিলেও পুনরায়

অন্যান্য তন্ত্রোক্ত বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের শুভমঙ্গলসাধনার্থ অতি গুহ্য বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচাটন, স্তম্ভন, মোহন ও মারণ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের তন্ত্রোক্ত বিষয়রাজি বর্ণনা করিয়া আমায় পরিতৃপ্ত করুন।

সংহারকর্ত্তা পশুপতি বলিলেন,—হে বিশ্ববিমোহিনী দুর্গে! যে সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মনুষ্যগণও দেবতা বিশেষ হইতে পারে, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সকল বিষয়ের বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিতেছি শ্রবণ কর।

ষট্‌কর্ম্ম

ষট্‌কর্ম্ম নিরূপণ

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মানি মনীষিণঃ॥

মনীষিগণ শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন এবং মারণ এই ছয় প্রকার কর্ম্মকে ষট্‌কর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ষট্‌কর্ম্মের লক্ষণ

রোগকৃত্যাগ্রহাদিনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্যং জানানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্বমূদীরিতম্।
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং সমূদাহৃতম্।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষণনং মিথোবিদ্বেষণং মতম্।
উচ্চাটন স্বদেশাদেভ্রংশনং পরীকীর্ত্তিতম্।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্।
স্বদেবতাদিক্‌পালাবাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্ম্মানি সাধয়েৎ।
কর্ম্মাণি সাধয়েৎ স্নিগ্ধানাং পরস্পরমিত্র ভাবাপানাম্।

যাহার দ্বারা ব্যাধি নাশ, কুকৃত্যাদি দূর এবং বিরুদ্ধ গ্রহজনিত দোষ নষ্ট হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম বলে। যে কার্য্য দ্বারা জীবগণ বশ্যতা স্বীকার করে তাহাকে বশীকরণ কহে। যে কার্য্য দ্বারা সকলের প্রবৃত্তিরোধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন কার্য্য বলে। যে কর্ম্ম দ্বারা প্রণয়িদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে তাহাকে বিদ্বেষণ

বলে। যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায় তাহাকে উচাটন কহে। যে কার্য্য দ্বারা জীবগণকে বিনষ্ট করা যায় তাহাকে মারণ বলে।

সাধককে এই সকল কার্য্য করিতে হইলে, ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেক দেবতা, দিক্ ইত্যাদি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

ষট্‌কর্ম্মের দেবতা

রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমাম।
ষট্‌কর্ম্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ॥

রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, দুর্গা এবং ভদ্রকালী ইহারা যথাক্রমে ষট্‌কর্ম্মের দেবতা। সাধক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে যথাবিধানে পূজা করিবে।

ষট্‌কর্ম্মের দিক্ নিরূপণ

ঈশচন্দ্রেন্দ্রনির্ঋতিবায়্বগ্নীনাং দিশো মতাঃ।
ক্রমেণ ষট্‌সু কর্ম্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ॥

ঈশানকোণ শান্তিকর্ম্মে, নৈর্ঋতকোণ বিদ্বেষকার্য্যে, বায়ুকোণ উচাটনে ও অগ্নিকোণ মারণকর্ম্মে প্রশস্ত। উত্তরদিক বশীকরণে, পূর্ব্বদিক স্তম্ভনে প্রশস্ত।

ষট্‌কর্ম্মের ঋতুকাল

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ স্যুর্ব্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে।
বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশিশিরাঃ।
অথবা বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে।
বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্নে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ।
অর্দ্ধরাত্রৌ শরৎকালং উষা হেমন্ত উচ্যতে।
অন্যে চ ঋতবঃ সর্ব্বে সায়াহ্নাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মাণি।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো গ্রীষ্মে বিদ্বেষ ঈরিতঃ।
প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্মারণকর্ম্মণি॥

সূর্য্য উদয়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দিবা ও রাত্রি দশ দশ দণ্ড হিসাবে ক্রমান্বয়ে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত ঋতুকাল হয়। সূর্য্য উদয় হইবার পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত, দ্বিতীয় দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৃতীয় দশদণ্ড বর্ষা, চতুর্থ দশদণ্ড শরৎ, পঞ্চম দশদণ্ড হেমন্ত, ষষ্ঠ দশদণ্ড শীত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রকারান্তরে যাহা কীর্ত্তিত আছে তাহা লিখিত হইতেছে; যথা—দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ বসন্ত, মধ্যাহ্ণ গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা এবং সন্ধ্যা শীত। নিশীথ সময় শরৎ ও প্রত্যূষকালকে হেমন্ত বলে। শান্তি কার্য্য হেমন্তে, বশীকরণ কার্য্য বসন্তে, স্তম্ভন কার্য্য শীতে, বিদ্বেষণ কার্য্য গ্রীষ্মে, উচাটন কার্য্য বর্ষায় এবং মারণ কর্ম্ম শরৎকালে সমাধান করা বিধেয়।

ষট্‌কর্ম্মের তিথি বার

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সম্প্রোচ্যতেঽধুনা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা।
বুধেজ্যকাব্যসোমাশ্চ শান্তিকর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ।
গুরুচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী।
নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা।
পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বর্দ্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্।
দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনে তথা।
আকর্ষণে ত্বমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা।
পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্বেষকর্ম্মণি।
ষষ্ঠী তিথি চতুর্দ্দশী অষ্টমী মন্দবারকাঃ।
উচাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষেষু বিশেষতঃ।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ।
মন্দারার্কদিনোপেতা শস্তা মারণকর্ম্মণি।
বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা।
পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি।
শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাদশুভানাঞ্চ তোদয়ে।
রৌদ্রকর্ম্মণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্॥

শান্তিকর্ম্মে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই কয় তিথি ও বুধ, বৃহস্পতি শুক্র এবং সোমবার প্রশস্ত। বৃহস্পতি বা সোমবারে ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী, দশমী তিথি হইলে, সেই দিবস পুষ্টিকার্য্য সাধন করিতে হইবে। যে কার্য্য দ্বারা ধন-জন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় মুনিগণ তাহারই নাম পুষ্টিকার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আকর্ষণ কর্ম্ম করিতে হইলে, রবি ও শুক্রবার এবং দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী ও প্রতিপদ এই কয়েকটী বার ও তিথিই প্রশস্ত। শনি কিম্বা রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হইলে, বিদ্বেষ কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত। শনিবার ও ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই বার ও তিথিতে উচাটনকর্ম্ম শুভ হয়। অপিকন্তু প্রদোষ-সময়ে এই কার্য্য করিলে আশু ফল প্রদান করিয়া থাকে। শনি ও রবিবার এবং কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে মারণকর্ম্ম প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। পঞ্চমী ও পূর্ণিমা তিথি এবং বুধ ও সোমবার স্তম্ভনকর্ম্মে উত্তম। শুভগ্রহের উদয়কালে শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি শুভকার্য্য করিতে হয়। অশুভগ্রহের উদয় সময়ে মারণকার্য্য করা বিধেয়; এতদ্ভিন্ন মৃত্যুযোগেও মারণকর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ষট্‌কর্ম্মের মাহেন্দ্রাদি মণ্ডল ও নক্ষত্র নির্ণয়

স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্।
মাহেন্দ্র বারুণে চৈব কর্ত্তব্যমিহ সিদ্ধিদম্।
জ্যেষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী।
মাহেন্দ্রমণ্ডলং হ্যেতৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্।
স্যাদুত্তরভাদ্রপদা মূলা শতভিষা তথা।
পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্লেষা জ্ঞেয়া বারুণমধ্যগাঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়া তু তৎকর্ম্মসিদ্ধিদা শম্ভু না স্মৃতা।
বিদ্বেষোচ্চাটনে বহ্নিবায়ুযোগে চ কারয়েৎ।
স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরফল্গুনী।
পুষ্যা পুনর্ব্বসুর্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অশ্বিনীভরণী আর্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মঘা।
বিশাখা কৃত্তিকা পূর্ব্বফল্গুনী রেবতী তথা।
বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থৎ কর্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ।

কালবিশেষঞ্চ বশ্যং পূর্ব্বাহ্নে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা।
শান্তিপুষ্টি দিনস্যান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্।

স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ কার্য্য করিতে হইলে, মহেন্দ্র ও বারুণ মণ্ডল-মধ্যগত নক্ষত্রই আবশ্যক, ইহার দ্বারা কর্ম্মী আশু ফল প্রাপ্ত হয়। মহাদেব বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্রগণ মাহেন্দ্রমণ্ডলমধ্যগত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা ইহারা বারুণমণ্ডলমধ্যস্থ; এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও উপরোল্লিখিত তিন প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ষট্‌কর্ম্মের লগ্ন

কুর্য্যাৎ স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্য্যক্ষে বৃশ্চিকোদয়ে।
দ্বেষোচ্চাটাদিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে।
মেষকন্যাধনুর্মীনে বশ্যশান্তিকপৌষ্টিকম্।
মারণোচ্চাটনে চাসৌ রিপুভেদবিনিগ্রহে ॥

সিংহ ও বৃশ্চিকলগ্নে স্তম্ভনকার্য্য সংসাধিত হয়। কর্কট অথবা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্য করিবে। মেষ, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্নে বশীকরণ, শান্তিকর্ম্ম, মারণ ও পুষ্টিকার্য্য করা বিশেষ প্রশস্ত। এতদ্ব্যতীত উচ্চাটন কার্য্যও মেষ, কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে সংসাধিত করা যাইতে পারে।

ষট্‌কর্ম্ম তত্ত্বনিয়ম

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদিরিতঃ।
স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্।
উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূম্যাগ্নির্মারণে মতঃ।
তত্তদ্ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্ত্বমণ্ডলসংযুতম্।
তত্তৎ কর্ম্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনঃ।
পরচক্রভয়াদৌ বা তীব্ররোগে মহাভয়ে।
ন কালনিয়মো গণ্যং প্রয়োগাণাং কদাচন।

শান্তিকার্য্য করিতে হইলে, জলতত্ত্বের উদয়কালীনই তাহা প্রশস্ত। বশীকরণ, বহ্নিতত্ত্বের উদয়কালীন সম্পাদন করা আবশ্যক। স্তম্ভন কার্য্য, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়-

-কালীনই সংসাধিত হইয়া থাকে। বিদ্বেষণ কার্য্য, আকাশ-তত্ত্বের উদয়কালে সংসাধিত হয়। মারণকার্য্যানুষ্ঠান, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালীন করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সকল বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক এবং যে তত্ত্বে যে কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহার মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করা আবশ্যক। যদি কোন কার্য্য শীঘ্র না করিলে, মহাভয়ে পতিত হইতে হইবে বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহার কালাকাল বা সময়ের প্রয়োজন করে না।

ষট্‌কর্ম্মের বর্ণভেদ

বশ্যে চাকর্ষণে ক্ষোভে রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ।
নির্ব্বিষীকরণে শান্তৌ পুষ্টৌ চাপ্যায়নে সিতম্।
পীতং স্তম্ভনকার্য্যেষু ধূম্রমুচ্চাটনে স্মৃতম্।
উন্মাদে শক্রগোপাভং কৃষ্ণবর্ণন্তু মারণে।

বশীকরণ, আকর্ষণ ও ক্ষোভণ কার্য্যে দেবতাকে শোণিতবর্ণ জ্ঞান করিতে হয়। শান্তি, পুষ্টি ও নির্ব্বিষ করণে শুক্লবর্ণ চিন্তা করা বিধেয়। স্তম্ভনকার্য্যে পীতবর্ণ জ্ঞান করা আবশ্যক। উচ্চাটন কর্ম্মে ধূম্রবর্ণ। উন্মাদকরণ কার্য্যে শোণিতবর্ণ। মারণে কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করা উচিত।

ষট্‌কর্ম্মে উত্থিত সুপ্তোপবিষ্টাদয়ঃ

উত্থিতং মারণে ধ্যায়েৎ সুপ্তমুচ্চাটনে প্রভুম্।
উপবিষ্টং সুরেশানি সর্ব্বত্রৈবং বিচিন্তয়েৎ॥

(মারণ কর্ম্ম করিতে হইলে দেবতাকে সমুত্থিত; উচ্চাটন কর্ম্মে নিদ্রিত; আর সকল কর্ম্মে সমাসীন চিন্তা করা আবশ্যক।)

ষট্‌কর্ম্মে সাত্ত্বিকাদি বর্ণবিশেষ

আসীনং শ্বেতরূপন্তু সাত্ত্বিকে সমুদাহৃতম্।
রাজসে তু পীতবর্ণং রক্তং শ্যামমুদাহৃতম্।
যানমার্গস্থিতং তূর্ণং কৃষ্ণং তামস উচ্যতে।
সাত্ত্বিকং মোক্ষকামানাং রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্।
তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্বব্যাধিনিবারণম্।
সর্ব্বোপদ্রবশান্ত্যর্থং তামসন্তু বিচিন্তয়েৎ॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মে সমাসীন ও শুক্লবর্ণ চিন্তা করা আবশ্যক। রাজস কর্ম্মে পীত, রক্ত বা শ্যামবর্ণ চিন্তা করিতে হয়। তামস কর্ম্মে দেবতাকে কৃষ্ণবর্ণ ও যানমার্গোপরি স্থিত জ্ঞান করা বিধেয়। যাহারা মোক্ষ কামনা করে, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক এবং যে সকল ব্যক্তি রাজ্যাদি কামনা করে, তাহাদিগকে রাজকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তামসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুবিনাশ, রোগদূরীকরণ ও উপদ্রব শান্তি করিতে হয়।

ষট্‌কর্ম্মের মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা

রুদ্রাবত্তার্ক্ষগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোহি কিন্নরাঃ।
পিশাচভূতদৈত্যেন্দ্রসিদ্ধাঃ কিং পুরুষাসুরাঃ।
সর্ব্বেষামপি মন্ত্রাণাং এতে পঞ্চদশ স্মৃতা।
কেচিদষ্টাদশ প্রাহুঃ সমগ্রাণাং নৃণাং মতাঃ॥

কেহ কেহ মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অষ্টাদশ মাত্র বলিলেও অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে পঞ্চদশ দেবতা বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা,—রুদ্র, কুজ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, অহি, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অসুর।

মূলিকা গ্রহন বিধি

বিধিমন্ত্র সমাযুক্তমৌষধং সফলং ভবেৎ।
বিধিমন্ত্রবিহীনস্তু কাষ্ঠবদ্ভেষজং ভবেৎ॥

ঔষধ যথা নিয়মে প্রস্তুত ও মন্ত্রসমন্বিত হইলেই ফলদায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু বিধি মন্ত্র-বিহীন হইলে উহা কাষ্ঠবৎ বিফল হয়, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল লাভের আশা নাই। অর্থাৎ ষট্‌কর্ম্মসাধনার্থ ঔষধ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্ত্র ও যেরূপ নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, নচেৎ সমস্ত বিফল হইয়া থাকে।

ঔষধ সংগ্রহের নিয়ম

ভূতাদিযুক্তমভ্যর্চ্চ্য গিরিশং প্রাতরুত্থিতৈঃ।
শ্রদ্ধৈরুপাসিতৈর্ব্বাপি সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমৌষধম্॥

প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভূতাদির সহিত শিবের অর্চনা করতঃ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়। শ্রদ্ধাসহকারে উপবাসী থাকিয়া ঔষধ সমূহ সংগ্রহ করা বিধেয়।

ঔষধ সংগ্রহে মন্ত্র

ইত্যেবং সর্ব্বমূলানাং বিধিমন্ত্রশ্চ কথ্যতে।
আদৌ বৃক্ষমূলং গত্বা তদন্তে চাভিমন্ত্রয়েৎ॥
ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে বৃক্ষাদস্মাচ্ছিবাজ্ঞয়া॥

প্রথমতঃ তরুমূলে গমনপূর্ব্বক "ওঁ বেতালাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে অর্থাৎ 'বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস ও সরীসৃপ যে কেহ আছ শিবের আদেশে এই বৃক্ষ হইতে অপসারিত হও' ইহা বলিতে হইবে।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমস্তেঽমৃত সম্ভূতে বলবীর্য্যবিবর্দ্ধিনি।
পরমায়ুশ্চ মে দেহি পাপান্মে ত্রাহি দূরতঃ॥

হে অমৃত সম্ভূতে, বলবীর্য্যবিবর্দ্ধিনি। আমাকে বল ও পরমায়ুঃ প্রদান কর এবং আমার পাপরাশি ধ্বংস কর; আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

খনন মন্ত্র

যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেন ত্বাং খনতে ভৃগুঃ।
যেন ইন্দ্রোঽথ বরুণো যেন ত্বামুপচক্রমে॥
তে নাহং খনয়িষ্যামি মন্ত্রপূতেন পাণিনা।
মা যে পাতে মানিপাতি মাতে তেজোঽন্যথা ভবেৎ।
অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি মম কার্য্যকরী ভব।
ওঁ হ্রীঁ ক্ষৌং ফট্ স্বাহা।
অনেন মূলিকাং ছেদয়েৎ।

প্রণামান্তর মূলের লিখিত "যে ত্বাং খনতে ব্রহ্মা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বৃক্ষমূল খনন করতঃ "ওঁ হ্রীঁ ক্ষৌং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিয়া তরুমূল ছেদন করিবে।

ইত্যেবং সর্ব্ববিদ্যানাং ষট্‌কর্ম্মাণাং সুসিদ্ধয়ে।
কথিতাধ্বাত্র যত্নেন মূলিকাগ্রহণং শুভম্॥

এরূপে যে প্রকারে ষট্‌কর্ম্মের অন্যান্য বিদ্যাসাধনার্থ মূলিকা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে কথিত হইল।

ইতি ষট্‌কর্ম্মোক্ত মূলিকা গ্রহণ-বিধি সমাপ্ত।

মন্ত্রসিদ্ধি তত্ত্বম্

জপোযজ্ঞো স্তপোযজ্ঞো নাপরোস্তীহ কশ্চন।
তস্মাজ্জপেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সাধয়েৎ ॥
সর্ব্ববাদান্ পরিত্যজ্য মন্ত্রবাদং সমভ্যসেৎ।
অপ্রমাদাদ্ ভবেৎ সিদ্ধি প্রমাদানশুভং পদম্ ॥
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
সিদ্ধমন্ত্রো গুরোর্লব্ধো মন্ত্রী যঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।
পূর্ব্বজন্মাকৃতাভ্যাসান্মন্ত্রো বা শীঘ্র সিদ্ধিদঃ।
দীক্ষাপূর্ব্বং কুলেশানি পারম্পর্য্যক্রমাগতম্ ॥
ন্যায়লব্ধং হি যন্মন্ত্রং তচ্চ সিধ্যত্যসংশয়ঃ।
যদৃচ্ছয়াপ্তং যন্মন্ত্রং গুরোঃ শিষ্যেণ নৌবলাৎ ॥
যথোপদেশং সাধ্যেত জপেনাত্মসুহৃদ্ ভবেৎ।
পুস্তকে লিখিতং মন্ত্রং বিলোক্য প্রজাপন্তি যে ॥
ব্রহ্মহত্যাসমঃ তেষাং পাতকং পরিকীর্ত্তিতম্।
যদিচ্ছেৎ সুফলং কিঞ্চিৎ মন্ত্রং জপ্তুংতু সাধকঃ ॥
দৃষ্টে প্রস্থস্তমাত্মদাৎ গুরোরাজ্ঞাং হি পূর্ব্বতঃ।
তদা মন্ত্রং হি সম্পূর্ণং জপশ্চৈব সুসিদ্ধিদঃ ॥

এই সংসার মধ্যে জপ ও তপ এই প্রকার যজ্ঞ ছাড়া দ্বিতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম আর কিছুই নাই; অতএব ইহার দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল সাধন করা যায়। এই জন্য অন্যান্য শাস্ত্র পরিহার করতঃ তন্ত্রশাস্ত্র অভ্যাস করা উচিত। যে মন্ত্রে ভুল আছে তাহা অভ্যাস করিলে অমঙ্গল এবং যাহাতে ভুল নাই তাহার দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য সিদ্ধ মন্ত্র গুরুর নিকট হইতেই গ্রহণ করা আবশ্যক এবং তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি গুরুর সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বেচ্ছায় পুস্তকোল্লিখিত মন্ত্র জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা সম পাপ হয়। অতএব যদি পুস্তকের লিখিত মন্ত্র দ্বারা কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে গুরুর আজ্ঞা লইতে ভুলিবে না। অনেকের পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাস বশতঃ ত্বরায় মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ স্ত্রী-বশীকরণং

১। রবিবারে গৃহীত্বা তু কৃষ্ণধুস্তুরপুষ্পকং।
শাখাং লতাং গৃহীত্বা তু পত্রং মূলং তথৈব চ॥
পিষ্ট্বা কর্পূর সংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমং।
তিলকে স্ত্রীবশীকুর্য্যাদ্ যদি সাক্ষাদরুন্ধতী॥

রবিবারে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, শাখা, লতা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক করিবে। ইহাতে স্ত্রী বশীভূতা হইবে এই বশীকরণে স্বয়ং অরুন্ধতীও বশ্যা হইবেন। ১

২। ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম যস্যাঙ্গে নিক্ষেপেন্নর।
বশীভবতি সা নারী নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

ব্রহ্মদণ্ডী (বামনহাটি গাছ) ও চিতাভস্ম যে নারীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে; এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন। ২

৩। সিন্দূর কদলীকন্দং পেষয়েদ্ গুরুবাসরে।
অনেন তিলকং কৃত্বা সদ্যো নারী বশীভবেৎ॥

বৃহস্পতিবারে সিন্দুর ও কদলীমূল পেষণ পূর্ব্বক কপালে তিলক করিবে, এই তিলক দর্শন মাত্র নারী বশীভূতা হইবে। ৩

৪। গৃহীত্বা মালতীপুষ্পং পট্টসূত্রেন বর্ত্তিকা।
ভৃগুবারে নৃকপালে এরণ্ডতৈল কজ্জলং,
কজ্জলং চাঞ্জয়েন্নেত্রং দৃষ্টিমাত্রং বশীভবেৎ।
বিনামন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যান্নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

মালতী পুষ্প ও পট্টসূত্র দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া এরণ্ড তৈলে প্রদীপ জ্বালিবে, এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে মনুষ্যের মস্তকের অস্থিতে কজ্জল পাত করিবে, (নিম্নলিখিত মন্ত্রে) এই কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে, তাহাকে যে নারী দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে। ৪

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমঃ কামাখ্যাদেবি অমুকীং মে বশংকুরু স্বাহা।"

এতন্মন্ত্রমষ্টোত্তর শত জপেন সিদ্ধিঃ।

"ওঁ নমঃ কামাখ্যাদেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে, তৎপরে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-বশীকরণে রক্তমুণ্ডা মন্ত্র

৫। মহানিম্বস্য পুষ্পানি ঘৃতেন সহ হোময়েৎ।
সপ্তরাত্রে বশং যাতি যদি রামা মনোরমা॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীঁ চক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।"

মহানিম্বের (নিম্ববিশেষ) পুষ্পে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত হোম করিবে; এইরূপ সপ্তাহ হোম করিলে মনোরমা 'নারী' বশীভূতা হয়। পূর্ব্বে যে সকল হোমের বিধান লিখিত হইল, তাহাতে "ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে। ৫

৬। মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্ত করবীকম্।
নবাঙ্গুলং কীলকং তৎ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
যস্য নাম্না খনেক্ ভূমৌ সা বশ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ হুঁ হুঁ স্বাহা"। তত্তৎস্থানে যথাসংখ্য মন্ত্রুক্তে ত্বযুতং জপেৎ।

মৃগশীরা নক্ষত্রে রক্ত করবীর নয় অঙ্গুল পরিমাণ একটী কীলক (গোজ) প্রস্তুত করিয়া "ওঁ হুঁ হুঁ স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। অনুক্ত স্থলে মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ৬

বশীকরণে মহাভৈরব মন্ত্র

৭। "হ্রীঁ মহাভৈরব শেষভুবনবাচি ত্রৈলোক্যার্থহৃতায়াং ক্রোঁ হ্রীঁ হুং ফট্।"

অনেন মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রদত্তেন বস্ত্রেণ ভবেৎ।

বস্ত্রের উপরে "হ্রীং মহাভৈরব শেষভুবনবাচি ত্রৈলোকার্থ হৃতায়াং ক্রোঁ হ্রীং হুং ফট্" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া ঐ বস্ত্র যাহাকে দিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে। ৭

বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র

৮। "ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্ব্বান দম দম স্বাহা"। নিবর্ত্তিত নিত্যক্রিয়ো সাধকঃ অনেন মন্ত্রেনাষ্টোত্তর শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যস্মৈ দীয়তে স বশ্যো ভবতি॥ প্রীত্যর্থে।

একটী পুষ্পের উপর "ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্ব্বান দম দম স্বাহা" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া যাহাকে প্রদান করিবে, সে বশীভূত হইবে। ৮

৯। "ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বং মাং স্বাঃ দম দম স্বাহা"।

ইমং মন্ত্রং একাদশবারং জপ্ত্বা পুষ্পমভিমন্ত্র্য যস্যৈ দীয়তে সা বশ্যা ভবতি।

"ওঁ চামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া একটা পুষ্প পড়িয়া যে নারীর হস্তে দেওয়া যায়, সেই নারী নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে। ৯

বশীকরণে কামদেব মন্ত্রঃ

১০। "ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শং উত্তমং কুরু কুরু স্বাহা"। অনেন সপ্তাভিমন্ত্র্য যাং স্পৃশতি সা বশ্যা ভবতি।

"ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শং" ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া যে নারীকে স্পর্শ করা যায়, সেই নারী নিশ্চয়ই বশীভূতা হয়। ১০

১১। অপভাষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং স্ত্রীবশীকরণং।
যস্য ধারণ মাত্রেণ শক্তিসাধন মুত্তমম্॥

অচল ঘাটের নিচল পাণি।
তাহাতে উপজিল কালের বাঘিনী।
কালের বাঘিনী বোলোম তোরে।
অমুকীর পাঁচপ্রাণচিত্ত আনিয়া দে মোরে॥
হরিণের রক্ত মাছের পিত্ত।
তৈল করিয়া পোড়াম অমুকীর পাঁচপ্রাণচিত্ত॥

মন্ত্রেনানেন দেবেশি ! ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা চ সা নারী তস্য সঙ্গী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

অচল ঘাটের নিচল পাণি ইত্যাদি অপভ্রংশ মন্ত্র স্ত্রীদিগের বশীকারক, এই মন্ত্র ধারণ মাত্রে শক্তি-সাধন হইয়া থাকে। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল পান করিলে, নারীগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া থাকে। ১১

বশীকরণে কাপালিক যোগ

১২। কপালং মানুষং গৃহ্য কনকস্য ফলানি চ।
কর্পূরং মধুসংযুক্তং নিঘৃষ্যংতিলকেন চ॥
নারী বা পুরুষোঽনেন বশ্যো ভবতি নিত্যশঃ।
এষো কাপালিকো যোগো বশিষ্ঠস্য শুভং মত ॥

মনুষ্যের কপালের অস্থি, ধুতুরার ফল, কর্পূর ও মধু, এই সকল একত্র করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় কপালে তিলক করিবে সেই ব্যক্তি এই তিলক প্রভাবে স্ত্রী কিংবা পুরুষ সকলেই তাহার বশীভূত হইবে। এই কাপালিক বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন। ১২

বশীকরণে শ্মশানবাসিনী মন্ত্র

১৩। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশ্যাং মৃতভস্ম তু গ্রাহয়েৎ। স্ত্রীনাঞ্চ মূর্দ্ধি দাতব্যং বিদ্যয়া পরিজপ্যয়া॥ দহ্যতে মুহ্যতে নারী পচ্যতে শুষ্যতেঽপি চ। অঙ্গানি চৈব ভজ্যন্তে যদি তং ন সমাবিশেৎ॥

অত্র মন্ত্রঃ—"ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা"। বর্ণাঃ ১৪। সপ্তরাত্রেণ প্রেরকং॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর নিশাকালে মৃতভস্ম আনিয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে, ঐ স্ত্রীলোক বশীভূতা হয়। এইরূপ বশীকরণ করিলে যতদিন পর্য্যন্ত বশীকারক পুরুষের সহিত মিলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের শরীরে দাহ হয় এবং তাহার শরীর ক্রমে কৃশ হইতে থাকে ও কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

"ওঁ নমশ্চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি স্বাহা" এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে। ১৩

বশীকরণে লক্ষ্মী মন্ত্রঃ

১৪। মনঃশীলা-কুঙ্কুমসর্ষপাশ্চ বচা চ কুষ্ঠং সহ দেবদারুঃ। রক্তঞ্চ রক্তং পালিতেন সার্দ্ধং প্রপেষয়েৎ সূক্ষ্মতরং মহান্তঃ॥ প্রস্নাত পূর্ব্বাভিমুখোপি ভূত্বা সংস্কৃত্য লক্ষ্মীঞ্চরুকেন পূজ্য। ততঃ প্রকুর্য্যাং তিলকং ললাটে—বামাচ্চ হস্তাচ্চতুরঙ্গুলীভিঃ॥ পুংদৃষ্টমাত্রেণ ভবেৎ স কান্তাদাসাতিদাসশ্চ কিমত্র চিত্রং॥

মনঃশীলা, কুঙ্কুম, সর্ষপ, বচ, কুড়, দেবদারু, রক্তচন্দন ও স্বীয় শোণিত—এই সকল উত্তমরূপে পেষণ করিবে; অনন্তর প্রাতঃস্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া কপালে তিলক ও বামহস্তের চারিটী অঙ্গুলিতে লেপন করিবে। কোন নারী এইরূপ করিয়া যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাহার দাসানুদাস হইয়া বশীভূত হইবে। ১৭

কামশাস্ত্রোক্ত স্ত্রী-বশীকরণ

অঙ্গুষ্ঠে চ পদে গুল্‌ফে জানৌ চ জঘনে তথা।
নাভৌ বক্ষনি কুক্ষে চ কণ্ঠে কপোলকে॥
ওষ্ঠে নেত্রে ললাটে চ মূর্দ্ধি চন্দ্রকলা স্থিতাঃ।
স্ত্রীনাং পক্ষে সিতে কৃষ্ণে ঊর্দ্ধাধঃ সংস্থিতা নৃনাং॥

অঙ্গুষ্ঠ, পদ, গুল্‌ফ, জানু, জঙ্ঘা, নাভী, বক্ষ, কুক্ষি, কণ্ঠ, কপোল, ওষ্ঠ, নেত্র, ললাট ও মস্তক, এই সকল স্থানে চন্দ্রকলা অবস্থিতি করে। শুক্লপক্ষে স্ত্রীর ঊর্দ্ধভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে অধোভাগে, শুক্লপক্ষে পুরুষের অধোভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে ঊর্দ্ধভাগে কলা থাকে।

বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ক্রমাদ্রুদ্র দ্রবাদিকৃৎ।
চতুঃষষ্ঠি কলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরণঃ॥
আলিঙ্গনাদ্যা নারীনাং কুমারীণাঃ বশীকরাঃ॥

স্ত্রীর বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কাম বাস করে, সুতরাং সেই সেই অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে দ্রবীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা আছে। কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি বশীকারক।

রতি-রহস্য মতে বালাদি নারী বশীকরণ

বালা তাম্বূল-মালা-ফল-রস মধুরাহার সম্মানহার্য্যা,
মুগ্ধাঽলঙ্কারহার প্রমুখবিতরণৈঃ রজ্যতে, যৌবনস্থা।
সদ্ভাবারব্ধ-গাঢ়োদ্ভটরত সুখিতা, মধ্যমা রাগলুব্ধা,
বৃদ্ধাঽঽলাপৈঃ প্রহৃষ্টা ভবতি গতবয়া গৌরবেনাতি দূরম্ ॥

বালা নারী, তাম্বূল, মালা, রসাল ফলে বশীভূতা হয়, মধ্যা নারী হার প্রভৃতি অলঙ্কারাদি দানে, তরুণী নারী প্রীতিবশে গাঢ় উদ্ভট রতিসুখদানে, প্রৌঢ়া নারী অনুরাগে, বৃদ্ধা রমণী সদালাপে অর্থাৎ সুকুমার বচনে বশীভূতা হইয়া থাকে।

পদ্মিনী প্রভৃতি নারী বশীকরণ

রজতি রতিসুখার্থং চিত্রিণীমগ্রযামে,
ভজতি দিনরজন্যোর্হস্তিনীং চ দ্বিতীয়ে।
গময়তি চ তৃতীয়ে শঙ্খিনী মার্দ্রভাব।
রময়তি রমণীয়াং পদ্মিনীং তূর্য্য যামে ॥

পুরুষ সুরত সুখের নিমিত্ত দিন ও রজনীর অগ্রযামে চিত্রিণী নারীতে, দিবা ও রাত্রির দ্বিতীয় যামে হস্তিনী নারীতে, দিন ও রজনীর তৃতীয় যামে শঙ্খিনী রমণীতে এবং দিন ও রজনীর চতুর্থ যামে রমণীয় পদ্মিনী নারীতে গমন করিবে, কারণ পদ্মিনী প্রভৃতি রমণী আদ্রমদনা হইয়া থাকে।

চিত্রিণী বশীকরণ মন্ত্র

"ওঁ ওঁ বিহঙ্গম বিহঙ্গম কামদেবায় অমুকীং বশমানয় স্বাহা"।

অনেন মন্ত্রেন কদলীকন্দরসং জাতীফলং তাম্বূলেন সহ দদ্যাত্তদা চিত্রিণী বশ্যা ভবেৎ।

জাতী ফল (জায় ফল) পেষণ পূর্ব্বক কদলী-মূলের রসে ভাবনা দিয়া ও চূর্ণীকরণ তপ্ত করিয়া পানপাত্রে রাখিয়া রবিবারে উহা "ওঁ ওঁ বিহঙ্গম বিহঙ্গম" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রদাপিত করিবে। ইহা ভক্ষণমাত্রেই চিত্রিণী-নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

হস্তিনী বশীকরণ মন্ত্র

"ওঁ ছিন্দি ছিন্দি বশ্যঙ্করি বশ্যঙ্করি বশ্যংকরি কামদেবায় স্বাহা।"

অনেন মন্ত্রেণ পারাবতভ্রমরস্য পক্ষৌমধুযুক্তৌ তাম্বূলেন দেয়ৌ তদা হস্তিনী বশ্যা ভবেৎ।

"ওঁ ছিন্দি ছিন্দি" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পারাবত ও ভ্রমরের পক্ষ মধুযুক্ত তাম্বূলের সহিত প্রদান করিলে হস্তিনী নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

শঙ্খিনী বশীকরণ মন্ত্র

"ওঁ হর হর পচ কামদেবায় স্বাহা।"

অনেন মন্ত্রেণ গন্ধতগরস্য মূলং বিল্বসহিতং দেয় তদা শঙ্খিনী বশ্যা ভবেৎ।

"ওঁ হর হর" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া গন্ধতগর পুষ্পের মূল বিল্বের সহিত প্রদান করিলে শঙ্খিনী নারী বশীভূতা হইয়া থাকে।

উত্তম জাতিহেতু পদ্মিনীর এই সকল নিয়ম বলা হইল না। পদ্মিনী পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই বশীভূতা হইয়া থাকে।

বালিকা-বশীকরণে সিন্দূর কজ্জল পড়া মন্ত্রঃ

ওঁ আদেশ গুরুকো সিন্দূর কাজলং মৃত্যু আগে, বালিকা কুমারী ক্ষটকটা জাই অটকটী জো আবে, শ্রীমহাদেব গুরু তেরী আজ্ঞা লাগে, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি স্ফুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরো বাচা।

বশ মন্ত্রঃ

ওঁ নমঃ কুলফুলকী বারী, রাণী চৌষট্টী নারী, দেখেবী পারী, মাই সিংহশক্তি তুহ্যা বীজে ফুল সূয়ে দাস হমারী।

ওঁ কাঁউরূপ দেশতে আহিলি চণ্ডী, তে দীন্দ বেলকী খণ্ডী বেলকী খণ্ডী মুঙ্গলা বৌহু বন্ধ তোর সিংহ দুয়ার, পৈসৌ শত্রু করো বিলার, মোহি সিদ্ধি, গুরুকো পাউ।

ওঁ মোহিনী মোহিনী তেই মোহিনী বড়া ভাব তৈলে মোহিসি গাংউ, চন্দ্র মোহিলোং সূর্য্য মোহিলোং হাট মোহিলে উপবন মোহিলে উপালা মোহিলে ট একবচন হোই হে সবোবচন গাঁউ, শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা।

মোহিনী তিনি প জাউ, পহিলেহ মোহো রাজা প্রজা পাছে মোংহ সাগরো গরাউ মোংভং মেরী সিদ্ধি গুরুকী পাউ জান॥

ওঁ ধার ধার বগ্রধার, রাণী বন্ধো তীনি চার, নসৈ ঈননপর হৈই খাণ্ড রক্ষা করহি শ্রীগোরক্ষস্ত॥

বশীকরণ মন্ত্রঃ

ওঁ চল চল অমুকঃ (নামকৃত্বা) বশমানয় হুঁ ফট্ আগচ্ছ আগচ্ছ হুঁ হুঁ ওঁ॥

বশী ফুলপড়া মন্ত্রঃ

ওঁ আদেশ গুরুকোং কাং উরুদেশ চণ্ডিকা অম্বিকা দেবী উহথো ইস্‌মাইল্ যোগো ইস্‌মাইল্ যোগিনে লগাই কুলকী বারী ফুলবী লোনাচামারী একফুল হসে একফুল বিগসে জোলেই ফুলকা বাস উসকা জীব ফিরহ মেরা পাশ, মেরী ভক্তি গুরুকি শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ। ওঁ পং বাঘ বান্ধো বাধি অষ্টোত্তর সোকলা বাংধো হাব চোরমুখ বান্ধে যাভমলে আকাশ রাং ধাং মৃহুংকারে ডেঙ্কডরে জ মহাদেবকী আজ্ঞা ফুরে সতী সীতাকী আন্ হনুমন্ত জতীকী আন্ লক্ষ্মণক কুবেরকী আন্ চৌষট যোগিনীকী আন্ আঠাবহ ভৈরব বনস্পতিকী আন্ বাচা চারেং কুবাচা করেতো কুম্ভী নরকমে পরে মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্রঃ ঈশ্বরী বাচা॥

ওঁ কুম্ভিল কুন্তল লুক্ ফুরন্ত গিরী ফুক্ ফুলকী মোসি ওঁ ওঁ কুতী লুকা ফুরন্ত বিলী পিলী দিকিতি লুক্ ফুরন্ত। ওঁ হ্রীঁ কুম্ভিল কুন্তল লুক্ ফুরন্ত গিরী ফুক্ ফুলকী মোসি ওঁ ওঁ কুতী লুকা ফুরন্ত বিলী পিলী লুক্-ফুরন্ত। ইত্যাদি পুনরেক মন্ত্রঃ।

বশীকরণে চণ্ড মন্ত্রঃ

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা চণ্ডমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে।
ততো হ্যৌষধযোগায় কুরু সপ্তাভিমন্ত্রিতং।
সিধ্যন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি পূর্ব্বমেব প্রভাবতঃ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।" অয়ং চণ্ডমন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধো ভবতি।

যে স্থলে চণ্ডমন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ "ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি দশ সহস্র জপ করিবে, পরে ঔষধাদি গ্রহণ ও প্রয়োগকালেও উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ

১। প্রাতমুখস্য প্রক্ষাল্য সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
যস্য নাম্না পিবেত্তোয়ং সা স্ত্রী বশ্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্।

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রকর্ম্মাণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা॥

অনুগত স্বামী তাহার দুষ্টা স্ত্রীকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রাতে উঠিয়া নিয়মিত নিত্যকর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত মন্ত্র সাত গণ্ডূষ জল পান করিবে। এক পক্ষকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূত হয়। ১

২। কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং শুক্রশোণিতমিশ্রিতম্।
তদ্ধস্তে ভোজতে বালা শ্মশানে রোদতে সদা।

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ ভগবতে রুদ্রায় ওঁ চামুণ্ডে অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড় এই দ্রব্যত্রয় হস্তে ধারণ করতঃ উল্লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক স্বীয় দুষ্টা স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলে, সে নিশ্চিত বশীভূত হয়; তবে ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবে। ২

৩। কৃষ্ণধুস্তুরজং পুষ্পং পুষ্যে সংগৃহ্য যত্নতঃ।
ভরণ্যাং ফলমানীয় বিশাখায়ং শাখাস্তথা॥
হস্তায়াং পত্রমাগৃহ্য মূলায়াং মূলমেব চ।
সম গোরোচনং দত্ত্বা সমং কর্পূরকুঙ্কুমৌ।
তিলকং তেন কৃত্বা তু কুলটাং বশমানয়েৎ॥

কুলটা স্ত্রীকে বশীভূত করিতে হইলে, পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুতুরার ফুল, ভরণী নক্ষত্রে তাহার ফল, বিশাখা নক্ষত্রে তাহার শাখা, হস্তা নক্ষত্রে পত্র ও মূলা নক্ষত্রে মূল লইয়া যে পরিমাণ দ্রব্য হইবে, তাহার সমপরিমাণ কর্পূর, জাফরাণ ও গোরচনা মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক কপালে তিলক কাটিলে ঈপ্সিত ফল লাভ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে এই কার্য্য করিতে হয়। ৩

৪। বিশাখায়াস্তু বন্দাক মঙ্গলস্য সমাহরেৎ।
হস্তে বদ্ধা তু কুরুতে বশতাং বরযোষিতাম্॥
মন্ত্রঃ—"ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা।" অনেনাভিমন্ত্র্য বন্ধয়েৎ॥

"ওঁ পাতে বজ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে বিশাখা নক্ষত্রে দারুহরিদ্রার মূল মন্ত্রপূত করিয়া দুষ্টা স্ত্রীর বাম হস্তে বন্ধন করিয়া দিলে সে স্বামীর বশীভূতা হইয়া থাকে। ৪

৫। গোরোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং ভূর্জ্জে যস্যাঃ নামাভিলিখ্য
ঘৃত মধু মধ্যে স্থাপয়েৎ সা বশ্যা ভবতি।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মিত তিথি নক্ষত্রানুসারী গোরোচনা ও কুঙ্কুম (জাফরাণ) দ্বারা নিজ দুষ্টা স্ত্রীর নাম লিখিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিলে তাহার মন স্থির হয়। ৫

৬। পানীয়স্যাঞ্জলীন্ সপ্ত দত্ত্বা বিদ্যামিমাং জপেৎ।
সালঙ্কারাং নরঃ কন্যাং লভতে মাসমাত্রতঃ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে সপ্ত জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া উক্ত মন্ত্র এক মাস জপ করিলে অভিলষিতা সালঙ্কারা ও সুরূপা কন্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬

৭। স্বনাম্না সহিতং পত্নীনাম উচ্চার্য্যাং যত্নতঃ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং ভার্য্যায়ৈ প্রদদেদযদি।
বশীভবতি সা ভার্য্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মন্ত্রঃ— ওঁ হুং স্বাহা।

দুষ্টা স্ত্রীকে বশীভূত করিতে হইলে, একটী পুষ্প লইয়া উপরিলিখিত মন্ত্র সহিত নিজ নাম ও পত্নীনাম সহ সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহার হস্তে দিতে হইবে। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারী কার্য্য করিলে নিশ্চয় মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ৭

৮। কৃষ্ণাপরাজিতামূলং তাম্বুলেন সমাযুতম্।
অবশ্যায়ৈ স্ত্রিয়ৈঃ দদ্যাৎ বশ্যা ভবতি নান্যথা॥

মন্ত্রঃ—অং হুং স্বাহা।

যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে কৃষ্ণ অপরাজিতার মূল তাম্বুলসহ উপরোল্লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দুষ্টা স্ত্রীকে খাইতে দেয়, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ৮

৯। ব্রহ্মদণ্ডীবচাকুষ্ঠ প্রিয়ঙ্গুনাগকেশরম্।
দদ্যাত্তাম্বুলসংযুক্তং স্ত্রীণাং মন্ত্রেণ তদ্বশং॥

মন্ত্রঃ— ওঁ নারায়ণী স্বাহা।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর উপরোল্লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দুষ্টা স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলে, সে নিশ্চিত বশীভূতা হইয়া থাকে। ৯

১০। ব্রহ্মদণ্ডীবচাপত্রং মধুনা সহ পেষয়েৎ।
অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা মান্যং ভর্ত্তারমিবচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, নিম্বপত্র মধুর সহিত পেষণ করতঃ নিজ গাত্রে লেপন করে, তাহার স্ত্রী সাধ্বী সতী হইয়া থাকে। ১০

দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ সমাপ্ত।

পুরুষ বশীকরণ

১। নিম্বকাষ্ঠস্য ধূমেন ধূপয়িত্বা অঙ্গ স্ত্রিয়ঃ।
সুভগা স্যাৎ সাতি রুদ্রপতির্দ্দাসো ভবিষ্যতি॥

যদি কোন নারী ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী নিম্বকাষ্ঠের ধোঁয়া নিজ অঙ্গে উক্তরূপে ধারণ করে, তাহা হইলে সে সুভগা হয় এবং তাহার স্বামী চিরানুগত হইয়া থাকে। ১

২। গোরোচনানলদকুঙ্কুমভাবিতায়াঃ
স্তস্যাঃ সদৈব কুরুতে তিলকং বশার্থম্।
বায়স্যায়নেন বহুধা প্রমদানজানা
সৌভাগ্যকৃত্যসময়ে প্রকটীকৃতোঽসৌ॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে গোরোচনা, বেনার মূল ও কুঙ্কুম (জাফরাণ) উক্তরূপে পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলক কাটিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে অতীব দুষ্ট হইলেও বশ্যতা স্বীকার করিবে। ইহা মহাদেবের বাক্য অন্যথা হইবার নাই। ২

পুরুষ বশীকরণ সমাপ্ত

সিদ্ধনাগার্জ্জুনোক্ত সর্ব্বজন বশীকরণ

সিদ্ধনাগার্জ্জুনোক্ত সর্ব্বজন বশীকরণ কথিত হইতেছে।

১। একচিত্তস্থিতো মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বাযুতদ্বয়ং।
ততঃ ক্ষোভয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ॥

সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া দুই অযুত অর্থাৎ বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। এই বশীকরণ কার্য্য করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। ১

২। বিদারী বটমূলন্ত জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকং লোকবশ্যকৃৎ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্তরূপ তিলকধারী পুরুষকে দর্শন করিলে ত্রিলোক বশ্য হয়। ২

৩। চন্দ্রপুষ্যে সমুদ্ধৃতা ব্রহ্মদণ্ডীরমূলকং।
ভোজয়েৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং বশীকরণমুত্তমম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ী বহন সময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ধার করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্বপ্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে। ৩

৪। কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে
পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ॥
দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিক সহস্রকং॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।

শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানমৃত্তিকাযুতং। ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নরপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভুবি বিক্ষিপেৎ। সমন্ত্রেনোদকেনৈব সিঞ্চান্নিত্যং যথাবিধি।

সেচন মন্ত্রঃ।

ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা। ইতি সেচন মন্ত্রঃ।

৫। পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপোবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারাদ্যৈ র্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ। ও শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ও পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বান্যঙ্গানি নমোন্তাদীনি। ইতি ন্যাসং কৃত্বা মূলমন্ত্রেনোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা। অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। দশাংশংহবনং কুর্য্যাৎ তিলদূর্ব্বাঘৃতপ্লুতং। এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃত্য গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং

চন্দনং শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ। তন্মূলং মধুনাযুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ ॥

৬। তাম্বূলং যস্য দীয়তে স বশীঃ স্যাৎ সমন্ত্রতঃ।

মন্ত্রঃ—ওঁ হরি হরি স্বাহা।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে তাম্বূল প্রদান করা যায়, সে অচিরে বশীভূত হইয়া থাকে। ৬

৭। গোদন্ত হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজঙ্ঘয়া।
চূর্ণ কৃত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশীভবেৎ।

যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী গো-দন্ত, হরিতাল ও কাকজঙ্ঘা এই দ্রব্য-ত্রয় চূর্ণ করিয়া ঈপ্সিত ব্যক্তির মস্তকে স্থাপন করিবে, সে ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ৭

৮। খঞ্জরীটস্য মাংসন্তু মধুনা সহ পেষয়েৎ।
ঋতুকালে অঙ্গলেপাৎ পুরুষো দাসতা মিয়াৎ ॥

যদি কোন স্ত্রী মধুর সহিত খঞ্জন পক্ষীর মাংস পেষণ করিয়া ঋতুকালে নিজ গাত্রে লেপন করে, তাহা হইলে তাহার স্বামী চিরানুগত হইয়া থাকিবে। ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ৮

৯। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকং।
স্ত্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈষা বশা ভবেৎ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নরঃ সর্ব্বসত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে একটি করবী পুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, নিজ সমক্ষে কিছুকাল ঘূর্ণায়মান করিলে, তাহার স্ত্রী বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। এই কার্য্য ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ৯

১০। ভৃঙ্গরাজস্য মূলন্তু পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতম্।
অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশী কুর্য্যান্নরং কিল ॥

যদ্যপি কোন ব্যক্তি সকল ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে নিজ শুক্রের সহিত ভৃঙ্গরাজের মূল পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে

হইবে। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, ইহা দ্বারা সর্ব্বজন বশীভূত হইয়া থাকে। ১০

১১। রোচনাগন্ধপুষ্পাদি নিম্ব পুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ।
কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ গৌরিদেবী সৌভাগ্যং পুত্রবশ্যাদি দেহিমে দেহিমে।
ওঁ হ্রীঁ লক্ষীদেবী সৌভাগ্যং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমোহনম্॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে যদি কোন ব্যক্তি রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম ও চন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক উপরোলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্বীয় কপালে তিলক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র ইত্যাদি হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে; অধিকন্তু তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ১১

১২। সুগন্ধ চ হরিদ্রা চ কুঙ্কুমানি চ লেপতঃ।
বশয়েদ্রুদ্র ধূপশ্চ পুষ্পধূপঃ সুগন্ধিকম্॥

শাস্ত্রে লিখিত আছে, সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও পুষ্পধূপ যদি কোন ব্যক্তি নিজ অঙ্গে লেপন করে, তাহা হইলে সে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারিবে। ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হয়। ১২

১৩। বশীভবন্তি সর্ব্বেতু সপ্তাভিমন্ত্রিতে মুখে।
সর্ব্বেষু বশ্যমন্ত্রেষু মন্ত্ররাজমিদং স্মৃতম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বশ্যমুখী রাজমুখী স্বাহা।

ষট্‌কর্ম্মের কার্য্য প্রথমে সমাধা করিয়া, ক্রমান্বয়ে সপ্তবার উপরোলিখিত মন্ত্র পাঠ ও ধৌত করণানন্তর সংযমী হইয়া থাকিলে তাহার সর্ব্বজন বশীকরণে ক্ষমতা জন্মে। ১৩

১৪। অষ্টোত্তর সহস্রন্তু জপ্ত্বা মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ।
অপামার্গস্য মূলং বৈ গোরোচন সমন্বিতম্।
সংপিষ্য তিলোকং ধৃত্বা ত্রিলোকং বশমানয়েৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কোদণ্ডশরবিজালিনী মালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি কর্ম্ম সমাধাপূর্ব্বক যদি কোন ব্যক্তি উপরোল্লিখিত মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া গোরোচনা ও অপমার্গ মূল পেষণপূর্ব্বক ভালে তিলক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার নিকট ত্রিলোক বশীভূত হয়। ১৪

১৫। মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং পুষ্পং যস্মৈ কস্মৈ প্রদীয়তে।
রাজা বা রাজপুত্রো বা বশীভবতি নিশ্চিতম্‌॥

মন্ত্রঃ—ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বসত্ত্বান্‌ নমঃ স্বাহা।

কোন একটি পুষ্প উল্লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজা বা রাজপুত্রের হস্তে প্রদান করিলে তাঁহারা বশীভূত হইয়া থাকেন; অধিকন্তু ইহার দ্বারা সাধারণতঃ অন্যান্য ব্যক্তিও বশীভূত হয়। বলা বাহুল্য ইহা ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে সমাধা করা উচিত। ১৫

১৬। অষ্টম্যামসিতে পক্ষে নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
চতুর্দ্দশ্যাং বলিং দত্বা দণ্ডোৎপদং সমাচরেৎ॥
সংপিষ্য তাম্বূলে কৃত্বা যস্মৈ কস্মৈ প্রদীয়তে।
সহস্রং মন্ত্রিতং মন্ত্রে বশীভবতি নিশ্চিতম্‌॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জ সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গে কুমারিকে লহ লহ জিহ্বে সর্ব্বলোকবশঙ্করি স্বাহা।

দণ্ডোৎপলের মূল উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশীতে উত্তোলন করিবে। এই মূল পেষণ করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ তাম্বূলের মধ্যে দিয়া যাহাকে খাওয়ান যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ইহা ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করা আবশ্যক। ১৬

১৭। শ্বেতাপরাজিতামূলং গ্রহণে তু চন্দ্রস্য চ।
লোকত্রয়ং বশীকুর্য্যাৎ সত্য সত্য বদাম্যহম্‌॥

মন্ত্রঃ—ওঁ চক্রকিরণে শিবে রক্ষ ভয়ে সমাজং কুরু কুরু স্বাহা।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাধা করিয়া, চন্দ্রগ্রহণকালীন শ্বেত অপরাজিতার শিকড় উৎপাটন করিবে। ঐ শিকড় পেষণ করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ তাহার দ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবে। এই কার্য্য করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। ১৭

১৮। নাসাগাত্রমলং পাদমলং গুবাকমিশ্রিতম্।
মন্ত্রিতং দীয়তে যস্মৈ বশীভবতী নিশ্চিতম্।

মন্ত্রঃ—ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ।

ষট্‌কর্ম্মের কার্য্যাদি সমাধা করিয়া, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় নাসিকা, চক্ষু ও পায়ের মল গ্রহণ পূর্ব্বক গুবাকের সহিত পেষণ করতঃ উল্লিখিত মন্ত্রে ঐ দ্রব্য সমূহ অভিমন্ত্রিত করিয়া ঈপ্সিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত বশীভূত হইবে। ইহা মহাদেবের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। ১৮

১৯। বর্ণানামুক্তমং বর্ণমঠস্তস্থৈব চ।
ওঁকার শিরসা চাপি ওঁকার শিরসস্তথা॥
অধোভাগে চ রেফঞ্চ দত্বা মন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ।
নিরামিষান্নভোক্তা চ জপ্তব্যো মন্ত্র এব চ॥
ঘ্রেঁা ড্রেঁা।
গুরোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্য জপেৎ পঞ্চশতং সুধীঃ।
পুত্রো নৃপতিশ্চৈব মিত্রাণি বন্ধুবান্ধবঃ।
বশীভবন্তি মন্ত্রেণ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ॥

"ঘ্রেঁা। ড্রেঁা" কথাটি সিদ্ধ মন্ত্র। যদি কোন ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে উক্ত মন্ত্র পঞ্চশতবার জপ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, মিত্র, রাজা ও বন্ধু বান্ধবগণকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা জন্মে। বলা বাহুল্য এই মন্ত্রটি গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। ১৯

২০। শ্বেতাপরাজিতামূলং গোরোচন সমন্বিতম্।
পূর্ব্ববং মন্ত্রিতং তেন তিলকাং বশীকারম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ ভদ্রে সমাজং কুরু কুরু স্বাহা।

গোরোচনা ও শ্বেত অপরাজিতার শিকড় উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ২০

২১। সপ্তাভিমন্ত্রিতং চান্নং ভুঙক্তে সপ্তগ্রাসং যদি।
প্রত্যহং যস্য নাম্না তু বশীভবতি স ধ্রুবম্॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কট্‌বিকট ঘোররূপিণি স্বাহা।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে "ওঁ নমঃ কটুবিকট" ইত্যাদি মন্ত্রে যে ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়া সপ্তগ্রাস অন্ন খাওয়া যায়, সে নিশ্চিত বশীভূত হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য কদাচিত অন্যথা হইবার নহে। ২১

২২। শ্বেতাপরাজিতামূলং কৃত্বা তাম্বূল মধ্যগম্।
পূর্ব্ববৎ মন্ত্রিতং যস্মৈ দীয়তে স বশীভবেৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ ভয়ে মায়াহ্যামৃতঃ কুরু কুরু স্বাহা।

উল্লিখিত মন্ত্রে শ্বেত অপরাজিতার মূল তাম্বূলের মধ্যে দিয়া যে ব্যক্তিকে খাওয়ান যায়, সে নিশ্চিত বশীভূত হইয়া থাকে। এই কার্য্যও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে সমাপ্ত করিতে হইবে। ২২

২৩। রোহিণ্যাং বটবৃন্দাকং সংগৃহ্য ধারয়েৎ করে।
বশ্যং করোতি সকলং বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতম্॥

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে রোহিণী নক্ষত্রে বটবৃক্ষের পরগাছা হস্তে ধারণ করে, তাহার নিকট সকল ব্যক্তিই বশীভূত হয়। ইহা শাস্ত্রোক্ত বাণী, কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ২৩

২৪। ইন্দীবরমূলং পিষ্ট্বা গোরোচণা সমন্বিতম্।
সহস্রং মন্ত্রিতং তৎ তু তেনাঞ্জয়েন্নেত্রযুগ্মকম্।
সর্ব্বেষাং প্রিয় প্রবাসৌ ত্রিলোকং বশমানয়েৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ।

শাস্ত্রের বাণী যে ব্যক্তি ত্রিভুবন বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গোরোচনা ও ইন্দীবর মূল একত্র পেষণ করতঃ উল্লিখিত মন্ত্রে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া স্বীয় চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবেন। ২৪

লোক বশীকরণ

২৫। ভূতবর্ব্বটমূলঞ্চ জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ। বিভূত্যাং সংযুতং মন্ত্রং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। পুষ্যে পুনর্ণবামূলং করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং। বদ্ধা সর্ব্বত্র পূজ্য স্যান্মন্ত্রশ্চা ত্রৈব কথ্যতে॥

মন্ত্রঃ—"ঐং ঐং দ্রবে ওঁ ক্ষোভয় ভবতি ত্বং স্বাহা।" ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তমযুতদ্বয়ং জপ্তা সিদ্ধিঃ।

ভূতবর্ব্বটের মূল জলের সহিত ঘষণ করিয়া তিলক করিলে, লোক বশ্য হইবে। "ঐং ঐং দ্রবে ওঁ ক্ষোভয় ভবতি ত্বং স্বাহা" এই মন্ত্র বিশ হাজার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। ২৫

সপরিবার বশীকরণ

২৬। "ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।"

অনেন কদম্বকাষ্ঠ্যময়ং কীলকং চতুরঙ্গলং সহস্রেনাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নিখনেৎ স সমস্ত পরিবার সহিতো বশ্যো ভবতি।

"ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত কদম্বকাষ্ঠের কাঠীর উপরে সহস্রবার পাঠ করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে, সেই ব্যক্তি সপরিবারে বশ হইবে। ২৬

যাবজ্জীবন বশ্য প্রকরণ

২৭। "ওঁ তং তাং তিং তীং তুং তূং তেং তৈং তোং তৌং তং তঃ। ক্রীঁ ক্রীং কুরু কুরু স্বাহা।"

অনেন বেত্রকাষ্ঠসমিধং ঘৃতমধুলিপ্তাং সহস্রৈকং জুহুয়াৎ। স শরীরেণোপস্থিতো ভবতি। যাবজ্জীবো বশ্যো ভবতি।

"ওঁ তং তাং" ইত্যাদি মন্ত্রে বেতকাষ্ঠের সমিধ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া যাহার নামে এই মন্ত্রে হোম করিবে, সেই ব্যক্তি সশরীরে সাধকের নিকটে উপস্থিত হইবে এবং যাবজ্জীবন বশীভূত হইয়া থাকিবে। ২৭

২৮। "ওঁ হ্রীঁ খিখিলী স্বাহা।"

"ওঁ হ্রীঁ খিখিলী স্বাহা।" এই মন্ত্রে জপ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হইবে। ২৮

সর্ব্বজন বশীকরণ সমাপ্ত

রাজ-বশীকরণ

১। কুঙ্কুমঞ্চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতম্।
গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীঁ সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।" সহস্রং জপ্ত্বা অনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং তিলকং কুর্য্যাৎ॥

কুঙ্কুম, চন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর একত্রে গোদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায়। "ওঁ হ্রীঁ সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা" এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া ঐ বস্তু দ্বারা তিলক করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে রাজা বশীভূত হইবেন। ১

২। বর্গাণাং প্রথমং বর্ণং অন্তস্থানাৎ তথৈব চ।
ওঁকার শিরসঞ্চাপি ওঁকার শিরশস্ততঃ।
অন্তে ভাগে চ রেফঞ্চ দত্বা মন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ।
নিরামিষান্নং ভুক্ত্বা চ জপ্তব্যো মন্ত্র উত্তমঃ॥

"ক্রোং যোং" অনেন মন্ত্রেণ। অসাধ্যমপি রাজানং পুত্রপৌত্রান্ সবান্ধবান্। যেহস্য গোত্র সমুৎপন্নাঃ পশবো যে চ সর্ব্বতঃ। তে সর্ব্বে বশতাং যান্তি সহস্রার্দ্ধস্য জাপনাৎ। সমাসাদ চ স্পৃষ্ট্বা চ গৃহীত্বা নাম তস্য বৈ। ইত্যাদিকং সর্ব্বমন্ত্রং গ্রাহ্যং ভক্ত্যা গুরোস্তথা। সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যানি নান্যথা সিদ্ধি ভাগ্ ভবেৎ॥

নিরামিষ ভোজন করিয়া উপরের লিখিত বচন দ্বারা "ক্রোং যোং" এই মন্ত্র উদ্ধার করিবে, পরে ঐ মন্ত্র অর্দ্ধ সহস্র জপ করিলে রাজা ও তাঁহার পুত্র পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব ও স্বগোত্র এবং পশু প্রভৃতি সর্ব্বসমেত বশীভূত করিতে পারিবে। যাহাকে যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া এবং গুরুর প্রতি ভক্তি করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইবে। ২

৩। চম্পকস্য চ বন্দাকং করে বদ্ধা প্রযত্নতঃ।
সংগৃহ্য ভরণীঋক্ষে পুষ্যে বা সুবিধামতঃ।
রাজানং তৎক্ষণাদেব মনুষ্যো বশমানয়েৎ॥
করে সুদর্শনামূলং বদ্ধা রাজপ্রিয়ো ভবেৎ॥

চম্পক বৃক্ষের বন্দাক অর্থাৎ পরগাছা ভরণী নক্ষত্রে বা পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া ধারণ করিলে, তখনই রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে। আর সুদর্শনার মূল হাতে বাঁধিলে রাজার প্রিয় হইবে। ৩

রাজবশীকরণ কালীমন্ত্র

"ওঁ হ্রীং বরবশ কালী হ্রীং স্বাহা।" অনেন শমীসমিধাং ঘৃতাক্তানাং অযুতৈকং হুনেৎ তদা রাজা বরদো ভবতি। পঞ্চগ্রামান্ দদাতি।

"ওঁ হ্রীং বরবশ কালী হ্রীং স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃতযুক্ত শমীবৃক্ষের (শাঁই-গাছের) সমীধ দ্বারা হাজার হোম করিবে, তাহা হইলে রাজা অভীষ্টবর প্রদান করিবেন এবং অতিরিক্ত পাঁচখানা গ্রামও প্রদান করিবেন। ৪

৫। অগুরুং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব নীলোৎপল সমন্বিতম্।
গুড়েন ধূপয়িত্বা তু রাজদ্বারে প্রিয়োভবেৎ॥

যে ব্যক্তি রাজার নিকট প্রিয় হইতে চাহিবে, তাহাকে ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী অগুরু, গুগ্‌গুল, নীলোৎপল ও গুড় এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেই ধূপ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার ধূম গাত্রে ধারণ করতঃ রাজদ্বারে যাইলে রাজা তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ৫

৬। তিলানান্তু ঘৃতাক্তানাং কৃষ্ণানাং রুদ্র হোময়েৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু রাজা বশ্যস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি গব্য ঘৃতের সহিত কৃষ্ণ তিল মিশ্রিত করতঃ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করে, তাহার নিকট রাজা বশীভূত হইয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ তিন দিবস করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। ৬

৭। চক্রমর্দ্দস্য মূলন্ত হস্তর্কে তু সমুদ্ধরেৎ।
রাজদ্বারে ভবেৎ পূজ্যো হস্তে বদ্ধা চ বাদজিৎ ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা।" পূর্ব্বমেব সহস্র জপে সিদ্ধি ॥

হস্তানক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে, সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে পূজনীয় হয় এবং বিবাদে জয়লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে "ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা," এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। ৭

রাজবশীকরণ সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকর্ষণী-বিদ্যা

ঈশ্বর উবাচ

১। আকর্ষণবিধিং বক্ষ্যে শৃণু সিদ্ধিং প্রযত্নতঃ।
রাজাপ্রজাচ সর্ব্বেষাং সত্যমাকর্ষণং ভবেৎ ॥

মহাদেব বলিতেছেন,—এইক্ষণ আকর্ষণবিধি বলিব, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই প্রক্রিয়াতে রাজা-প্রজা সকলের আকর্ষণ সম্পাদন হইবে। ১

২। আংকারে মন্ত্রয়েৎ পাশং ক্রোংকারে চঙ্কুশং তথা।
ত্রিগুণং বামগং পাশং দক্ষিণে জ্বলিতাঙ্কুশং ॥
সন্ধ্যায়েৎ স্বকরে মন্ত্রী ততো মন্ত্রমিমং জপেৎ ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং আকর্ষয় হ্রীঁ স্বাহা।"
অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতজপে সিদ্ধিঃ ॥

'আং' এই মন্ত্রে পাশ এবং 'ক্রোং' এই মন্ত্রে অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপরে বামহস্তে ত্রিগুণিত পাশ এবং দক্ষিণ হস্তে জ্বলিত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া "ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। আকর্ষণ প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। ২

৩। অথবা নিজমন্ত্রন্তু গুরুবক্ত্রাৎ সমাগতং।
পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা তেনৈবাকর্ষণং ভবেৎ॥
ধ্যাত্বা সাধ্যঞ্চ মলিনমাত্মানং দেবতানিভং।
ধ্যায়েৎ সাধ্যগলে পাশং শিরোজ্বলিতমঙ্কুশং॥
ত্রিসন্ধ্যন্তু জপাদেব দিনানামেকবিংশতিং।
ধ্যানে মন্ত্রে তথা যন্ত্রে ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ভবেৎ॥

অথবা গুরুদত্ত নিজ ইষ্টমন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র জপ করিয়া আকর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, তৎপরে আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলে পাশ এবং মস্তকে জ্বলিত অঙ্কুশ চিন্তা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা জপ করিবে। এইরূপে একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারে। ৩

৪। রক্তবস্ত্রে লিখেদ্ যন্ত্রং লাক্ষয়া রক্তচন্দনৈঃ।
পূজ্যং তদ্ধি তয়োর্ম্মূলে নিখনেদ্ধরনীতলে।
ত্রিসপ্তাহং সদা সিঞ্চেৎ প্রাতস্তত্তণ্ডুলোদকৈঃ।
দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং যদি সা নিগড়ান্বিতা॥

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রের উপরে দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা তণ্ডুলোদক দ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেচন করিলে দূর হইতে নিগড়বদ্ধা নারীও আকৃষ্টা হইয়া আসে। ৪

৫। পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং রক্তবস্ত্রে লিখেৎ সদা।
বেষ্টয়েদ্রক্তসূত্রেণ জপেদ্ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববৎ॥
তদযন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্রী নিগড়ে স্বান্তরে ততঃ।
বদ্ধমাকর্ষয়েদ্ যস্তু নিগড়ৈঃ প্রতিপীড়িতম্॥

লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা রক্তবস্ত্রে যন্ত্র লিখিয়া ঐ বস্ত্র রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে পূর্ব্ববৎ ধ্যান, পূজা ও মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে নিগড়বদ্ধ ব্যক্তিও শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া আসে। ৫

৬। "ওঁ হ্রীঁ বিলি বিলি ছিন্দি ছিন্দি হন হন পচ পচ শোষয় শোষয় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ।"

অনেন মন্ত্রেণ স্নুহিকীলক মষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তথা প্রতিরোপয়েৎ। যন্নাম্না তমাকর্ষয়তি।

"ওঁ হ্রীঁ বিলি বিলি" ইত্যাদি মন্ত্রে সিজবৃক্ষের কীলক (গোঁজ) অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকাতে রোপন করিয়া রাখিবে। এই মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইয়া থাকে। ৬

৭। লক্ষমেকং জপেদস্য পূর্ব্বমেবসমাহিত।
দূরাদকর্ষয়েন্নারীং তত্রত্যাং ক্ষোভয়েত্যপি॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ আং ক্ষাঁ চাড়ুং চাড়ুং ফট্।"

"ওঁ আং ক্ষ্যং চাড়ুং চাড়ুং ফট্" এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে, দূর হইতে অভিলষিত কামিনীকে আকর্ষণ করা যায়। ৭

৮। "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল স্বাহা।"

অনেন মন্ত্রেণ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা জপং কুর্য্যাৎ। তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠতঃ সমাগচ্ছতি। পূর্ব্বমেবাযুত জপেন সিদ্ধিঃ।

"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা" এই মন্ত্র পূর্ব্বে দশসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পরে যে কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে, সেই কামিনী তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ৮

৯। চতুর্থবর্ণমাকৃষ্য দ্বিতীয়বর্গ সংস্থিতম্। কৃত্বা ত্রিবিধ হাহান্তং তদন্তে হে দ্বিতীয়কম্। অং কারং শিরশং কৃত্বা প্রত্যক্ষর প্রজাপনম্। সহস্রার্দ্ধস্য জপেন ফলং ভবতি শাশ্বতম্।

মন্ত্রঃ—"ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হেঁ হেঁ।" মানুষাসুরদেবাশ্চ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব আকৃষ্টাস্তে বরাঙ্গনে।

"ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হেঁ হেঁ" এই মন্ত্র পঞ্চশত জপ করিলে নিশ্চয় ফল লাভ হয়। এই আকর্ষণী মন্ত্রে মানুষ, অসুর, দেবতা, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, স্থাবর এবং জঙ্গম সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারা যায়। ৯

১০। ওঁ ক্রোঁ কালী ক্রোঁ নমঃ। আকর্ষণমন্ত্রোঽয়ং। তত্তূর্য্যং বিন্দুনা যুক্তং লজ্জাবীজং সবিন্দুকং। লক্ষ্মী বীজং ততো দেবী সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজোত্তমোত্তঃ।

শিরসি কুবেরং মুখে পংক্তিচ্ছন্দঃ হৃদি ধনদা দেবতা। হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদ্যাঙ্গন্যাসঃ। ধ্যানং যথা—

কুঙ্কুমোদরগর্ভাং তাং কিঞ্চিদ্ যৌবনশালিনীম্।
মৃনালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষিতাম্॥
তুলাকোটিপরিভ্রান্ত পাদপদ্মদ্বয়াম্বিতাম্।
মাণিক্য-হার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্॥
নীলোৎপলদৃশাং কিঞ্চিদুদাৎ কুচবিরাজিতাং।
করাভ্যাং ভ্রাম্যকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীং॥
হেম প্রাকারমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি।
ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে দেবীং তাং ধনদায়িকাং॥

যন্ত্রং। নবকোণং চতুরস্রং কোণেষু বজ্রান মধ্যে বীজাং। অর্ঘ্যং হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। পুনর্ধ্যানাদি। কেশরেষু ষড়ঙ্গানি। দলে লক্ষ্মী, পদ্মা, পদ্মালয়া, শ্রীহরিপ্রিয়া, অবাম্মনা, আজ্ঞাচঞ্চলা। মধ্যে দেবীং॥ পুরশ্চরণে লক্ষজপঃ। রাত্রাবষ্টসহস্রং সপ্তবাসরান্ জপেৎ এতেন সুসিদ্ধিঃ। শৌচে কৃতে দশাকৃত্বা জপেৎ কামদেবং পার্শ্বে যজেৎ॥

"ওঁ ক্রোঁ কালী ক্রোঁ নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। ১০

১১। "ওঁ কং হাং হুং।" প্রাণাকর্ষণমালোকিতেন।

"ওঁ কং হাং হুং" এই মন্ত্র জপ করিয়া যাহাকে দর্শন করিবে, তাহার প্রাণ অর্থাৎ মন আকর্ষণ করিতে পারিবে। ১১

১২। "ওঁ স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ ফট্।" জীবাকর্ষনকরী।

"ওঁ স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ ফট্" এই মন্ত্রে জীবমাত্রেই আকৃষ্ট হইবে। ১২

অথ স্ত্রী আকর্ষণ

১৩। "ওঁ কুরুকুন্দো ক্রৌং ক্রৌং স্বাহা।"

অনেনাযুতৈকং পূর্ব্বমেব যো মনসা জপেৎ নারীনামপাকৃষ্টিঃ স্মৃতেন সমস্তমাকর্ষয়তি।

"ওঁ কুরুকুন্দো ক্রৌং ক্রৌং স্বাহা" এই মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিলে সকল রমণীকে আকর্ষণ করিতে পারিবে। ১৩

অথ সর্ব্ব আকর্ষণ প্রকরণ

১৪। "ওঁ নং নাং নিং নীং নুং নূং নেং নৈং নোং নৌং নং নঃ আক্রোশং হ্রীং স্বাহা।"

অনেন উদুম্বর কাষ্ঠময়ং কীলকং ষড়ঙ্গুলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যন্নাম্না স্বগৃহে শ্মশানে বা নিখনেৎ সর্ব্বমাকর্ষয়তি। স্ত্রী বা পুরুষো বা।

ছয় আঙ্গুল উড়ুম্বর কাষ্ঠের কাঠীর উপরে যাহার নামে উল্লেখ করিয়া এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে এবং যাহার গৃহে ঐ কাঠী পুতিয়া রাখিবে, সেই স্ত্রী বা পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট আসিবে। ১৪

১৫। অনামিকায়া রক্তেন লিখেন্মন্ত্রঞ্চ ভূর্জ্জকে।
যস্য মধ্যে লিখেন্নাম মধুমধ্যে চ নিক্ষিপেৎ॥
তদাচাকর্ষনং যান্তি সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে ভূর্জ্জপত্রোপরি অনামিকা অঙ্গুলির রক্তদ্বারা যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইবে। এই আকর্ষণে উর্ব্বসীও আগমন করে। এই কথা শঙ্কর বলিয়াছেন। ইহার অন্যথা হয় না; এই আকর্ষণ দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ, ইহা সাধারণকে দিবে না। ১৫

১৬। "ওঁ নমঃ আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।"
অষ্টোত্তরশত জপেন সিদ্ধিঃ।

"ওঁ নমঃ আদিপুরুষায়ঃ অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। উপরে যে মন্ত্র লিখনের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্থলেও এই মন্ত্র জানিবে। ১৬

১৭। গৃহীত্বার্জ্জুনবন্ধাত্রমশ্লেষায়াং প্রযত্নতঃ।
অবিমূত্রেণ সংপিষ্য নিক্ষিপেৎ যস্য মস্তকে॥
নারী বা পুরুষো বাপি স্তুতো বা পশুরেব চ।
আকৃষ্টঃ স্বয়মায়াতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে অর্জ্জুন বৃক্ষের মূল অশ্লেষা নক্ষত্রে উৎপাটন করিয়া ছাগ মূত্রে মর্দ্দন করতঃ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায় সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য অন্যথা হইবার নহে। ১৭

১৮। জুহুয়াদযুতং নস্তু শুচিঃ প্রযত্নমানসঃ।
দৃষ্টিমাত্রে সদা তস্য বশ্যমায়াস্তি যোষিতঃ॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী যে ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্ত হইয়া উপরোক্ত মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিতে পারেন, তাহার চক্ষে বশ্যতা স্বীকার করাইবার শক্তি জন্মায়। কাজেই সে ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিমাত্রকেই চক্ষুর দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারে। ১৮

১৯। "ওঁ হ্রীং অমুকং আকর্ষণায় কুরু কুরু স্বাহা।"

কৃষ্ণ ধুতুরা পত্রের সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করতঃ যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা রক্ত করবীডালের কলমের সহিত উপরোক্ত মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ইহাতে অচিরাৎ আকর্ষণ কার্য্য সমাধা হয়। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী করিতে হয়। ১৯

২০। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে ভূর্জ্জপত্রোপরি অনামিকা অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা উপরোক্ত "ওঁ হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিলে ঈপ্সিত ব্যক্তি শীঘ্রই আকর্ষিত হইয়া থাকে।

২১। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী উপরোল্লিত মন্ত্র গোরোচনা দ্বারা নরের কপালের অস্থিতে লিখিয়া খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে বারত্রয় উত্তপ্ত করিলে ঈপ্সিত ব্যক্তি আকর্ষিত হইয়া থাকে। অমুক স্থলে ঈপ্সিত ব্যক্তির নাম করিবে।

২২। মন্ত্রেণানেন দেবেশি সপ্তাহং জপমাচরেৎ। রক্তবস্ত্রাবৃতা দেবী কুঙ্কুমাদিভিরর্চ্চিতা। সপ্তাহং জপমানস্তু আনয়েত্রিদশাঙ্গনাম্ ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ ক্লীং নমঃ।"

"ওঁ ক্লীং নমঃ" এই মন্ত্র এক সপ্তাহকাল জপ করিবে। এই মন্ত্রদ্বারা রক্তবস্ত্রাবৃতা দেবীকে কুঙ্কুমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে সপ্তাহ জপ করিলে ত্রিদশদিগের (দেবতাদিগের) অঙ্গনাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়। ২২

২৩। ভুবনৈশ্বর্য্যাঃ পূর্ব্ববিধানেনাযুতং জপেৎ। একান্তস্থিত আকর্ষয়তি সশৈশবঃ সযৌবনাঃ সদলঙ্কারাঃ স্ত্রীঃ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ ক্রাং ক্রীং আং ক্লীং স্বাহা।"

ওঁ "ক্রাং ক্রীং" ইত্যাদি এই ভুবনেশ্বরী মন্ত্র পূর্ব্ববিধানানুসারে অর্থাৎ উপরোক্ত পূজা করিয়া দশ হাজার জপ করিলে সযৌবনা ও সালঙ্কারা স্ত্রীকে আকর্ষণ করিয়া আনা যায়। ২৩

আকর্ষণে রক্তচামুণ্ডা মন্ত্র

২৪। ওঁ রক্ত চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ হুঁ ফট্। অযুতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

"ওঁ রক্ত চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দশ হাজার বার জপ করিলে সিদ্ধ হইবে। উক্ত মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপ করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। ২৪

আকর্ষণ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

স্তম্ভন

১। "ওঁ নমঃ খড়্গাবজ্রপাণয়ে মহাব্রহ্মসেনাপতয়ে স্বাহা।
ওঁ রুদ্র হ্রাং হ্রীং বরশক্ত্যা ত্বরিতবিদ্যা।
ওঁ মাতরো স্তম্ভয় স্বাহা।"
মহাসুগন্ধিকা মূলং শুক্রং স্তম্ভেৎ কটৌ স্থিতম্।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত মন্ত্রে মহাসুগন্ধিকা মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া কটিতে ধারণ করিলে নিশ্চিত শুক্রস্তম্ভন হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, সঠিকরূপে কার্য্য করিতে পারিলে নিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হইবে। ১

২। ব্রহ্মদণ্ডশিখা বক্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা শুক্রস্য স্তম্ভনম্।
মূলং জয়ন্ত্যা বক্ত্রস্থং ব্যবহারে জয়প্রদম্।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাধান পূর্ব্বক ব্রহ্মদণ্ডী বৃক্ষের মূল মুখ মধ্যে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয় এবং জয়ন্তী বৃক্ষের মূল মুখ মধ্যে ধারণ করিলে ব্যবহারে জয় লাভ হইয়া থাকে। ২

৩। রক্তাপামার্গমূলন্তু সোমবারে নিমন্ত্রয়েৎ।
ভৌমে প্রাতঃ সমুদ্ধৃত্য কট্যাং বদ্ধা তু বীর্য্যধৃক্॥

সোমবারে ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপন করিবে, পরে মঙ্গলবার রাত্রে রক্তাপামার্গ বৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য সোমবার দিবস রক্তাপামার্গ বৃক্ষকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। ৩

৪। ইন্দ্রবারুণিকামূলং পুষ্যে নগ্নঃ সমুদ্ধরেৎ।
কটুত্রয়ৈর্গবাং ক্ষীরৈঃ সংপিষ্য গোলকীকৃতম্॥
ছায়াশুষ্কং স্থিতঞ্চাস্যে বীর্য্যস্তম্ভকরং পরম্।

ষট্‌কর্ম্মাদি সমাধান পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রে রাখালশসা বৃক্ষের মূল উত্তোলন করিবে, পরে তাহা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সহযোগে গো-দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করতঃ বটিকা

প্রস্তুত করিবে। ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ঐ বটিকা মুখ মধ্যে ধারণ করিলে শুক্র স্তম্ভন হয়। ৪

৫। নীলীমূলং শ্মশানস্থং কট্যাং বদ্ধা তু বীর্য্যধৃক্‌।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাধান করিয়া শুদ্ধ চিত্তে শ্মশানস্থ নীলী বৃক্ষের মূল উত্তোলন পূর্ব্বক কটিদেশে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হইয়া থাকে। ৫

মুখস্তম্ভন

১। শ্বেতগুঞ্জোত্থিতং মূলং মুখস্থং দৃষ্টতুণ্ডজিৎ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীঁ রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।"

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে উপরোল্লিখিত "ওঁ হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বেত কুঁচ অভিমন্ত্রিত করিয়া নখ মধ্যে ধারণ করিলে, ঈপ্সিত ব্যক্তির মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে। অমুক স্থলে নাম করিতে হয়। ১

২। অয়ং সর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ পুষ্যার্কে মধুবন্ধাকং গৃহীত্বা প্রক্ষিপেদ্বুধঃ।

সভামধ্যে চ সর্ব্বেষাং মুখস্তম্ভঃ প্রজায়তে।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে যে দিবস পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ত রবিবার হইবে, সেই দিবস যষ্টিমধু বৃক্ষের মূল লইয়া সভাস্থলে ফেলিয়া দিলে, সভাস্থ সকলের মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে। ২

৩। হরিতাল জলে ঘষিয়া বিল্বলেখনীর দ্বারা আকন্দ পত্রে ঈপ্সিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া কোন এক উদ্যানস্থ ঈশান কোণে পুতিয়া রাখিলে, তাহার মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

৪। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপন পূর্ব্বক একখানি পাথরে হরিদ্রার দ্বারা ঈপ্সিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া অধোমুখে স্থাপন করিলে মুখস্তম্ভন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

৫। "ওঁ অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

একখানি ত্রিকোণ বিশিষ্ট মৃত্তিকার খোলায় হরিদ্রা দ্বারা উপরোক্ত "ওঁ অমুকস্য" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া কোন একটি বৃক্ষের কোটরে স্থাপন করিলে ঈপ্সিত ব্যক্তির

মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে। ৫

মেঘস্তম্ভন

১। ইষ্টকদ্বয়সংপুটমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরস্রং
বিলিখ্য উদ্যানে স্থাপয়েৎ তদা মেঘান্ স্তম্ভবতি।

মন্ত্রঃ—"ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

প্রথমতঃ একখানি ইষ্টকের উপর চারিটি চতুরস্র অঙ্কন করতঃ তদুপোরি আর একখানি ইষ্টক আচ্ছাদন দিবে, অতঃপর মূলের লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি উদ্যান মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে মেঘস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১

নৌকাস্তম্ভন

১। ভরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ।
নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জায়তে ধ্রুবম্।

ভরণী নক্ষত্রে ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপন পূর্ব্বক ক্ষীরিবৃক্ষের এক খানি পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠ লইয়া নৌকায় ফেলিয়া দিলে নৌকা স্তম্ভন হইয়া থাকে। ১

২। উপরোক্ত নক্ষত্রে ষট্‌কর্ম্মাদি সমাধান করিয়া অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুম্বুর ও বকুল এই কয়েকটি বৃক্ষের প্রত্যেকের পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠ লইয়া যে কোন নৌকার মধ্যে স্থাপন করা যাউক না কেন, সেই নৌকা নিশ্চিত স্তম্ভিত হইবে।

নিদ্রাস্তম্ভন

১। মূলং বৃহত্যা মধুকং পিষ্টা নস্যং সমাচরেৎ।
নিদ্রাস্তম্ভন মেতদ্ধি মূলদেবেন ভাষিতম্।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপন পূর্ব্বক বৃহতীর মূল চূর্ণ ও যষ্টিমধু একত্র মিশ্রিত করতঃ নস্য লইলে নিদ্রাস্তম্ভন হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, মিথ্যা হইবার নহে। ১

শস্ত্রস্তম্ভন

১। কপিত্থস্য চ বন্দাকং কৃত্তিকায়াং সমাচরেৎ।
বজ্রং সংস্থল্প দেবস্য শস্ত্রস্তম্ভনকং পরম্।

কৃত্তিকা নক্ষত্র সংযুক্ত দিবসে কয়েতবেল বৃক্ষের শিকড় লইয়া মুখ মধ্যে রাখিলে, সাধারণ অস্ত্র ত দূরের কথা ইন্দ্রের বজ্রও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ১

শত্রুস্তম্ভন

১। "ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরসৈন্য স্তম্ভন মহাভয় রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা।" অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাধান পূর্ব্বক "ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া গুলঞ্চ মূল তুলিয়া করে ধারণ করিলে শত্রু স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ১

অশ্ব ও মহিষাদি স্তম্ভন

১। উষ্ট্রস্যাস্থি চতুর্দ্দিক লিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবম্।
সাং মেষীং মহিষীং বাজীং স্তম্ভয়েৎ করিণীমপি।

যে স্থানে মেষ, মহিষ ও অশ্ব বিচরণ করে, সেই জমির চতুষ্কোণে উষ্ট্র অস্থি প্রোথিত করিলে, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে সমাধা করিতে হইবে। ১

স্তম্ভন সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চাটন

১। কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু হুত্বা হ্যষ্টাধিকং শতম্।
যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন সমস্তোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হুং দংষ্ট্রকরালায় অমুকং সপুত্র-বান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ॥"

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপনপূর্ব্বক দাড়কাক ও কালপেচার পক্ষ দ্বারা 'ওঁ নমো ভগবতে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একশত আট বার হোম করিলে, যে ব্যক্তির নামে হোম করা হইবে, তাহার সপুত্রবান্ধব সহিত উচাটন হইয়া থাকে। ১

২। মৃতকস্তু পুরুষস্য নির্ম্মাল্যং চেলমেবচ।
প্রেতালয়ে সমাগৃহ্য যস্য গেহে নিধাপয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যা তথৈবোচ্চাটনং ভবেৎ।
উদ্ধৃতেন শান্তি॥

চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথি হইলে সেই রাত্রে শ্মশানে যাইয়া মৃত ব্যক্তির বস্ত্র এবং নির্ম্মাল্য সংগ্রহ করিতে হইবে, ঐ বস্ত্র যাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার উচাটন হইয়া থাকে। ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হয় এবং যে স্থানে এক লক্ষ মড়া পোড়ান হয় নাই এরূপ শশ্মানের কাপড় ও নির্ম্মাল্য আবশ্যক। ২

৩। পঞ্চাঙ্গুলং চিত্রকস্য কীলং গ্রাহ্য পুনর্ব্বসৌ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং গেহে খনেদুচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো লোহিতমুখ স্বাহা।" অস্যাষ্টোত্তরসহস্র জপেন পুরশ্চরণং।

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপনপূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ চিতা (রাং চিতা) গাছের ডাল সংগ্রহ পূর্ব্বক উপরোল্লিখিত মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র-বার অভিমন্ত্রিত জপ ও পুরশ্চরণ করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার উচাটন হইয়া থাকে। ৩

৪। লেপয়েৎ কাকপিত্তেন কীলঙ্গুলসম্ভবম্।
লিখনেদযস্য ভবনে তস্যাচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ হ্রীং দণ্ডিন দণ্ডিন মহাদণ্ডি চেন নমোঽস্তুতে ঠঃ ঠঃ।"

ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপনপূর্ব্বক যে ব্যক্তির গৃহে এক অঙ্গুলি পরিমাণ একটি কীলকে বায়সের পিত্ত লেপিয়া উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রোথিত করা যায়, তাহার অচিরাৎ উচাটন হইয়া থাকে। ৪

৫। মঙ্গলবারে রাত্রৌ শ্মশানাঙ্গারং
কৃষ্ণবস্ত্রেণ কৃত্বা রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য
যস্য গৃহোপরিক্ষিপেৎ সপ্তাহাভ্যন্তরে
তস্যোচ্চাটনং ভবতি।

ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা মঙ্গলবার রাত্রে শ্মশানের অঙ্গার গ্রহণ করতঃ তাহা রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা পুটুলির আকারে বেষ্টন করিয়া যাহার গৃহে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহার এক সপ্তাহ কাল মধ্যে উচ্চাটন হয়। ৫

৬। ভরণ্যামঙ্গলৈকস্তু উলূকস্যাস্থিকীলকম্।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য লিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্র।—"ওঁ নমো দহ দহ হল হল স্বাহা।"

ভরণীনক্ষত্রে ষট্‌কর্ম্মের কার্য্যাদি সমাধান করিয়া এক অঙ্গুলি পরিমাণ পেচকের হাড় গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তির গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার ত্বরায় উচ্চাটন হয়। ৬

৭। খ্যাতমৌডুম্বুরং কীলং মন্ত্রিতং চতুরঙ্গুলম্।
তং যস্য লিখনেদ্‌গৃহে তস্যাচোচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্র।—"ওঁ নমো শিনি শিনি স্বাহা।"

ষট্‌কর্ম্মাদি সমাধান পূর্ব্বক যে ব্যক্তির গৃহে চারি আঙ্গুল পরিমাণ যজ্ঞডুম্বুরের কীলক উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রোথিত করা যায়, তাহার অচিরাৎ উচ্চাটন হইয়া থাকে। ৭

৮। শ্বেতলাঙ্গলিকামূলং পাপয়েদযস্য বেশ্মনি।
লিখন্তু তু ভবেত্তস্য সদ্য উচাটনং ধ্রুবম্।

ষট্‌কর্ম্মের কার্য্যাদি সমাধান পূর্ব্বক যে ব্যক্তির গৃহে শ্বেতলাঙ্গলিক মূল প্রোথিত করা যায়, তাহার সদ্য উচাটন হইয়া থাকে। ৮

৯। নরকাস্থিকীলকং দ্বারে লিখন্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।
অরিদ্বারে মন্ত্রমুক্তং সদ্যমুচ্চাটনং ভবেৎ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পচ পচ ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতি রাজ্ঞাপরতি ঠঃ ঠঃ।"

ষট্‌কর্ম্মের কার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক মৃত মনুষ্যের একটি চারি আঙ্গুল পরিমাণ অস্থি গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তির গৃহ দ্বারে প্রোথিত করা যায়, তাহার উচাটন হইয়া থাকে। ৯

১০। নিম্বপত্রে লিখেন্নাম মহিষাশ্বপুরীষকৈম্।

মন্ত্রঃ—"ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা।"

প্রথমে ধবলামুখী দেবীর পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করতঃ ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপন করিবে, পরে কাক পক্ষের লেখনী দ্বারা মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠায় নিম্বপত্রোপরি উপরোক্ত মন্ত্র লিখিবে, অমুক স্থলে শত্রু ব্যক্তির নাম লেখা আবশ্যক; অনন্তর যে কাকের পালক গ্রহণ করা হইবে, তাহার বাসার যাবতীয় কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাতৈল অথবা মরিচাদি কটু বস্তু দ্বারা যথা নিয়মে হোম করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সেই ভস্ম শত্রু ব্যক্তির বাটীর উপরে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্রই তাহার উচাটন হয়। বলা বাহুল্য, এই কার্য্য করিতে হইলে ধবলামুখীর ধ্যান করা বিধেয়। দেবী ধূম্রবর্ণা, ত্রিনয়না, তাঁহার ললাটদেশে শশীকলা, মস্তকে জটাজুট বিরাজমান, কৃশাঙ্গি অস্থিমালায় বিভূষিতা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তোপরি কর্ত্তরী ও পদ্ম বিরাজিত, কোটরাক্ষী, ভীমদশনা এবং পাতালোদরী। ইহা বীরতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত। ১০

উচ্চাটন সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্বেষণ

মহাদেব উবাচ

১। অথ বিদ্বেষণং বক্ষ্যে মিথো বিদ্বেষণং রিপো।
করণীয়ং মহেশানি যদুক্তং মালিনী মতে।
অন্যোন্য যুদ্ধ সংরম্ভে রোষিতৌ সমরেষু তৌ ॥

অনন্তর বিদ্বেষণ বিধি কথিত হইতেছে। এই বিদ্বেষণ কার্য্য করিলে শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ইহাতেই উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি রোষাবৃদ্ধি হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া থাকে। ১

২। বিভীতকং শাক্রোটকং মূলং পত্রঞ্চ সংযুতম্।
স্থাপাতে যদ্‌গৃহদ্বারে তত্র বৈ কলহ ভবেৎ।

বিভীত ও সেওড়া বৃক্ষের মূল ও পত্র যে ব্যক্তির গৃহদ্বারে স্থাপন করা যায়, সেথায় কলহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী করিতে হইবে। ২

৩। মার্জ্জারমূষিকোবিষ্ঠা সাধ্যপুত্তলিকা কৃতা।
নীলবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য মন্ত্রয়িত্বা শতেন চ।
বিদ্বেষো জায়তে তত্র ভ্রাতরৌ তাতপুত্রকৌ।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিন্যৈ অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু ফট্।"

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সম্পাদনপূর্ব্বক স্থির চিত্ত ও ঘৃণা ত্যাগ করিয়া মার্জ্জার ও ইন্দুরের মল গ্রহণ করতঃ দুইটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে; অনন্তর ঐ পুত্তলিকা দুইটাকে নীলবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, যাহাদিগের উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদিগের নাম উল্লেখপূর্ব্বক উপরোক্ত মন্ত্রে একশতবার জপ করিবে। এই কার্য্য দ্বারা সাধারণ ত' দূরের কথা, এমন কি ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতাপুত্রেও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩

৪। এক হস্তে কাকপক্ষমূলূকস্য তথাপরে।
মন্ত্রয়িত্বা মিলিত্বাগ্রং কৃষ্ণসূত্রেণ বন্ধয়েৎ।
অঞ্জলিঞ্চ জলে চৈব তর্পয়েদ্ধস্ত পক্ষকৈঃ।
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
বিদ্বেষো জায়তে তত্র মহাকৌতুকমদ্ভুতম্।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিন্যৈ অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু ফট্।"

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মমত এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। প্রথমতঃ কর্ম্মী এক হস্তে দাঁড়কাকের পক্ষ ও অন্য হস্তে কাল পেঁচকের পক্ষ গ্রহণ করতঃ "ওঁ নমো মহাভৈরবায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পক্ষ দুইটীর অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া কৃষ্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, অনন্তর ঐ পক্ষ দিয়া জল দ্বারা সাত দিন একভাবে একশত আটবার তর্পণ ও জপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারাই তর্পণ কার্য্য সমাধা হয়। ৪

৫। ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাধা করিয়া খদির কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক শ্মশানের অগ্নি দ্বারা তাহা প্রজ্জলিত করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নির উপর তিল, যব ও অক্ষত দ্বারা উল্লিখিত মন্ত্রে হোম করিলে ঈপ্সিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন করা যায়।

৬। একহস্তে কাকপক্ষমূলূকস্য তথাপরে।
দর্ভেণ ধারয়েদ্ যত্নাদ্ ত্রিসপ্তাহং জলাঞ্জলিম্।
রক্তাশ্বমারপুষ্পৈকমন্ত্রযুক্তং জলাঞ্জলিম্।
নিত্যং নিত্যং প্রদাতব্যমষ্টোত্তর সহস্রকম্।
পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষং সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো কটীনটী প্রমোটনীকী গৌরী গৌরী অমুকস্য অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।"

একহস্তে কাকপক্ষ ও অন্যহস্তে পেঁচকের পক্ষ দর্ভের সহিত গ্রহণ করিয়া দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ কটীনটী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। এই জলাঞ্জলির সহিত এক একটী

রক্তবর্ণ করবীর পুষ্প দিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তর সহস্র জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। এই প্রকারে যে দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই দুই জনের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটিবে। ৬

৭। ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি কাকমস্তকমেব চ।
জাতীপুষ্পরসৈর্ভাব্যং সপ্তরাত্রং ততঃ পুনঃ।
বিদ্বেষকারকো ধূপঃ শিখিপিচ্ছাহিকঞ্চুকং॥

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকের মস্তক সপ্তাহ পর্য্যন্ত জাতীপুষ্পরসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সর্পের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। ৭

৮। মূষমার্জ্জাররোমানি বিপ্রস্য ক্ষপণস্য চ।
এষ বিদ্বেষকো ধূপঃ পত্যুঃ পিত্রা সুতস্য চ॥

(মূষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী; ইহাদিগের লোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে পতি ও পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মে। ৮)

৯। গৃহীত্বা সিংহকণ্টস্তু নিখনেদ্দ্বারতো ভুবি।
কলহো জায়তে নিত্যং বিদ্বেষং জায়তে তদা॥

শজারুর কাঁটা আনিয়া যাঁহাদিগের ঘরের দ্বারদেশে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, প্রতিদিন তাহাদের কলহ বিদ্বেষ হইবে। ৯

অথ মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষ কুরু কুরু স্বাহা॥"

এই মন্ত্রে বিদ্বেষণের সমস্ত কার্য্য করিবে, যে যে স্থানে মন্ত্র লিখিত হয় নাই, তৎসমুদায় কার্য্যেই এই মন্ত্র জানিবে॥

১০। ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে তু রিপোর্নাম সমন্বিতং
মন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি মহাভৈরব সংজ্ঞকং।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো মহাভৈরবায় রুদ্ররূপায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু স্ফুরু স্ফুরু হুঁ ফট্ ফট্।" এতন্মন্ত্রং লিখেত্তত্র বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবং।

ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে শঙ্কর নামের সহিত "ওঁ নমো মহাভৈরবায়" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রমধ্যে যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিবে। ১০

১১। যস্য নাম ভবেত্তস্য কাকপক্ষেণ লেখিতং।
বেষ্টয়েদ্দ্বিজচাণ্ডালকেশৈরেকতবেস্ততঃ।
গর্ত্তে আমাশরাবস্থে পিতৃকাননমধ্যতঃ॥

কাকপক্ষে নাম লিখিয়া চণ্ডাল কিম্বা ব্রাহ্মণের কেশ দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে ঐ নাম কাচা সরার মধ্যে স্থাপন করিয়া শ্মশানে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। যে যে ব্যক্তির নামে এইরূপ কার্য্য করা যায়, তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ১১

বিদ্বেষণ সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

মারণ

১। সর্পাস্থ্যঙ্গুলমাত্রং চাশ্লেষায়াং রিপোর্গৃহে।
নিখনেৎ সপ্তধা জপ্তং মারয়েদ্রিপুসন্ততিম্।

মন্ত্রঃ—"ওঁ সুরেশ্বরায় স্বাহা।" অনেন মন্ত্রেণ।

এক অঙ্গুলি পরিমাণ সর্পের অস্থি লইয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে উপরোক্ত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার-গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাও ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিতে হয়। ১

২। শ্বেতসর্ষপনির্ম্মাল্যং যদ্‌গৃহে তদ্বিনাশকৃত।

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মাদি সমাপন পূর্ব্বক যাহার গৃহে শ্বেতসর্ষপ ও নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করা যায়, তাহার শীঘ্র বিনাশ হইয়া থাকে। ২

৩। এক মুঠা সরিষা, বার মুঠা রাই,
চল্‌রে সরষে কাঁউর যাই।
কাঁউরে আছেন ছুতার বুড়ি,
তার খোলাতে সরষে ভাজি।
সরষে করে চড়্ চড়্ :
আমার এই সরষে পড়ায়
অমুক করে ধড় ফড়।
আমার এই সরষে পড়া যদি নড়ে,
ঈশ্বর মহাদেব পঞ্চমুণ্ডের
বাম পদে ঠেকে।

এক মুঠা সরিষা ও বার মুঠা রাই সরিষা অমাবস্যাযুক্ত শনিবারে ক্রয় করিতে হইবে এবং উক্ত দিবসেই ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে মন্ত্রপূত করিলে ঈপ্সিত শত্রু বিনষ্ট হয়, বার। ৩

মারণ নিবারণ

টাঙ্গিরে টাঙ্গি, পরশুরামের টাঙ্গি,
রে রে টাঙ্গি মোর বোল করিমু,
অমুকের অঙ্গের বাণ এখনি কাটিমু।
ওঁ ব্রহ্ম অস্ত্র কাট, ওঁ বিষ্ণু অস্ত্র কাট,
ওঁ ইন্দ্র বজ্র কাট, ওঁ পাশুপত কাট,
ওঁ যম দণ্ড কাট্, কাট্ কাট্
কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে,
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, শীঘ্র কাট্।
শীঘ্র কাট্।

উপরোক্ত মন্ত্রে এক ঘটি জল মন্ত্রপূতঃ করিয়া রোগীকে খাওয়াইলে অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে। তিন বার মন্ত্র পাঠান্তে তিনটি ফুঁ দিবে

অশ্ব-মারণ

ঘ্রাণে ছুচ্ছুন্দরীচূর্ণং দত্তে পতিতঘোটকঃ।

সপ্তম অধ্যায়

অথ মোহিনী বিদ্যা

অথ সর্ব্বজন মোহনম্

শ্রীঈশ্বর উবাচ

১। তুলসী বীজ চূর্ণঞ্চ সহদেবীরসেন চ।
তিলকঞ্চ রবৌবারে মোহনং সর্ব্বতো জগৎ ॥

শ্রীমহাদেব বলিতেছেন,—তুলসী বীজ বেড়েলার রসে পেষণপূর্ব্বক রবিবারে ললাটে তিলক ধারণ করিলে, জগতের সমস্ত জীবকে মোহিত করিতে পারা যায়। ১

২। ভৃঙ্গরাজমপামার্গো লজ্জালু সহদেবী কা।
এভিস্তু তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েন্নরঃ ॥

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতী লতা ও বেড়েলার মূল; এই সকল একত্র পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। ২

৩। অগ্রে সপ্তস্বরা গ্রাহ্যা অন্তে হুঁকার সংযুতা।
ওঁকার শিরসং কৃত্বা হুঁ অন্তে ফট্ চ বিন্যসেৎ ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊ ঋং হুঁ ফট্।"

অনেনৈব তু মন্ত্রেণ তাম্বুল ভাবনম্। সাধ্যস্য মূলনিক্ষিপ্তে মোহমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ "ওঁ ভীঁ ক্ষীঁ ভো মোহয় মোহয় স্বাহা" বারত্রয়ঃ জ্ঞাপনাৎ মোহমাপ্নোতি মানবঃ। গোরোচনয়া অনামিকারক্তেন ভূর্জ্জে যস্য নামাভিলিখ্য ঘৃতমধ্যে স্থাপয়েৎ তং মোহয়তি ॥

"ওঁ অং আং" ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্বুল পড়িয়া যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মোহিত হইবে। "ওঁ ভীঁ" ইত্যাদি মন্ত্রে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রাত্রিতে তিনবার জপ করিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে। গোরোচনা ও অনামিকা অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া ঘৃত মধ্যে স্থাপন করিবে সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে। ৩

রাজকুল মোহন

নীলোৎপলং গুগ্‌গুলুঞ্চ কৃষ্ণাগুরু সমংসমম্।
ধূপয়িত্বা নিজং দেহং রাজকুল বিমোহনম্॥

নীলোৎপল, গুগ্‌গুল ও কৃষ্ণাগুরু, এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া নিজ শরীরে ধূপ দিলে, রাজকুল মোহিত করিতে পারে।

ঈশ্বর কুল মোহন

শুভামূলং তথা বীজং রক্তচন্দন সম্ভবম্।
ত্রুটী বীজং সমং পিষ্ট্বা বশ্যমূলং প্রয়োজয়েৎ॥

অপামার্গের মূল ও বীজ, রক্তচন্দন, ছোট এলাচের দানা ও বৃহৎ; এই সকল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া নিজ হস্তে যাহাকে দিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে, এমন কি ঈশ্বর কুলও মোহিত হইবে।

শত্রু মোহন

বৃশ্চিকোদ্ভবচূর্ণেন ধূপো মোহয়তি নৃণাম্।

বৃশ্চিকা মূল চূর্ণ করিয়া ধূপ দিলে সর্বজন মোহিত হয়।

মোহন নিবারণ

প্রত্যানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি।
শতপুষ্পা ঘৃতং ক্ষীরং শ্বেতার্কঞ্চ পিবেৎ সুধীঃ।
গোসর্পিঃ স্বরধূপেন মোহাৎ সুস্থো ভবিষ্যতি॥

অনন্তর মোহন নিবারণ কথিত হইতেছে এই প্রক্রিয়া করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করিতে পারে। শলুকা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত আকন্দের মূল; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিলে এবং গবাদন্ত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূপ গ্রহণ করিলে মোহিত ব্যক্তি সুস্থ হইয়া থাকে।

দুষ্টজন মোহন

১। যস্য নাম রক্তদ্রব্যেণ ভূর্জ্জে সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ।
স দুষ্টোঽপি মোহমাপ্নোতি॥

অগ্রে ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক যাহাকে মোহন করিতে হইবে, তাহার নাম গোরোচনা দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে। সেই ব্যক্তি অতি দুষ্ট হইলেও মোহিত হইবে। ১

২। গোরোচনয়া ভূর্জ্জে যস্য নানাভিলিখ্য পুষ্পাদিষড়ঙ্গৈঃ সম্পূজ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ। সর্ব্বদুষ্টান্ মোহয়তে ॥

প্রথমে ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপন করতঃ ষড়ঙ্গ পূজা করিবে; অনন্তর গোরোচনা দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া মধু মধ্যে সংস্থাপন করিবে, সর্ব্ব-দুষ্ট ব্যক্তি হইলেও সে মোহিত হইয়া থাকে। ২

মোহন সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

কৌতুক করণ

১। ভৌমপুষ্যে তু সংগৃহ্য কৃকলাসং মনোহরম্।
স্থাপয়েন্নবভাণ্ডে তু রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।
ধূপদীপাক্ষতৈর্গন্ধৈর্নৈবেদ্যং মন্ত্র সংযুতং
বামহস্ত কনিষ্ঠায়াঃ স্বস্য রক্তেন সেচয়েৎ
সপ্তাহং পূজয়েদেবং শস্তঃস্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
মন্ত্রঃ—"ওঁ অঙ্কোলায় ওঁ রঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"
অনেন মন্ত্রেণ পূজাকালে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
তং মৃতং ছায়য়া শুষ্কং চূর্ণয়িত্বা কটিং লিপেৎ।
সবস্ত্রমপি তং লোকা নগ্নমালোকয়ন্তি হি।
তচ্চূর্ণং তালপত্রস্তু লেপিতং সর্পসম্ভবম্।
নাগবল্লীদলং লিপ্তং ভূমৌ ক্ষিপ্তং সমুৎপতেৎ।

যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবি হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহার হস্তিকর্ণ পলাশের মূল ও উক্ত বল্কল চূর্ণ করতঃ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া অবলেহন করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ইহা উপরোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ দশধা অভিমন্ত্রিত করা উচিত। নচেৎ কার্য্যসিদ্ধ হইবে না।

অত্যাহার করণ

ব্রহ্মকেমপি বৃক্ষস্য পীঠং কৃত্বা সনেস্থিতা।
যোঽসৌ ভুঙ্‌ক্তে ঘৃতৈঃ সার্দ্ধং ভোজনং ভীমসেনবৎ।
সন্ধ্যায়াং প্লক্ষবৃক্ষস্য কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণম্।
প্রাতঃ পুষ্পাণিসংগৃহ্য মাল্যং শিরসি ধারয়েৎ।
কৌপীনং সংপরিত্যজ্য ভুঙ্‌ক্তোসৌ ভীমসেনবৎ।

মন্ত্র:—"ওঁ নমো সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীজ্ঞাপয়তি স্বাহা।"

যদি কেহ ভীমসেনবৎ আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যে কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে একটি আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ আসনে বসিয়া ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় উপরিল্লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক একটি বটবৃক্ষ অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। পরদিন প্রাতে ঐ বৃক্ষের পুষ্পমাল্য পরিধান পূর্ব্বক কৌপীন ত্যাগ করতঃ আহার করিলে ভীমসেনবৎ আহার করা যায়।

অনাহার করণ

অন্ত্রাণি কৃকলাসস্য মজ্জাকরঞ্জবীজকং।
পিষ্ট্বা তদ্‌গুলিকাং কৃত্বা ত্রিলোহেন তু বেষ্টিতম্।
তাংবক্ত্রে ধারয়েদ্ যে সৌ ক্ষুৎপিপাসা ন বাধতে।

মন্ত্র:—"ওঁ শাং চাং শরীর মমৃতমার্কয় স্বাহা।"

কৃকলাসের অন্ত্র ও করঞ্জা বীজের মজ্জা, এই দুই দ্রব্য একত্র পেষণ করতঃ গুটিকা প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ গুটিকা ত্রিলোহ-কর্ত্তৃক বেষ্টন করিয়া "ওঁ শাং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মুখ মধ্যে স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। ইহা সাধু ব্যক্তিদিগেরই প্রয়োজনীয়।

কিন্নরী করণ

১। বিভীতকং কণা শুণ্ঠী সৈন্ধবং ত্বক্‌সমং সমম্।
গোমূত্রেণ পিবেৎ কর্ষং কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥

যে ব্যক্তি বহেড়া, পিপ্পলী, শুঁঠ, সৈন্ধব ও দারুচিনি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুই তোলা পরিমাণ গোমূত্র সহ পেষণ করতঃ সেবন করে, তাহার কিন্নরের ন্যায় গীত গাহিবার শক্তি জন্মে। ১

২। জাতি-পত্র-কণা লাজা মাতুলুঙ্গদলম্ মধুঃ।
পলং লেহ্যং ভবেন্নাদঃ কিন্নরাধিক এব চ।

জাতিপত্র, পিপুল, খৈ ও মাতুলুঙ্গ লেবুর পাতা উত্তমরূপে পেষণ এবং মধুর সহিত লেহন করিলে, কিন্নরের ন্যায় গীত শক্তি জন্মে। ২

৩। দেবদারু কণা ব্যোষ শতাহ্বা পত্রকং নিশা।
বচা সৈন্ধবসিগ্রুত্থমূলং পেষ্যং সমম্।
কার্ষিকং মধুসর্পিভ্যাং মাসমাত্রং সদা লিহেৎ।
কণ্ঠশুদ্ধির্ভবেত্তস্য কিন্নরৈঃ সহগীয়তে।

যে কেহ সম পরিমাণ দেবদারু, পিপুল, ত্রিকটু, শতমূলী, তেজপাত, হরিদ্রা, বচ ও সৈন্ধব উৎপন্ন মূল সহযোগে ঘৃত ও মধুর দ্বারা পেষণ করতঃ এক মাসকাল সেবন করে, সে কিন্নরের ন্যায় গীত গাহিতে সক্ষম হয়। ৩

৪। শুণ্ঠী চ শর্করা চৈব ক্ষৌদ্রেণ সহ সংযুতা।
কোকিলস্বর এব স্যাদ গুটিকা ভুক্তিমাত্রতঃ।

যে ব্যক্তি নিজ স্বর কোকিলের ন্যায় করিতে ইচ্ছা করে, তাহার শুঁঠ, চিনি ও মধু সংমিশ্রিত বটিকা সেবন করা আবশ্যক। ৪

৫। আর্দ্রকং রঙ্গ কোরণ্ট কণা ব্রহ্মা বচা তথা।
বচাচূর্ণং সমাংসের পলৈকং বারিণা পিবেৎ।
মাঘ মাসে চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে দ্বীপসপ্তকম্।
গন্ধর্ব্বসদৃশং গানং কোকিলানাং স্বরো যথা।

মাষী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে, আদা, রঙ্গ, কঙ্কোল, বেড়ালা, বামনহাটী ও বচ সম পরিমাণে চূর্ণ করতঃ আট তোলা পরিমাণ জলের সহিত পান করিলে, কিন্নরবৎ গীত শক্তি জন্মে। ৫

৬। নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণন্তু তিলতৈলেন যো লিহেৎ।
কণ্ঠশুদ্ধির্ভবেত্তস্য কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে।

যে ব্যক্তি নিশিন্দার মূল চূর্ণ করিয়া তিল তৈলের সহিত সেবন করে, তাহার কিন্নরের ন্যায় গীতশক্তি জন্মে। ৬

অদর্শন করণ

অর্কশাল্মলি-কার্পাস পট্টপঙ্কজতন্তুভিঃ।
পঞ্চভির্ব্বর্ত্তিকাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু।
নরতৈলেন দীপাস্তুঃ কজ্জলং নৃকপালকে।
গ্রাহয়েৎ পঞ্চভির্যত্নাৎ পূর্ব্ববাচ শিবালয়ে।
পঞ্চস্থানীয়জাতস্তু একীকুর্য্যাচ্চ তৎ পুনঃ।
মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্নেত্রে দেবৈরপি ন দৃশ্যতে।

মন্ত্রস্তু—"ওঁ হুং ফট্ কালী কালী মাং শোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মাং পশ্যন্ত মানুষেতি হুং ফট্ স্বাহেতি।"

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তৎ কজ্জলং নেত্রে দত্ত্বা ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি।

যে ব্যক্তি ত্রিলোকবাসীর নিকট অদর্শন হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আকন্দ, শাল্মলি, কার্পাস পট্ট ও পদ্মবস্ত্র দ্বারা পাঁচটা বাতী প্রস্তুত করতঃ পাঁচটা মনুষ্যের মস্তক খুলিতে মৃত মনুষ্য তৈল দিয়া প্রদীপ প্রজ্জলিত করিতে হইবে এবং তাহাতে যে কাজল পতিত হইবে, তাহা চক্ষে অঞ্জন করিলে ত্রিলোকবাসীর নিকট অদৃশ্য হওয়া যায়। এই কার্য্য শিবমন্দিরে সমাধান করিতে হয় এবং ঐ কজ্জল মূলের লিখিত মন্ত্রে এক সহস্র আটবার অভিমন্ত্রিত করিবে।

কেশ কৃষ্ণকরণ

১। লৌহকিট্টং জবাপুষ্পং পিষ্টা ধাত্রীফলং সমম্।
ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ত্রিমাসং কেশরঞ্জনম্।

যে ব্যক্তি পক্ক কেশ সমূহকে কৃষ্ণবর্ণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গোময়, জবাপুষ্প ও আমলকী এই কয়েকটী দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ কেশে লেপ প্রদান করা আবশ্যক। ইহার দ্বারা পক্ক কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ১

২। ত্রিফলা লৌহচূর্ণঞ্চ ইক্ষুভৃঙ্গরসস্তথা।
কৃষ্ণমৃত্তিকয়া সার্দ্ধং ভাণ্ডে মাস নিরোধয়েৎ।
তল্লেপাদ্রঞ্জতে কেশান চতুর্ম্মাস স্থিরো ভবেৎ।

যাহাদিগের মস্তকের কেশ শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ককেশ কৃষ্ণবর্ণের জন্য ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী), লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস ও ভৃঙ্গরাজ রসের সম সম পরিমাণ ও তদর্দ্ধ কৃষ্ণ মৃত্তিকা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এক মাস কাল একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার পর উক্ত দ্রব্য পক্ক কেশে মাখাইলে, প্রায় চারি মাস কাল সমভাবে কৃষ্ণবর্ণ থাকে। ২

মুখব্রণ নষ্টকরণ

১। তিলং সমেদ্ধা দুগ্ধেন গৌরসর্ষপসংযুতম্।
তল্লেপাদচিরেণৈব মুখব্রণং বিনশ্যতি।

যে সকল ব্যক্তি মুখের ব্রণাদি নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিল, দুগ্ধ ও গৌর সর্ষপ (সাদা সরিষা) সমপরিমাণ মর্দ্দন করিয়া মুখে মাখিলে, ব্রণরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। ১

২। মর্দ্দিতং মরিচং নীত্বা গোরচনসমন্বিতম্।
লেপনাৎ মুখজাতস্তু ব্রণঞ্চ সংবিনশ্যতি।

যে ব্যক্তি মরিচ চূর্ণের সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করে, তাহার ব্রণরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। ২

মুখরঞ্জন

১। মুরামাংসী বচাকুড়ং নাগকেশরমেব চ।
সংচূর্ণ রমণী যা চ প্রাতে বা সন্ধ্যায়ামপি।
লিহ্যাৎ তস্যা মুখং শীঘ্রং ভবেৎ কর্পূরবাসিতম্।

যে নারী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুরামাংসী, বচ, কুড় ও নাগেশ্বর এই দ্রব্য চতুষ্টয় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিয়া জিহ্বায় লেহন করে, তাহার মুখে কপূর গন্ধের ন্যায় সুগন্ধ জন্মে। ১

২। আম্রাস্থি পদ্মমূলঞ্চ পিষ্ট্বা মধুসমন্বিতম্।
মুখে ধৃত্বাচিরেণৈব সুগন্ধো জায়তে মহান্।

যে ব্যক্তি মুখের অতীব সুগন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার আমের আঁটি ও পদ্মমূল পেষণ করতঃ মধু সংমিশ্রিত করিয়া মুখের মধ্যে ধারণ করা উচিত। ২

৩। পিপ্পলীচূর্ণমাদায় ঘৃতমধুসমন্বিতম্।
প্রভাতে ভক্ষণাচ্চৈব সুগন্ধো জায়তে মুখে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে পিপুল চূর্ণ, ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়। ৩

দেহরঞ্জন

১। চন্দনং তেজপত্রঞ্চ বালা চোশীরমূলকম্।
অগুরু-বদরীবীজং সংমর্দ্দ্য কেশরৈঃ সহ।
মর্দ্দনাদচিরেণৈব দুর্গন্ধ নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।

যাহারা চন্দন, তেজপাতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু, বদরী বীজ এবং নাগেশ্বর একত্রিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ গায়ে মাখে, তাহাদিগের গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ১

২। সপ্তপর্ণত্বকং লোধ্রং নিম্বপত্রং তথাভয়া।
সংপিষ্য লেপনাচ্চৈব দুর্গন্ধ হরতে ধ্রুবম্।

যে ব্যক্তি ছাতিম বৃক্ষের ছাল, লোধ, নিমপাতা এবং হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক গাত্রে লেপন করে, তাহার শরীরস্থ দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ২

সৌভাগ্যকরণ

১। রক্তং চিত্রার্কমূলঞ্চ সোমগ্রস্তে সমুদ্ধৃতম্।
ক্ষৌদ্রৈঃ পিষ্ট্বা বটীং কুর্য্যাত্তিলকং শুভমঙ্গল

যে নারীজাতি নিজ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাহার চন্দ্রগ্রহণ কালে রক্তচিতা ও আকন্দের শিকড় উত্তোলন করতঃ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া কপালে তিলক ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১

২। পুষ্যোদ্ধৃতং সিতার্কস্য মূলং বামেতরে ভূজে।
বদ্ধা সৌভাগ্যমাপ্নোতি দুর্ভগাপি ন সংশয়ঃ।

যে ব্যক্তি অতীব দুর্ভাগা সে যদি পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের শিকড় উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার দুর্ভাগ্য নষ্ট হইয়া থাকে। ২

৩। কুঙ্কুমালক্তকাভ্যাং বিল্বপত্রে যস্য নাম সংলিখ্য।
মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সপ্তাহাৎ স সৌভাগ্যবান্ ভবতি।

যাহার নাম কুঙ্কুম ও অলক্ত দ্বারা বিল্বপত্রে লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করা যায় তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ৩

উকুণাদি বিনাশকরণ

বিড়ঙ্গ গন্ধোপলকল্কযোগাৎ গোমূত্রসিদ্ধং কটুতৈলমেতৎ।
অত্যঙ্গযোগেন শিরোরুহাণাংযূকাদিলিখ্য প্রায়ং নিহন্তি।

কেশের উকুণাদি বিনষ্ট করিতে হইলে, বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও গো-মূত্র কটু তৈলের সহিত পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিতে হয়। ইহার দ্বারা মস্তকের উকুণাদি বিনাশ পায়।

গৃহক্লেশ নিবারণ

১। গুড়শ্রীবাস-ভল্লাত-বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাযুতং।
লাক্ষারসোঽর্কপুষ্পঞ্চ ধূপো বৃশ্চিক সর্পহৃৎ।

গৃহের সর্প ও বৃশ্চিকাদি বিনষ্ট করিতে হইলে, গুড়, চন্দন, ভেলাবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, অলক্ত এবং আকন্দফুল এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ ধূপ প্রস্তুত করিয়া ধূম প্রদান করা আবশ্যক। ১

২। তক্রপিষ্টেন তালেন লেপয়েৎ পুত্রিকাকৃতীম্।
তামাঘ্রায় গৃহাদযাতি মক্ষিকা নাত্র সংশয়ঃ।

গৃহের মক্ষিকাদি তাড়াইতে হইলে একটি পুত্তলিকাপোরি তক্রসহ হরিতাল মর্দ্দন করতঃ লেপন করা আবশ্যক। ইহার ঘ্রাণে মক্ষিকাদি দূরে পলায়ন করে। ২

৩। অর্জ্জনস্য ফলং পুষ্পং লাক্ষাশ্রীবাসগুগ্‌গুলম্।
শ্বেতাপরাজিতামূলং ভল্লাতকবিড়ঙ্গকম্।
ধূপঃ সর্জ্জরসোপেতং প্রদেয়ং গৃহমধ্যতঃ।
সর্পাশ্চ মৎকুণা মূষা গন্ধাদ্‌যান্তি দিশো দশা।

গৃহ হইতে সর্প, ছারপোকা ও মূষিকাদি দূর করিতে হইলে, অর্জ্জুন বৃক্ষের ফল ও পুষ্প, লাক্ষা, চন্দন, গুগ্‌গুল, শ্বেত অপরাজিতার শিকড়, ভেলাবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, ধূপ এবং ধূনা একত্র চূর্ণ করিয়া ধূপ প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা গৃহে ধূম প্রদান করিতে হয়। ৩

৪। সোমরাজস্য বৃক্ষস্য পল্লবাগ্রেণ বর্ত্তিকাম্।
কৃত্বা দীপং প্রকুর্ব্বীত মৎকুণশ্চ বিনশ্যতি।

ছারপোকা বিনষ্ট করিতে হইলে, সোমরাজ বৃক্ষের পল্লবাগ্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করতঃ দীপ জ্বালা আবশ্যক। ইহার দ্বারা ছারপোকা বিনাশ পায়। ৪

৫। মঘায়াং ব্রধ্নকং ক্ষেত্রে স্থাপয়েৎশ্বেতকোস্তুবম্।
মক্ষিকামূষিকানাঞ্চ জায়তে তুণ্ডবন্ধনম্।

ক্ষেত্রস্থ মক্ষিকা ও মূষিকের মুখ বন্ধ করিতে হইলে, মঘানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের শিকড় উত্তোলন পূর্ব্বক ক্ষেত্র মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। ৫

কলহ করণ

ব্রহ্মদণ্ডী সমূলা চ কাকমাচী সমন্বিতঃ।
জাতিপুষ্পরসৈঃ পিষ্ট্বা সপ্তরাত্রং পুনঃ পুনঃ।
এষ ধূপঃ প্রদাতব্যঃ শত্রুগোত্রস্য মধ্যতঃ।
যথাগোত্রং সমাপ্নোতি পিতাপুত্রৈঃ সমং কলিঃ।

যদি কাহার উপর কলহ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সমূল ব্রহ্মদণ্ডী, এবং কাকমাচি বৃক্ষ একত্রিত করতঃ জাতিপুষ্পের রসে এক সপ্তাহ পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া তাহার দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বর্ত্তিকা বা ধূপের ধূম প্রদান করিলে, সাধারণতঃ দূরের কথা পিতা-পুত্রে বিবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূতাদি নিবারণ

নরসিংহস্য বীজন্তু সকৃদুচ্চরিতং হরেৎ।
ডাকিনীপ্রেতভূতানি তম সূর্য্যোদয়ে যথা।

ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপুবক্ষঃস্থলবিদরণায় ত্রিভুবন-ব্যাপকায় ভূতপ্রেতপিশাচডাকিনী কুলোন্মূলনায় স্তম্ভোদ্ভবায় সমস্ত-দোষান্ হর হর বিসর বিসর পচ পচ হন হন কম্পয় কম্পয় মথ মথ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ফট্ ফট্ ঠঃ ঠঃ এহোহি রুদ্র আজ্ঞাপয়তি স্বাহা।

মন্ত্র:—"ওঁ ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঃ হ্রঃ ফট্ স্বাহা।" অনেন সর্ষপমন্ত্রিতং কৃত্বা রোগিণং প্রহারয়েদ্বুধঃ সর্ব্বে গ্রহাঃ পলায়ন্তে। ইতি—নরসিংহ মন্ত্র সমাপ্তম্।

নরসিংহ মন্ত্র শুদ্ধচিত্তে পাঠ করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সূতিকা-গারস্থ বালক শরীরের ডাকিনী, প্রেত ও ভূতাদি দূরে পলায়ন করে এবং "ওঁ হ্রীঁ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্ষপ অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেও উক্ত কার্য্য সমাধা হয়।

ডাকিনী ভয় নিবারণ

পুষ্যার্কে শ্বেতগুঞ্জায়া মূলমুদ্ধৃত্য ধারয়েৎ।
বালানাং কণ্ঠদেশে তু ডাকিনীক্ষয়নাশনম্।

বালকের ডাকিনী ভয় নিবারণ করিতে হইলে, তাহার গলে শ্বেতগুঞ্জার শিকড় পুষ্যানক্ষত্রে রবিবারে বান্ধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গ্রহদোষ নিবারণ

দাড়িমস্য চ বন্দাকং জ্যেষ্ঠা ঋক্ষে সমুদ্ধরেৎ।
দ্বারবন্ধে চ বালানাং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।

বালকের সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ নিবারণ করিতে হইলে, যে স্থানে বালক থাকিবে, সেই গৃহ দ্বারে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে উত্তোলিত ডালিম গাছের পরগাছা বান্ধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

মৃতবৎসা চিকিৎসা

যা বীজপূরদ্রুমমূলমেকং ক্ষীরেণ সিদ্ধিং হরিষা বিমিশ্রম্।
ঋতৌ নিপীয় স্বপতিং প্রয়াতি দীর্ঘায়ুষংসা তনয়ং প্রসূতে।

যে মৃতবৎসা নারী দীর্ঘজীবী পুত্র কামনা করে, তাহাকে ঋতুস্নান কালে সংযতচিত্ত হইয়া ঘৃত মিশ্রিত দাড়িম্বের শিকড় দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া খাইতে হইবে; অনন্তর পতিসহবাসে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়।

কাকবন্ধ্যা চিকিৎসা

বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলান্তু পিষ্ট্বা দুগ্ধেন্তু মাহিষৈঃ।
মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে চ ভক্ষয়েৎ।
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পরবৎ।
গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনম্।

যে নারীর একটি ব্যতীত দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে। এই নারী যদ্যপি একটি অপরাজিতা বৃক্ষ মূলসহ তুলিয়া মহিষী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করতঃ ঋতুকালীন উক্ত দুগ্ধের ননীতসহ সেবন করে, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার গর্ভ হয়। জন্মবন্ধ্যার প্রথম শ্লোকের নিয়ম ও পথ্যাদি সপ্তাহকাল পালন করা আবশ্যক।

জন্মবন্ধ্যা চিকিৎসা

১। সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ।
একবর্ণগবীক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ॥
ঋতুকালে পিবেদ্বন্ধ্যা পলার্দ্ধং তদ্দিনে দিনে।
ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘাহারং প্রদাপয়েৎ॥
এবং সপ্তদিনং কৃত্বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী।
উদ্বেগং ভয়শোকঞ্চ দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
অনঙ্গং ভয়শোকঞ্চ দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপম্।
ন তস্যা পরমাং সেবাং কারয়েৎ পূর্ব্ববৎক্রিয়াম্।
পতিসঙ্গাদগর্ভলাভো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা তাহার গর্ভধারণের উপায় কথিত হইতেছে। একটি শালিঞ্চ বৃক্ষ রবিবার দিবস সমূলে উৎপাটিত করিয়া একবর্ণা গাভী দুগ্ধসহ একজন অবিবাহিতা কন্যার দ্বারা মর্দ্দন করাইবে; অনন্তর ঐ দ্রব্য ঋতুর প্রথম দিবস হইতে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত পলার্দ্ধ পরিমাণে পান করিতে হয়।

নিয়ম যথা,—সপ্তাহকাল উদ্বেগ, ভয়, শোক, ব্যায়াম, পতিসংসর্গ, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমকর কার্য্য, শীত ও আতপ তাপ একেবারে ত্যাগ করা উচিত। অধিকন্তু ঐ এক সপ্তাহকাল দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন, মুগ ইত্যাদি লঘু আহার করা কর্ত্তব্য। ইহার পর স্বামিসহবাস করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভধারণ করে।

অতিরজো নিবারণ

অপামার্গস্য মূলন্তু দৃঢ়পুষ্পেন ভক্ষয়েৎ।
রক্তস্রাবং নিহন্ত্যাশু সুখীভবতি সুন্দরী।

অত্যধিক রক্তস্রাব জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তাহা নিবারণ করিতে হইলে পক্ব গুবাকসহ অপামার্গের শিকড় পেষণ করতঃ ভক্ষণ করিবেক, ইহার দ্বারা অত্যধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

নষ্টপুষ্প পুষ্পিত করণ

জবাদলং তণ্ডুলতুল্যভাগং নিষ্পিষ্য পিষ্টং পরিপাচিতঞ্চ।
তদ্ভক্ষয়িত্বা বনিতা প্রণষ্টং পুষ্পং লভতে স্বকলানুরূপম্॥

যে নারী জবাবাস সহ তণ্ডুল সমপরিমাণ লইয়া পেষণ করতঃ পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক অগ্নিতে পক্ব করিয়া ভোজন করে, তাহার নষ্টপুষ্প পুনরায় প্রকাশ হয়। ইহা নাগভট্টের বচন, কদাচ মিথ্যা হইবার নহে।

নিগড়াদি বন্ধন-মোচন

মাংসী রক্তোৎপলং তুলাং কুকলাসে চ ভোজয়েৎ।
ভস্মলৈগুটিকাস্পর্শাত্তস্য বন্ধঃ ভিনত্ত্যলম্।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো কমলপিঙ্গলে রুদহৃদয়াঙ্গে বেতাল তাল অস্থিধারিণি তিষ্ঠ তিষ্ঠ সর সর সর্ব্বান্ মোহয় মোহয় ভগবতি শিবাজে তিমিরে মহামায়ে স্বাহা।" এতন্মন্ত্রমষ্টোত্তরশত জপেন সিদ্ধিঃ।

একটি কৃকলাস ধরিয়া তাহাকে জটামাংসী ও রক্তোৎপল সমপরিমাণে খাওয়াইবে; অনন্তর ঐ কৃকলাস বিষ্ঠা দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া বন্ধনযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গে স্পর্শ করাইলে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু উল্লিখিত মন্ত্র শুদ্ধ চিত্তে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হইবে, নচেৎ কার্য্যসিদ্ধ হয় না।

রোমোৎপাটন

১। তালকং শঙ্খচূর্ণন্তু পিষ্ট্বা চ ক্ষারতোয়কৈঃ।
তেন লিপ্তাঃ কচা ঘর্ম্মে স্থিতে গচ্ছতি তৎক্ষণাৎ।

হরিতাল ও শঙ্খচূর্ণ উত্তমরূপে পেষণ করতঃ ক্ষারজলে মিশ্রিত করিয়া রোম স্থলে লেপন করিলে, রোমসমূহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ১

২। শঙ্খঃ তালঃ যবং গুঞ্জং কাঞ্জিকৈঃ পেষয়েৎ সদা।
লেপনাৎ পতন্তি লোমানি পক্কপত্রমিত দ্রুমাৎ।
লেপনাৎ হন্তি কেশাংশ্চ কটুতৈলৈর্ম্মনঃশিলা।

কাঞ্জির সহিত শঙ্খ, হরিতাল, যব ও গুঞ্জাফল সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া রোমযুক্ত স্থানে লেপন করিলে, বৃক্ষ হইতে পক্কপত্র পতনের ন্যায়, অঙ্গ হইতে রোম সকল পতিত হয়। মনঃশিলা কটুতৈলে মিশাইয়া লেপন করিলেও লোম পতিত হইয়া থাকে। ২

৩। পুগবৃক্ষস্য পত্রোত্থদ্রবৈঃ পিষ্টান গন্ধকম্।
তেন লিপ্তা স্থিতে ঘর্ম্মে রোমখণ্ডনমুত্তমম্॥

সুপারী বৃক্ষের পাতা থেঁত করিয়া রস বাহির করিবে; অনন্তর ঐ রসে গন্ধক মর্দ্দন করতঃ লোম স্থলে প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা রোম নির্ম্মূল হয়। ৩

৪। রম্ভাজলৈঃ সপ্তদিনং বিভাব্য ভস্মানি কম্বোর্ম্ম-
স্থণানি পশ্চাৎ।
তালেন যুক্তানি বিলেপনানি রোমাণি
নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

কলাগাছ থেঁত বিশেষ উক্ত বৃক্ষের গোড়া থেঁত রসে শঙ্খভস্মকে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিয়া অনন্তর হরিতাল মিশ্রিত করতঃ রোম স্থানে লেপ প্রদান করিলে, ক্ষণপরে রোম সকল উঠিয়া যায়। ৪

নিদ্রাকরণ

১। নীলোৎপলং সমরিচং নাগকেশরমূলকম্।
ঘৃষ্ট্বোত্তদঞ্জয়েচ্চক্ষুর্নিদ্রামাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত সে যদি মরিচসহ নীলোৎপল ও নাগকেশর মূল মর্দ্দন করতঃ চক্ষে অঞ্জন প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ১

২। কাকজঙ্ঘা জটা নিদ্রাং জনয়েৎ শিরসিস্থিতা।
মূলং বা কাকমাচ্যাশ্চ কৃষ্ণয়াস্তদ্গুণং স্মৃতম্ ॥

অনিদ্রারোগীর নাগভট্ট লিখিত আর একটি ঔষধ কথিত হইতেছে, কাকজঙ্ঘার জটা অথবা শিকড় যে ব্যক্তি শিরোপরি ধারণ করে, তাহার অনিদ্রারোগ নষ্ট হয়। কাকমাচী বা অপরাজিতার শিকড় মস্তকে ধারণ করিলে, অনিদ্রারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা নাগভট্ট নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, অতএব ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ২

জয় প্রকরণ

১। কৃত্তিকা চ বিশাখা চ ভৌমবারেণ সংযুতা।
তদ্দিনে ঘটিতং বস্ত্রং সংগ্রামে জয়দায়কম্ ॥

সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ভৌমবারে (মঙ্গলবারে) কৃত্তিকা বা বিশাখা নক্ষত্রের সংযোগ হইলে, সেই দিবস বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিবে; ঐ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধে যাইলে, সংগ্রামে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে। ইহা নাগভট্টের বাক্য। ১

২। আর্দ্রায়াং বটবৃক্ষকং হস্তে বদ্ধাপরাজিতঃ।
তদ্বৃক্ষে চুতবন্দাকং গৃহীত্বা ধারয়েৎ করে।
সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি জয়াং স্মৃতা জয়ী তথা ॥

মহাত্মা নাগভট্ট বিরচিত সর্ব্বপ্রকার বিবাদস্থলে জয়লাভ লিখিত হইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি আর্দ্রানক্ষত্রে বট বা আম্রবৃক্ষের পরগাছা গ্রহণপূর্ব্বক করে ধারণ

কণ্ঠে অথবা বাহুতে বন্ধন করে, তাহার সকল রকম বিবাদে জয়লাভ হইয়া থাকে। ২

চাক্ষুষ্যকরণ

১। শ্বেতপুনর্ণবামূলং ঘৃতপিষ্টং সদাঞ্জয়েৎ।
জলস্রাবং নিহন্ত্যাশু তন্মূলঞ্চ নিশাযুতং।
অঞ্জনে নেত্ররোগাণি ন ভবন্তি কদাচন॥

শ্বেতপুনর্ণবার মূল ঘৃতে মর্দ্দন করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জলপড়া রোগ প্রশমিত হয়। আর ঐ মূল দারুহরিদ্রার সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি নেত্রে অঞ্জন প্রদান করে, কোন কালে তাহার চক্ষুর পীড়া হয় না। ১

২। জয়ন্তী চাভয়া বাথ পিষ্ট্বা স্তন্যৈর্নিশান্ধহৃৎ।
শোথিতং চর্ম্মকোষঞ্চ মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥

হরীতকী অথবা জয়ন্তীর বীজ স্তনদুগ্ধ সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষে অঞ্জন দিলে রাতকাণা দোষ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব, চর্ম্মকোষ ও মাংস বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ২

৩। অজস্য কৃষ্ণমাংসান্ত পিপ্পলী মরিচং ক্ষিপেৎ।
কারয়িত্বা ঘৃতে পাচ্যং চটকান্তে সমুদ্ধরেৎ।
মধ্বাজ্য স্তন্যসংপিষ্টং রাত্র্যন্ধহরমঞ্জনং॥

ছাগের (পাঁঠার) মিটুলির অভ্যন্তরের মধ্যে পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রদান করতঃ এক ঘণ্টা যাবৎ ঘৃতে পাক করিবে। তৎপরে ঐ মরিচ ও পিপুল মিটুলী হইতে বাহির করিয়া মধু, ঘৃত ও স্তনদুগ্ধের সহিত একত্র মর্দ্দন করতঃ নেত্রে অঞ্জন দিলে রাতকাণা রোগ দূর হয়। ৩

চক্ষুরোগে চন্দ্রোদয়া বটী

৪। হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা॥
সর্ব্বসমেৎ সমং কৃত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ॥

অধিকানি চ মাংসানি যস্য রাত্রৌ ন পশ্যতি।
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্প মাসেনৈকেন নাশয়েৎ॥
বটিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃনাং দৃষ্টিপ্রসাদিনী।
ছায়াশুষ্কা বটিকার্য্যা নাম চন্দ্রোদয়া বটি॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল ও মরীচ, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাভি এবং মনছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটীকে চন্দ্রোদয়া বটী বলে। ইহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে, চক্ষুর তিমির রোগ, কণ্ডু (চুলকান), পটল, অর্ব্বুদ, অধিক মাংসবৃদ্ধি এবং রাত্র্যন্ধতা বিনাশ পায়। অধিকন্তু এই মহৌষধ এক মাস কাল ব্যবহার করিলে, দুই বর্ষ জাত ফুলিরোগের উপশম হয়। এই চন্দ্রোদয়া বটীর দ্বারা দৃষ্টির প্রসন্নতা সাধন হইয়া থাকে। ৪

শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধিকরণ

১। বরাহোত্থেন তৈলেন লেপাৎ কর্ণ বিমর্দ্দয়েৎ।
চর্ম্মচটকরক্তেন লেপাৎ কর্ণং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি শূকর তৈল বা চামচিকার রক্ত কর্ণে লেপ দেয়, তাহা হইলে তাহার শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ১

২। সিদ্ধার্থং বৃহতী চৈব হ্যপামার্গঃ সমং সমম্।
ছাগীক্ষীরৈঃ প্রলেপোঽয়ং কর্ণপাল্যোঃ বিবর্দ্ধতে॥

কর্ণপালী বর্দ্ধন করিতে হইলে, শ্বেতসরিষা, বৃহতী ও আপাঙ্গের মূল সমান পরিমাণে লইয়া অজাদুগ্ধে মর্দ্দন করতঃ কর্ণে লেপ প্রদান করিলে শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ২

৩। মনঃশিলাপামার্গোঽথ মূলং চূর্ণং মধুপ্লুতম্।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু বধিরত্ব প্রশান্তয়ে॥

বধিররোগ দূর করিতে হইলে, মনছাল ও অপমার্গের মূল চূর্ণ মধুসহ সংমিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তাহা হইতে প্রতিদিন দুই তোলা পরিমাণ সেবন করিলে, বধিরতা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। ৩

৪। দন্তেন চর্ব্বয়েন্মূলং নন্দ্যাবর্ত্তপলাশয়োঃ।
তন্নালীপূরিতে কর্ণে দ্রব্যং গো-মক্ষিকাং ব্রজেৎ॥

যদি কর্ণে গো-মক্ষিকা নামক কীট জন্মে, তাহা হইলে টগর ও পলাশ বৃক্ষের মূল দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করতঃ যে রস নিষ্কাসিত হইবে, তদ্দ্বারা কর্ণে ফুট দেওয়া আবশ্যক। ৪

৫। দশমূলরসায়নে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎ কল্কং প্রদায়ৈব বাধির্য্যে পরমমৌষধম্॥

যে পরিমাণ দশমূলের ক্বাথ হইবে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ তৈল মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে। ইচ্ছা করিলে পুনরায় উহার সহিত কিছু দশমূল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করা যায়। ইহা কর্ণে প্রদান করিলে উৎকট বধিরতা রোগ বিনাশ পায়। ৫

দন্ত দৃঢ়ীকরণ

১। বকুলস্য ত্বকঃ ক্বাথামুষ্ণং বক্ত্রেণ ধারয়েৎ।
দৃঢ়া স্যুশ্চলিতা দন্তাঃ সপ্তাহান্নাত্র সংশয়ঃ।

যাহার দন্ত নড়িয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি জলসহ বকুল বৃক্ষের ত্বক সিদ্ধ করতঃ সপ্তাহকাল কুল্লি করে, তাহা হইলে তাহার নড়া দন্ত দৃঢ় হইয়া যায়। ১

২। উদ্ধৃতদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্।
বকুলস্য চ বীজন্তু পিষ্ট্বা কোষ্ণেণ বারিণা।
মুখে চ ধারয়েদ্ধীমান্ দন্ত দার্ঢ্যকরং পরম্॥

বকুল বীজ চর্ব্বণ করিয়া শিথিল দন্ত স্থলে চাপিয়া রাখিলে, সেই দন্ত দৃঢ় হইয়া যায় এবং উক্ত বীজের ক্বাথে কুল্লি করিলেও দন্ত দৃঢ় হয়। ২

৩। জাতিকোলকপত্রং বা চর্ব্বয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
স্থিরা স্যুশ্চলিতা দন্তাস্তৎকাষ্ঠৈর্দ্দন্তধাবনাৎ॥

শিথিল দন্ত দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করিলে, জাতি বৃক্ষের পাতা অথবা আকরোট বৃক্ষের পাতা প্রাতে চিবান আবশ্যক। উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের যে কোন একটির ডাল দ্বারা দাঁতন করিলে, দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে। ৩

তাম্বূল বিনষ্টকরণ

নবাঙ্গুলং পূগকাষ্ঠকীলকং নিক্ষিপেদ্ গৃহে।
তাম্বূলিকস্য ক্ষেত্রে বা ঋক্ষে শতভিষাহ্বয়ে।
তদা তস্য চ তাম্বূলং নাশয়ত্যাশু নিশ্চিতম্॥

ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে শতভিষা নক্ষত্রে নয় অঙ্গুলী পরিমাণ সুপারী বৃক্ষ কাষ্ঠের কীলক লইয়া যদি বারুইয়ের ক্ষেত্রে বা ঘরে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত তাম্বূল নিশ্চয় নষ্ট হইয়া থাকে।

মদিরা নষ্টকরণ

ষোড়শাঙ্গুলকং কীলং কৃত্তিকায়াং সিতার্কজম্।
শৌণ্ডিকস্য গৃহে ক্ষিপ্তং মদিরাং নাশয়ত্যলম্॥

শৌণ্ডিকের মদ্য নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে ষোল আঙ্গুল পরিমাণ শ্বেত আকন্দের কীলক প্রস্তুত করিতে হয়; অনন্তর উক্ত কীলক শুঁড়ির ভাটিতে ফেলিয়া দিলে, তাহার সমস্ত মদ্য নষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য বিনা কারণে কাহারও অনিষ্ট করিবে না, তাহা হইলে নিজের সমূহ ক্ষতি হইবে।

দুগ্ধ নষ্টকরণ

নিক্ষিপেদনুরাধায়াং জম্বুকাষ্ঠস্য কীলকম্।
অষ্টাঙ্গুলং গোপগৃহে গোদুগ্ধং পরিণশ্যতি॥

দুগ্ধ নষ্ট করিতে হইলে, গোয়ালার গৃহে অনুরাধা নক্ষত্রে একটি আট আঙ্গুল পরিমাণ জাম কাষ্ঠের কীলক ফেলিয়া দিতে হয়।

রজকের বস্ত্রনাশ করণ

গ্রহয়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং জাতীকাষ্ঠস্য কীলকম্।
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণন্তু লিখন্যাদ্রাজকে গৃহে।

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমঃ চামুণ্ডায় অমুকং বস্ত্র নাশয় নাশয় স্বাহা।" শতাভিমন্ত্রিতং তেন তস্য বস্ত্রাণি নাশয়েৎ।

রজকের বস্ত্র নাশ করিতে হইলে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে অষ্টাঙ্গুলী পরিমাণ জাতী কাষ্ঠের কীলক সংগ্রহ করা আবশ্যক; অনন্তর ঐ কাষ্ঠ উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা

শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রজকের ভাটির নিকট পুঁতিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়।

১ম গা-বন্ধন

(আপনসার)

ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দিলাম পা।
তুমি আমার বশমাতা তুমি আমার মা॥
কে মড়্মাড়ায় কে সড়্সড়ায় কে ভাঙ্গে খড়ি।
এ সনে অমুকের হাতে দিয়ে নড়ি॥
কে যায় হাট, অমুক যায় হাট।
আমার এই গা-বন্ধন অমুকের অঙ্গে
সাত দিন সাত রাত থাক॥
কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে,
শীঘ্র লাগ্ শীঘ্র লাগ্॥
আমার এই গা-বন্ধন যদি লঙ্ঘে,
ঈশ্বর মহাদেব পঞ্চমুণ্ডের বাম পদ ঠেকে॥

ঘর হইতে আড়াই পদ পথে বাহির হইয়া এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। ইহার দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন ও যোগিনী কাহারও ভয় থাকে না।

২য় গা-বন্ধন

(আপনসার)

ফুল ফুল হেলায় মাটী।
চারিদিকে তার চার দোপাটী॥
এ কোণে রাম ও কোণে লক্ষ্মণ।
রাক্ষস কাঁপে সহ রাবণ॥
অজ্ঞান কুজ্ঞান আদি যত জ্ঞান।
আমার এই ফুঁয়ে সব হোক খান্ খান্॥

কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
ডাকিনী যোগীনীর আজ্ঞে।
শীঘ্র লাগ্, শীঘ্র লাগ্॥

পথে চলিবার কালীন এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিতে হয়।

৩য় গা-বন্ধন

সিদ্ধপ্রদ গুরুর পো।
যে বিদ্যাদাতা তারি পো॥
নারিকেল কাছি লোহার শিকল॥
ভূত প্রেত ডাইন যুগীন।
কাটিয়া বাণে করি খান্ খান॥
যাবৎ আমি বাটীতে না ফিরি।
তাবৎ বাঁধন থাক্ গাত্রোপরি॥
কার আজ্ঞে, দোহাই ওস্তাদের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে॥
আমার এই গা-বন্ধন আমাকে শীঘ্র লাগ্।
যদি এই বন্ধন নড়ে।
পঞ্চমুণ্ডের বামপদে ঠেকে॥

ইহাও রাস্তায় যাইতে যাইতে পাঠ করিতে হয়।

৪র্থ তাগা বন্ধন

ধবলি ধবলি ধবলি সার।
উপর ধবলি হাঁটে বিষ॥
তাগা বান্ধি তার মারি বিষ।
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, আস্তিক মুনির আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত সাপের বিষ উঠিয়াছে, তদুপরি এক গাছি সুতা বান্ধিতে হয়। এইরূপ করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না।

২য় ভাগা বন্ধন

ঘাটে পথে ধূল তুমি উড়িয়া বেড়াও।
হেরিয়া আমায় এবে ফিরিয়া দাঁড়াও ॥
মনসা আজ্ঞায় ভাগা বান্ধিলাম তোরে।
হেঁটে বিষ কভু নাহি উঠিস্ উপরে ॥
কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ॥

উপরোক্ত মন্ত্রের নিয়ম স্বরূপ ইহা পালন করিতে হয়।

চাপড়সাট

থরপাট থরুনি থরুনি বিষ।
চাপড় সাটে মারি বিষ ॥
আমার এই চাপড়সাট যদি নড়ে।
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে ॥
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে ॥

রোগীর বাটি হইতে যে ব্যক্তি ওঝাকে ডাকিতে আসিবে, তাহার পিঠোপরি সেই ওঝা উপরোক্ত চাপড়সার মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্ব্বক তাহার পিঠে তিনবার চপেটাঘাত করিবে। ইহার দ্বারা রোগীর শরীরস্থ বিষ অনেক নষ্ট হইয়া যায়।

দন্তোৎপাটন

শঙ্খ জ্বলে মাণিক জ্বলে আর জ্বলে বিষ।
আমার এই চুলপোড়ায় যায় বিষের রিষ ॥
মাংস দংশী আড় দিকে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।
খাইল বা কোন সর্পে কিবা হয় নাম ॥
যে হোক্ সে হোক্ হেথায় চৌসাপে ডাকিব।
গুরুদত্ত মন্ত্রে বিষ সকলি নাশিব ॥

মনসার বরে বিষ কি করিতে পারে।
অমুকের অঙ্গ হ'তে তুই যা শীঘ্র ক'রে ॥
গুয়ে গোবরে চিলো ছোঁ আর যত জাতি
মন্তরের জোরে কারু না হবে নিষ্কৃতি ॥
ওঠ্ দন্ত চুলে করি টানিতেছি আমি।
মনসার দিব্য তোর ওঠ্ শীঘ্র তুমি ॥
কার আজ্ঞে, বিষ্ণুবাহন গরুড়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে ॥

এক গুটি চুল লইয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্ষত স্থানে ঘর্ষণ করিতে হইবে, যাবৎ না দংশিত স্থান হইতে সর্পের দন্ত উঠিয়া যায়, তাবৎ মন্ত্র পাঠ ও চুলের গুটি ঘর্ষণ করা আবশ্যক।

বিষবন্ধন

নেতা ধোপানি কাপড় কাচে মনসার ঘাটে।
মন্ত্র পাঠ করে নিজে আচাড়িয়া পাটে ॥
নেতা মা গুরু তুই, আমি শিষ্য তোর।
দয়া করি মনে রাখ এখানেতে মোর ॥
গরুড় পর্ব্বতে বসি নীচে চেয়ে রয়।
যত সব বিষ ধরি নিজ মুখে খায় ॥
কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ অঞ্চলে গাইট দেওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা রোগী অনেকটা শারীরিক বল পায়।

হাতচালা

চাল কাটে চালোয়ান কাটে।
আর কাটে চালোয়ান রেক ॥

হাত চলিতে পবন চলে চলে মহাদেব ঃ
চল্ হাত শীঘ্র চল।
যে ভাদ্রমাসে তাল চুরি করে।
তার পোঁদতল দিয়ে চল ॥
কার আজ্ঞে, মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, বিষহরির আজ্ঞে ॥

মাটীতে বাম হস্ত রাখিয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদান করিতে হয়। বলা বাহুল্য নিম্ন রাশিস্থ ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ রাশির হাত চলে না এবং একাগ্রতা ব্যতীত এই কার্য্য সাধিত হয় না। হাত চলিলে রোগীর শরীরে বিষ আছে বুঝিতে হইবে।

হস্তভার কাটান

কিরে বিষ শক্তি তোর দেখি হয় বড়।
মনসার বরে তুই কার্য্যে বড় দড় ॥
আমিও মনসার শিষ্য স্মরিয়া তাঁহায়।
ফুৎকারের চোটে ত্যাগ করি যে তোমায় ॥
যা বিষ তুই স্থলে যা, যা বিষ তুই জলে যা।
আমার অসাড় হাত জল হয়ে যা ॥
কার আজ্ঞে, কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে ॥

হাত চালিয়া যদি নিজের হাত বিষাক্রান্ত হইয়া ভার হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিজ হস্তে ফুঁ দিলে তাহা নিবারণ হইয়া থাকে।

তুলসীপাতা পড়া

রামতুলসী কৃষ্ণতুলসী আর তুলসী পাতা।
তোমার কৃপায় বিষ যায় যথা তথা ॥
স্মরিয়া কৃষ্ণের পদ ঘায়ের মুখেতে।
তিন তুলসীর পাতা আমি বসালাম তাতে ॥

৬ঠ বিষ-পাতার পর শ্রীকৃষ্ণের বর।
মনসার বাক্য ইহা মনে তুই ধর॥
ডাকিনী সাপিনী সাপা কাকিনী আর।
অমুকের অঙ্গের বিষ শীঘ্র ছাড়॥
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, সিদ্ধগুরু আস্তিকের আজ্ঞে॥
মর বিষ তুই মর।
তুলসী পাতায় মর॥

উপরোক্ত মন্ত্রে তিনটা তুলসী পাতা মন্ত্রপূতঃ করিবে, অনন্তর ঐ তুলসী পাতা পর পর ক্ষতমুখে বসাইয়া দিতে হয়। বিষ নষ্ট হইয়া যাইলে পাতা তিনটা আপনি পড়িয়া যাইবে। বিষ থাকিতে পড়িবে না।

খোলাপড়া

খোলা তুই মেছুনীর খোলা আর অন্য নয়।
তোর কৃপাতে আমি বসাইলাম ঘায়॥
খোলাতে শীঘ্র তুই উঠে আয় বিষ।
দোহাই মনসার আর কামিসনাকো বিষ॥
কার আজ্ঞে, মায়াপুরের চণ্ডীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, মা মনসার আজ্ঞে॥

মেছুনীর একখানি হাঁড়ি ভাঙ্গা খোলা এই মন্ত্রে তিনবার মন্ত্রপূতঃ করিয়া সর্প দংষ্ট্র স্থানে বসাইয়া দিবে; যাবৎ বিষ থাকিবে তাবৎ ইহা পতিত হইবে না, বিষ নষ্ট হইলে খোলা আপনি পড়িয়া যায়।

এত রকমেও যদি বিষ না নামে, তাহা হইলে ঝাড়ন মন্ত্র দ্বারা বিষ নামান আবশ্যক। বলা বাহুল্য সর্পদংষ্ট্র রোগীকে সজাগ রাখিবে, কোনরূপে সে যেন ঘুমাইতে না পারে।

ক্ষত মুখে বিষ নামাইবার ঝাড়ন

আফুলা কলাগাছটী বালী ঝুর্ ঝুর্ করে।
দেবীর কিরণে বিষ ঘা মুখ্যে মরে॥

নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে।।

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রোগীর দংষ্ট্র স্থানে ফুঁৎকার দেওয়া আবশ্যক ইহার দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত বিষ ঘা মুখে আগমন করে।

কৃষ্ণসার

অগন গগন দুই তার বঙ্ক।
যাহার কামড়ে বিষ দেবে লাগে শঙ্ক।।
শুন হে সাপিয়ে গোকুলের কথা।
দশ অবতারে কৃষ্ণের জন্ম হ'ল কোথা।।
মথুরায় জন্ম হ'ল গোকুলেতে বাস।
নিধুবনে হয় জেনো শ্রীরাধার রাস।।
যত সব গোপিনী মনে প্রমাদ গণিল।
কালীদহ মধ্যে কেহ যাইতে নারিল।।
রাখালিয়াগণ সব আনন্দিত হিয়া।
সন্তরণ করে যত কালীদহে গিয়া।।
ক্রূর এক সর্প ছিল কালীয় সে নাগ।
যত সব রাখালিয়ায় করিল সে তাগ।।
ছোবল মারিয়া সবায় পাতিত করিল।
বিষে জ্বরি সব্বজন জলেতে ভাসিল।।
শুনিল শ্রীকৃষ্ণ সব নিধুবন হ'তে।
সঙ্গীগণে উদ্ধারিতে যান যে ত্বরিতে।।
দিলেন শ্রীকৃষ্ণ তবে কালীদহে ঝাঁপ।
কি করিতে পারেন তাঁর বিষের মা বাপ।।
ধ্যান জাপিয়ে বসে ছিলেন গরুড় হনুবীর।।
পাকসাপটে তুলে নীল কালীদহের নীর।।
কালীদহ কালীদহ তোরে আমি জানি।
কালীদহ স্মরণেতে বিষ হ'ল পানি।।

নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে ফুৎকার দেওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ সাতবার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

বেহুলাসার

খট্টাঙ্গেতে শুয়ে লক্ষীন্দর বেহুলা বসে ঘরে।
সুর করে, চরকা কাটে হাত পা নেড়ে॥
নেতা ধোপানির শিষ্যা সে অন্য কেহ নয়।
বেহুলা স্মরণে বিষ ঘা মুখো না রয়॥
বেহুলা বলে ওরে বিষ আমি রে বেহুলা;
আমার বাক্যেতে তুই ঘা মুখো দাড়া॥
লাগ্ লাগ্ আজ্ঞা লাগ্ চণ্ডিকার;
দোহাই চণ্ডী দোহাই চণ্ডী বিষ নাই আর॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে ফুৎকার দেওয়া আবশ্যক। সাত মন্ত্র পাঠ ও সাতবার ফুঁ দিতে হইবে।

সুগ্রীবসার

কোণেতে বসিয়া সুগ্রীব হাত পাতি রয়
যত সব বিষ তিনি লুকিয়া যে লয়॥
রামের ভকত সে অতীব ভকতি।
যত সব বিষ টানি লয়েন ঝটিতি॥
কার আজ্ঞে, সুগ্রীবের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে, শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে॥
আয় বিষ ঘা মুখ্যে আয়।
যা বিষ উড়িয়া যে বায়॥

উপরোক্ত নিয়মে ইহার দ্বারাও ঝাড়িতে হয়।

শঙ্করীসার

বাপ ঘরে যান গৌরী কোপ ক'রে হরে।
অঙ্গের বন্ধন তাঁর উড়াইল ঝড়ে ॥
তা দেখে ব্রহ্মার বীর্য্য সাগরেতে পড়ে।
হরি বিধি রাখে তাহা শঙ্খের ভিতরে ॥
যখন হইলেন হরি অধমতারণ।
কালকুটী বিষের তখন হইল জনম ॥
সেই হুহুঙ্কারে জন্ম আস্ত ঋষির হয়।
শঙ্করী স্মরণে বিষ উঠিয়া পলায় ॥
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ॥

উপরোক্ত নিয়মেই এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িতে হয়।

ধকুরিয়াসার

শ্বেত শিমুলের গাছে বসি ধকুরিয়া কঙ্কা।
ফোঁস ফোঁস করে সদা ধরিয়া সে বাঙ্কা ॥
যখন সে বাঙ্কা মনানন্দে ঝম্পে।
ত্রিভুবন তাহার বিষে থরহরি কম্পে ॥
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ॥

হার দ্বারাও উপরোক্ত নিয়মে ঝাড়িতে হয়।

প্রথম চলন মন্ত্র

জন্ম দিয়ে গেল বাপা পদ্মপাতে থুয়ে।
পাতাল পুরেতে এলাম মৃণাল বহিয়ে ॥
বাসুকি রাখিল নাম পদ্ম কুমারী।
মহাদেব বীর্য্যে দেবী জনম তোমারি ॥

জানিনু যখন পিতা মহাদেব হয়।
তখন যাইনু কাছে ফেলিয়া সংশয়॥
বুঝিয়া না বুঝে পিতা নেশায় কাতর।
আমাকে ধরিয়া রাখেন সাজির ভিতর॥
ফুল সাজিতে উপবাসী থাকি সাতদিন।
পার্ব্বতী করিল কাণা আমার নয়ন॥
নাই বিষ নাই, অমুকের অঙ্গের বিষ নাই।
কার আজ্ঞে, মনসার আজ্ঞে, নাই বিষ নাই॥

যখন রোগী একেবারে বিষে ঢলিয়া পড়িবে, তখন এই মন্ত্র দ্বারা অনবরত ঝাড়িতে হয়।

দ্বিতীয় ঢলন মন্ত্র

আল বিষ কাল বিষ মাথা হাঁ।
চৌষট্টি যোগিনী বলে ঐ বিষ যা॥
ব্রহ্মা বলে মলো বিষ আগুণেতে পুড়ে।
তেজের চোটে গগন ফাটে বিষ গেল উড়ে॥
উয়ো বিষ পুয়ো বিষ যেখানে যা ছিল।
অমুকার অঙ্গের বিষ সহসা পুড়ে ম'লো॥
আল নাগিনী কাল নাগিনী চৌষট্টি যোগিনী।
দানা দৈত্য আর যত মনসা সতিনী॥
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে।
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে॥

সর্পদংষ্ট রোগী যেই কালে একেবারে অত্যধিক অবসন্ন বা ঢলিয়া পড়ে, তখন এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়া আব

ঔষধ দ্বারা সর্প চিকিৎসা

১। শ্বেতাপরাজিতামূলং দেবদানীয়মূলকম্।
বারিণা পেষিতং নস্ত কালদষ্টোঽপি জীবতি।

যে ব্যক্তিকে সর্প দংশন করে, তাহাকে যদি দেবদানীর মূল ও শ্বেত অপরাজিতা মূল মর্দ্দন পূর্ব্বক নস্য লওয়ান যায়, তাহা হইলে সে জীবন প্রাপ্ত হয়। ১

২। দধিমধুনবনীতং পিপ্পলীশৃঙ্গবেরম্।
মরিচমমি চ কুষ্ঠং চষ্টৈম সৈন্ধবঞ্চ।
যদি দংশতি সরোষস্তক্ষকো বাসুকীর্ব্বা।
যমসদনগতঃ স্যাদানয়েত্তৎক্ষণেন।

(সর্প দংশনে যদি কোন ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দধি, মধু, নবনীত, পিপুল, আর্দ্রক, গোল মরিচ, কুড় ও সৈন্ধব খাওয়াইলে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনান যায়। ২)

সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির মৃত্যু লক্ষণ

১। সোমং সূর্য্যং তথা দীপ্তং পশ্যতি চ তারকান্।
দর্পণে সলিলে বাথ ঘৃততৈলেথবা মুখম্।
ন পশ্যেদ্বীক্ষ্যমাণোঽপি কালদষ্টো ন সংশয়ঃ।

সর্পদংষ্ট্র রোগীর চক্ষে যদ্যপি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও দর্পণে, জলে, ঘৃতে ও তৈলে নিজ মুখ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চিত শমন সদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১

২। জ্ঞাতা কালমকালঞ্চ পশ্চাদ্ভেষজমাচরেৎ।
সর্পদংশো বিষং নাস্তি কালোদষ্টো ন জীবতি।
তস্য তত্রাপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা জীবনাবধি।
রসদিব্যৌষধীনাঞ্চ প্রভাবাৎ কালজিদ্ভবেৎ।

সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। সর্প দংশনে চিন্তার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু কাল দংশনে মৃত্যু অবধারিত। তত্রাপি যাবৎ জীবন তাবৎ চিকিৎসা করা অত্যাবশ্যক। ২

বৃশ্চিক বিষ নাশন

১। পুত্রজীব ফলামজ্জাং পলাশোত্থং করঞ্জজাম্।
মজ্জাংস্তোয়ৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্তি বৃশ্চিকজং বিষম্।

বৃশ্চিক দংশন করিলে, সেই স্থানে জীবপুত্রিকা, পলাশ ও করঞ্জার শাঁস জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ দংষ্ট্র স্থলে প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ১

২। বকুলত্বচবীজং বা নিষ্পীড্য দংশনস্থলে।
প্রলেপাদ্বৃশ্চিকবিষ নাশনঞ্চাভিমন্ত্রিতম্।

মন্ত্রঃ—ওঁ ঝঁ হঁ যঁ ঞঁ ঙঁ বঁ ব ল ক্ষ এ ঐ ও ঔ হঁ হঃ।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে বকুল বীজের অভ্যন্তরস্থ শাঁস মর্দ্দন পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করতঃ দংষ্ট্র স্থলে প্রলেপ দিলে, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। ২

৩। শিরীষবীজং গোমেদং দাড়িমস্য চ মূলকম্।
আর্কক্ষীরযুতং হন্তি ধূপো বৃশ্চিকজং বিষম্।

শিরীষবীজ, গোমেদ, দাড়িম্বের শিকড় ও আকন্দের আটা এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ ধূপ প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ ধূপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া দংষ্ট্র স্থলে ধূপ প্রদান করিলে, দংষ্ট্র জনিত যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণা সমস্তই আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩

৪। "হাঁ হ্রীঁ ম চ ও" ইতি মন্ত্রেণ ওলবৃন্তমভিমন্ত্র্য তেন মার্জ্জনাদ্বৃশ্চিকবিষনাশো ভবতি।
শিবেন ভাষিতো যোগা নাবহেলনীয়োহয়ম্।

যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত "হাঁ হ্রীঁ" ইত্যাদি মন্ত্রে ওলবৃন্ত (ওলের ডাঁটা) অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা দংষ্ট্র স্থানে ঘর্ষণ করে, তাহার সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া থাকে। স্বয়ং শিব উহা বলিয়াছেন, সুতরাং অবহেলা করিবে না। ৪

বিবিধ জান্তব বিষ নিবারণ

শৃঙ্গিমৎস্যবিষং স্বেদাৎ কিঞ্চিদ্ঘৃতসমন্বিতাৎ।

(শৃঙ্গিমৎস্যের কণ্টকদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে যন্ত্রণা বিনষ্ট হয়।)

নিশা দ্বারুনিশা চৈব মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশরম্।
এষাং লেপো নিহন্ত্যাশু বিষং লুতাদিসম্ভবম্॥

(হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র মন্থন করিয়া দষ্টস্থানে লেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়।)

করঞ্জ বীজসিদ্ধার্থং তিল তৈললেপো বিষাপহঃ।
এরণ্ড তৈললেপো বা সর্ব্বকীটবিষাপহঃ॥

(করঞ্জাবীজ ও সর্ষপ, তিলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপন করিলে, যাবতীয় কীট দংশন জনিত বিষ দূর হয়।)

নবম অধ্যায়

ভূতডামরোক্ত

যক্ষিণীসাধন

শ্রীউন্মত্তভৈরব্যুবাচ

সমস্ত দুষ্ট শমনং সুরাসুর নমস্কৃত।
সন্তুষ্টো যদি দেবেশ যক্ষিণীসাধনং বদ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন,—হে দুষ্টান্তকারক সুরাসুর নমস্কৃত ভৈরব! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে যক্ষিণীসাধন আমার নিকট বল।

শ্রীউন্মত্তভৈরব উবাচ

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যক্ষিণীসিদ্ধিসাধনং।
ক্রোধাধিপং নমস্কৃত্যোৎপত্তি-স্থিতি-লয়াত্মকম্॥
যক্ষিণ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাস্তাসাং সিদ্ধিসাধনং।
মন্ত্রং তমপি বক্ষ্যামি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কং॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন,—হে দেবি! আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ক্রোধপতিকে নমস্কার করিয়া যক্ষিণীসাধন তোমার নিকট বলিতেছি। যক্ষিণী অষ্ট প্রকার বিখ্যাত আছে, তাহাদিগের সিদ্ধিসাধন ও মন্ত্র বলিতেছি। এই প্রণালীতে যক্ষিণীসাধন করিলে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সাধন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক যথারীতি আচমন করতঃ "ওঁ হুঁ ফট্" মন্ত্রে দিক্ বন্ধন করিয়া "ওঁ হ্রীঁ হুঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হয়। অনন্তর রক্তচন্দন, আলতা, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংমিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা একখানি তাম্রপীঠোপরি একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে এবং ঐ পদ্মের মধ্যমণ্ডলে "ওঁ হ্রীঁ হুঁ" এই মন্ত্র লিখিয়া জীবন্যাস করিতে হয়।

বলা বাহুল্য এই কার্য্যের পূর্ব্বে তাম্রপীঠোপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আহ্বান করতঃ স্নান করাইবে।

ওঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি হ্রী হৌঁ স্বাহা।

এই মন্ত্রে সুরসুন্দরীর আরাধনা করিবে।

ওঁ সর্ব্বমনোহারিণী ওঁ হৌঁ।

মনোহারিণীর সাধনাতে এই মন্ত্র জানিবে।

ওঁ কনকবতি মৈথুনপ্রিয়ে হৌঁ স্বাহা।

এই কনকবতীর মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ

ওঁ মাতরা গচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা।

এই কামেশ্বরী মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে।

ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা।

এই রতিপ্রিয়া মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে।

ওঁ পদ্মিনী স্বাহা।

এই পদ্মিনী মন্ত্র মনুষ্যের অভিষ্টার্থ প্রদান করে।

ওঁ হ্রীঁ নটী মহানটী স্বর্ণ রূপবতী হৌঁ।

মনুষ্যের অভিষ্টপ্রদ মহানটী এই মন্ত্র কথিত হইল।

ওঁ হ্রীঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা।

এই মন্ত্রে অনুরাগিণীর আরাধনা করিবে।

উপরোক্ত অষ্ট যক্ষিণীর এই অষ্ট মন্ত্র কথিত হইল।

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে একৈকং ক্রোধভাবিতং।
বজ্রপাণি গৃহং গত্বা দত্বা ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং॥
জপেত্রিসন্ধ্যং মাসান্তে আয়াতি সুরসুন্দরী।
জননী ভগিনী ভার্য্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ॥
রাজ্যং দীনারলক্ষঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং।
মাতা ভূত্বা মহালক্ষী মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ॥
যদি স্যাদ্ভগিনী দিব্যাং কন্যামানীয় যচ্ছতি।
রসং রসায়নং সিদ্ধদ্রব্যং ভার্য্যা ভবেদ্ যদি।
সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যেবং মহাধনপতির্ভবেৎ॥

এক্ষণে উক্ত অষ্ট যক্ষিণীর সাধন পদ্ধতি যাহা ক্রোধরাজ বলিয়াছেন, তাহা পৃথক্‌রূপে কথিত হইতেছে। বজ্রপাণির গৃহে গমন, গুগ্‌গুল দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা পূর্ব্বোক্ত সুরসুন্দরীর মন্ত্র জপ করিবে।

একমাস এইরূপ জপ করিলে মাসান্তে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। যক্ষিণী আগমন করিলে যদি সাধক তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করে, তবে দেবী তাহাকে রাজ্য, লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া মাতৃবৎ পালন করেন। যক্ষিণী দেবীকে ভগিনী ভাবে আরাধনা করিলে দিব্যকন্যা, নানাপ্রকার রসায়ন দ্রব্য দিয়া থাকেন এবং ভার্য্যারূপে সাধন করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার আশা পূর্ণ হয় ও সাধক মহা ধনপতি হইয়া থাকে।

মনোহরা আরাধনা

গত্বা সরিত্তটং কৃত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং।
পূজাং বিধায় মহতীং দত্বা ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং॥
আসপ্তদিবসং মন্ত্রং জপেদযুতসংখ্যকং।
সপ্তমে দিবসে রাত্রৌ কৃত্বা পূজাং মনোরমাং॥

প্রজপেদর্দ্ধরাত্রে তু শীঘ্রমায়াতি যক্ষিণী।
সাধকং কিং করোমীতি বদেচ্চেট্যাহ সাধকঃ।
শতাষ্ট পরিবারাঢ্যা বাঞ্ছিতার্থঞ্চ যচ্ছতি।
শতমেকঞ্চ দীনারং সাবশেষং ব্যয়েদ্ধুধঃ॥
তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি।
ন দদাতি না চায়াতি ম্রিয়তে সা মনোহরী॥

নদীতটে গমন করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাপূজা করিবে এবং গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্ব্ব কথিত মনোহারিণীর মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে। সপ্ত দিবস এইরূপে পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া সপ্তম দিবসে রাত্রিকালে মহতী পূজা করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মনোহারিণী যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধককে বলিবেন, তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে?

তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার চেটিকা হইয়া থাক। যক্ষিণী তাহাতে বশীভূতা হইয়া অষ্টোত্তর শত পরিবারের সহিত সাধকের কার্য্য করিতে থাকেন এবং অভিলষিত বস্তু, শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক সেই সকল দ্রব্য অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে না। সমুদয় ব্যয় করিলে দেবী কুপিতা হইয়া পুনর্ব্বার আর তাহা প্রদান করিবেন না এবং আর দেবীর সাক্ষাৎ হয় না।

কনকবতী আরাধনা

বটবৃক্ষতলং গত্বা মৎস্যমাংসাদি দাপয়েৎ।
উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং রাত্রৌ সহস্র সপ্তবাসরান্‌॥
প্রজপেৎ সপ্তমেঽহ্ন্যর্দ্ধরাত্রেঽভ্যর্চ্চ্য সুগন্ধিভিঃ।
সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তা সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী॥
শতাষ্ট পরিবারাঢ্য ধ্যাতা গচ্ছতি সন্নিধিং।
অন্বহং দ্বাদশানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কার ভোজনং॥
দত্ত্বাদষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা।
দেবী কনকবত্যেষা সিদ্ধ্যতেবং ন চান্যথা।

বটবৃক্ষ তলে গমন করিয়া মৎস্য-মাংসাদি প্রদান করিবে এবং সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের সহিত রাত্রিতে পূর্ব্ব কথিত কনকবতী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে।

এইরূপ সপ্তদিবস জপ করিয়া সপ্তম দিবসে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কনকবতী সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একশত অষ্ট পরিবারের সহিত সাধকের নিকট আগমন করেন এবং দ্বাদশ প্রকার বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন। এইরূপে আরাধনা করিলে দেবী কনকবতী সিদ্ধা হন, ইহার অন্যথা হয় না।

কামেশ্বরী আরাধনা

গোরোচনেন প্রতিমাং ভূর্জ্জপত্রে বিধায় চ।
শয্যামারুহ্য একাকী সহস্রং প্রজপেন্মনুং॥
মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ।
ততোঽর্দ্ধরাত্রে আয়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা॥
দ্বিব্যালঙ্কারনং ত্যক্ত্বা শয়নে প্রত্যহং ব্রজেৎ।
পরস্ত্রী গমনত্যাগোঽন্যথা মৃত্যুরদূরতঃ॥
ইয়ং কামেশ্বরী দেবী বাঞ্ছিতার্থ প্রদায়িনী।
চিন্তয়েত্তাং স্বর্ণবর্ণাং দিব্যালঙ্কারভূষিতাং॥
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাং শক্তিং সর্ব্বজ্ঞামভয় প্রদাং।
জাতী প্রভৃতিভিঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ঘৃতোৎপলাং।

ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া রাত্রিকালে একাকী শয্যাতে বসিয়া পূর্ব্ব কথিত কামেশ্বরী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। এই প্রকারে একমাস মন্ত্র জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিতে পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কামেশ্বরী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া শয্যাতে দিব্য অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে অন্য স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়, অন্যথায় সাধকের শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে কামেশ্বরীর আরাধনা করিলে দেবী সিদ্ধা হইয়া সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন।

রতিপ্রিয়া আরাধনা

ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্ট সহস্রকং।
আসপ্তদিবসং সপ্তদিবসান্তে চ বৈষ্ণবীং॥

পূজাং বিধায় যত্নেন ঘৃতদীপং বিধায় চ।
প্রজপেদর্দ্ধরাত্রেঽসৌ সমায়তি রতিপ্রিয়া।
কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা দিব্যং ভোজ্যং রসায়নং॥
পঞ্চবিংশতি দীনারং বস্ত্রালঙ্কারনানি চ।
আশাশ্চ পূরয়ত্যাশু সিদ্ধিদ্রবং প্রযচ্ছতি॥

গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্ব্বোক্ত রতিপ্রিয়া মন্ত্র অষ্ট সহস্রবার জপ করিবে। সপ্তদিবস এইরূপ জপ করিয়া সপ্ত দিবসান্তে যত্ন পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রতিপ্রিয়া যক্ষিণী আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া দিব্য রসায়ন ভোজ্যদ্রব্য, পঞ্চবিংশতি স্বর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া সকল প্রকার আশা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।

পদ্মিনী আরাধনা

স্বগৃহে বা শিবস্থানে মণ্ডলং চন্দনাত্মকং।
কৃত্বা গুগ্‌গুলু ধূপঞ্চ দত্ত্বাভার্চ্চ্য বিধানতঃ॥
জপেদষ্টসহস্রন্তু মাসমেকং নিরন্তরং।
পৌর্ণমাস্যাং সমভার্চ্চ্য যথাবিভবতো নিশিঃ॥
প্রজপেদ্ধরাত্রে তু সমাগচ্ছতি পদ্মিনী।
সর্ব্বাশাঃ পূরয়েত্তেষা ভবতি কামিতা।
রসং রসায়নদ্রব্যং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি॥

স্বগৃহে কিম্বা শিবালয়ে গমন করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ বিধানক্রমে পদ্মিনী দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং একমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত পদ্মিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে আপনার বিভবানুসারে পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পদ্মিনী দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ অভিলষিত রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করেন।

মহামূর্ত্তি যক্ষিণী আরাধনা

অশোকবৃক্ষমাগত্য মৎস্যমাংসং প্রদাপয়েৎ।
ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং॥

মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা প্রাগ্বজ্জপেন্নিশি।
অর্দ্ধরাত্রে সমায়তি জননী ভগিনী বধূঃ॥
স্বেচ্ছয়া জননী ভূত্বা ভোজ্যং যচ্ছতি বাসসী।
ভগিনী চেত্তদা কাম্যং ভোজ্যালঙ্কারমা দিকং॥
সহস্রযোজনাদ্দিব্যাং স্ত্রিয়মানীয় যচ্ছতি।
ভার্য্যা চেৎ পূরয়ত্যাসা রসঞ্চৈব রসায়নং।
দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা॥

অশোকবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া মৎস্য-মাংস প্রদান করিবে এবং গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করতঃ পূর্ব্বোক্ত মহানটী যক্ষিণীর মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিবে। একমাস এই প্রকার জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজা পূর্ব্বক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। সাধকের জননী হইলে ভোজ্য দ্রব্য ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন। ভগিনী হইলে অভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া সহস্র যোজন হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া দিয়া থাকেন। ভার্য্যা হইলে সকল প্রকার আশা পূরণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য ও অষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা প্রতিদিন দিয়া থাকেন।

অনুরাগিণী যক্ষিণী আরাধনা

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য যক্ষিণীং ভূর্জ্জপত্রকে।
প্রতিপত্তিথিমারভ্য প্রত্যহং পরিপূজয়েৎ॥
ধূপাদৈঃ প্রজপেদষ্টসহস্রমনুরাগিনীং।
পৌর্ণ-মাস্যাং পুনারাত্রৌ ঘৃতদীপং প্রকল্পয়েৎ॥
পূজয়েদগন্ধপুষ্পাদৈঃ সকলাং প্রজপেন্নিশাং।
প্রভাতেহসৌ সমায়তি ভার্য্যা ভবতি কামিতা॥
মুদ্রাসহস্রং ভোজ্যঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং।
প্রযচ্ছতি চ বস্ত্রাণি জীবেদ্বর্ষসহস্রকং।
যদি কালমতিক্রামে ন গচ্ছতি ন সিদ্ধতি।
বিষং ক্রোধাস্ত্রযুক্ প্রোক্তা মুকী যক্ষিণ্যতঃপরং

ভূতেশীং সাদরং যুগ্মং দ্বয়ং ক্রোধাস্ত্রসংযুতং।
ক্রোধেনানেন চাক্রম্য জপেদষ্টসহস্রকং।
তথাকৃতে সমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি।
যদি নায়াতি ম্রিয়তে অক্ষিমূর্দ্ধ্নি স্ফুটতাপি।
রৌরবে নরকে ঘোরে পাতয়েৎ ক্রোধভূপতিঃ॥

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা যক্ষিণীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ধূপ-দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে অষ্ট সহস্র অনুরাগিণী মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহই পূজা ও জপ করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে ঘৃত প্রদীপ দিবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানাপ্রকার উপকরণ দ্বারা পূজা করিয়া সমস্ত রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে।

এইরূপ করিলে প্রভাত সময়ে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতঃপর, সাধককে সহস্র মুদ্রা, নানা রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন। এই দেবতা সিদ্ধি হইলে সাধক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে।

যদি উক্ত প্রকার সাধনা করিলে যথাসময়ে দেবী আগমন না করেন, তবে আগমন কাল অতীত হইলে "ওঁ হুঁ ফট্ ফট্ অমুক যক্ষিণী হ্রীঁ যঃ যঃ হুঁ হুঁ" এই মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী আগমন করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করেন। ইহাতেও যক্ষিণী আগমন না করিলে চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ক্রোধভূপতি তাহাকে ঘোরতর নরকে পতিত করেন।

যক্ষিণী সাধন ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা

মুষ্টিমন্যোঽন্যমাস্থায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ভুভে।
প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তর্জ্জন্যৌ কার্য্যৌ তারঙ্কুশাকৃতি।
ইয়ং ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণ ক্ষমা।

অনন্তর যক্ষিণী মুদ্রা কথিত হইতেছে। উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা। এই মুদ্রা দ্বারা ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

মুদ্রান্তর

পাণৌ সমৌ বিধায়াথ বিপরীতমধ্যমাদ্বয়ম্।
কৃত্বা তীর্য্যগনামান্তে বাহ্যতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তর্জ্জন্যাভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভসংস্থিতা।
জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেনাহ্বয়েদ্ যক্ষিণীং সর্ব্বাং হি মুদ্রয়া॥

যক্ষিণীর মুদ্রান্তর কথিত হইতেছে। হস্তদ্বয় সমান করিয়া বিপরীত মধ্যমাদ্বয় তীর্য্যকভাবে অনামিকার প্রান্তে স্থাপন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনী দ্বারা আকৃষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে হস্তগর্ভে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা আহ্বান করিবে।

যক্ষিণী আবাহন ও বিসর্জ্জন মন্ত্র

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য বীজং প্রাথমিকং ততঃ।
আভাষ্য তামসীং গচ্ছ সংযুক্তাং দ্বিঃ সমুদ্ধরেৎ।
যক্ষিণ্যগ্নিপ্রিয়ান্তোঽয়ং যক্ষিণ্যাহ্বানকৃন্মনুঃ।
আহ্বানমুদ্রয়া বামাঙ্গুষ্ঠেনাপি বিসর্জ্জয়েৎ॥
যক্ষিণীমনুমানেন বক্ষ্যমানেন পূজিতা।
প্রালেয়ং রৌদ্রীয়ং বীলং গচ্ছদ্বয় সমন্বিতং।
অমুকযক্ষিণ্যুদ্ধৃত্য পুনরাগমনায় চ।
দ্বিঠান্তমুদ্ধরেন্মন্ত্রং যক্ষিণীনাং বিসর্জ্জয়েৎ॥

"ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছাগচ্ছ অমুক যক্ষিণি স্বাহা" এই মন্ত্রে যক্ষিণীর আবাহন করিবে। আবাহন মুদ্রা কিম্বা বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "ওঁ হ্রীঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুক যক্ষিণি পুনরাগমনায় স্বাহা" এই মন্ত্রে যক্ষিণীকে বিসর্জ্জন করিবে।

সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শন

কৃত্বান্যোঽন্যমুভে মুষ্টি প্রসার্য্য মধ্যমাদ্বয়ং।
সম্মুখীকরণীমুদ্রা যক্ষিণীনাং প্রদর্শয়েৎ॥
বিষং মহাযক্ষিণীতি উদ্ধরেন্মৈথুনপ্রিয়ে।
বহ্নিজায়াং তথোক্তোঽয়ং সম্মুখীকরণো মনুঃ॥

উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিবে। ইহার সম্মুখীকরণী মুদ্রা যক্ষিণীর আবাহন করিয়া এই সম্মুখীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

"ওঁ মহাযক্ষিনি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা।"

সম্মুখীকরণে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

অন্যোহন্যমুষ্টিমাস্থায় প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তুভে।
কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা।
বিষং কামপদাদ্ যোগেশ্বরী স্বাহেতি সংযুতা॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা।

"ওঁ কামভোগেশ্বরি স্বাহা।"

এই মন্ত্র সান্নিধ্যকরণে প্রশস্ত।

কৃত্বা মুষ্টিং ততোহন্যোহন্যং সাধকানাং হৃদি ন্যসেৎ।
বক্ষ্যমানেন মনুনা মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মনি।
বিষং বীজং সমুদ্ধৃত্য ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মকং।
সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা নাদবিন্দুসমন্বিতং।
হৃদয়ায় শিরোন্তেহয়ং হৃদি সং স্থাপয়েন্মনুং॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া "ওঁ ক্ষ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঐ মুষ্টিদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। যক্ষিণীর এই মন্ত্র ও মুদ্রা ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে।

কৃত্বা মুষ্টিং ততোহন্যোহন্যং তর্জ্জনীমপি মধ্যমাং।
প্রসার্য্য প্রমুখী বেদ্যা মুদ্রা মন্ত্রসমন্বিতা॥
বিষং সর্ব্বমনোহারিণীং দ্বিঠান্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চোপচার মুদ্রয়া মনুরেষ উদাহৃতঃ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীকে প্রসারিবে। ইহার নাম প্রমুখী মুদ্রা। এই মুদ্রা দ্বারা "ওঁ সর্ব্বমনোহারিণি স্বাহা" এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে।

গুটিকা সাধন

এই কার্য্য করিতে হইলে, অমাবস্যাতিথিপ্রাপ্ত শনি কিংবা মঙ্গলবারে এক ভরি পরিমাণ একটি অষ্ট ধাতুর গুটিকা প্রস্তুত করাইতে হয়; অতঃপর ঐ দিবস

নিশাকালে যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক গুরুদত্ত মূলমন্ত্রে পঞ্চমকারোপহারে ভক্তি করিয়া মহাষোড়শী দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং পূজা শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হয়।

মন্ত্রঃ—শ্রী হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ ক এ ঈল হ্রীঁ হ সকল হ্রীঁ সকল হ্রীঁ সৌঃ ঐঁ ক্লী শ্রীঁ হ্রীঁ।

এই প্রকার জপ উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যহ নিশাকালে শয্যাপোরি বসিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হয়। এইরূপ করিলে গুটিকা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ গুটিকা মুখ মধ্যে বা হস্তে ধারণ করিলে, শূন্যপথে অক্লেশে যাতায়াত করা যায়।

প্রেত সাধন

যে ব্যক্তি শনি অথবা মঙ্গলবার নিশীথকালে শ্মশান মধ্যে গমন করতঃ উলঙ্গ হইয়া চিতাভস্মের তিলক ধারণ করে এবং শ্মশান শূলের তটে আসীন হইয়া ভৈরবী মন্ত্র এক সহস্র অষ্টোত্তরবার জপ করে, সে প্রেত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভৈরবী মন্ত্র

মন্ত্রঃ—স্হৈঁ হ স ক্ল বী স্হৌঁ।

উপরোল্লিখিত মন্ত্র জপ করিতে হয়, জপকালীন সাধকের চক্ষে নানারূপ ভীতি যথা,—ভূত, প্রেত দৃষ্ট হয় এবং তাহারা অস্থিকঙ্কালাদি নানা দ্রব্য সাধকের চতুর্দ্দিকে ফেলিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধককে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া সাধনা করিতে হইবে, নচেৎ বিপদ অবসম্ভাবী। ভয় না করিয়া একাগ্রচিত্তে জপ কার্য্য সমাধা করিলে ভৈরবী সাক্ষাৎকার হইয়া সাধককে চারিটি প্রেত প্রদান করেন, সাধক তাহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত করিয়া লইতে পারেন; তবে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক; ভয় পাইয়া মন্ত্রের অক্ষর ভুল করিলে সাধকের মৃত্যু অনিবার্য্য।

মন্ত্রঃ—জং ঠং স এ ঈল্লু জং ঠং।

উপরোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা প্রেতকে আহ্বান করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই মন্ত্রটী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা আবশ্যক।

দশম অধ্যায়

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা

মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সমাযতঃ।
লিঙ্গমঙ্কোলবৃক্ষয়ঃ স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ।
নবং ঘটঞ্চ তত্রৈব পূজয়েল্লিঙ্গনিধৌ।
বৃক্ষং লিঙ্গং ঘটঞ্চৈব সূত্রে শৈকেন বেষ্টয়েৎ।
চতুর্ভিঃ সাধকৈর্নিত্যং প্রণিপত্য ক্রমেণ তু।
এবং দ্বিত্রীণি যঃ কুর্য্যাদঘোরেণ সমর্চ্চয়েৎ।
পুষ্পাদিফল পাকান্তং সাধনং কারয়েদ্বুধঃ।
ফলানি পক্কান্যাদায় পূর্ব্বোক্তং পূরয়েদ্ঘটম্।
তদদ্ঘটং পূজয়েন্নিত্যং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
শুষ্ঠুবর্জ্জং ততঃ কুর্য্যাদ্বাজিনিং ঘর্ষয়েন্মুখম্।
তন্মুখের্বৃহংণং বস্তুং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রলেপয়েৎ
বিস্তীর্ণ মুখভাগান্তঃ কুম্ভকারকরেদ্ধৃতাম্।
মৃত্তিকাং লেপয়েত্তত্র তানি বীজানি রোপয়েৎ।
কুণ্ডলস্থ কারযোগেন যন্ত্রাধূর্দ্ধমুখের্নরৈঃ।
শুষ্কং তত্তাম্রপাত্রোর্দ্ধং ভাণ্ডে দেয় ময়োমুখম্।
আতপে ধারয়েত্তৈলং গ্রাহবেত্তঞ্চ রক্ষয়েৎ।
মাসার্দ্ধঞ্চৈব তত্তৈলং মাসার্দ্ধং তিলতৈলকম্।
নস্যং দেয়ং মৃতস্যৈতং সমাকৃষ্য হি তেন তু।
তৎকৃত্বা জীব্যতে সত্যং গতেনাপি যমালয়ম্।
রোগাপমত্যুসর্পাদিমৃতে জীবিত হি স্বয়ম॥

অঘোর মন্ত্র

ওঁ অঘোরেভ্যো ঘোরেভ্যো ঘোরঘোর রস্তভেভ্যাঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব-সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রূদ্ররূপেভ্যঃ।

সংক্ষেপে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে যথা,—একটী অঙ্কোল বৃক্ষের মূলোপরি শিবলিঙ্গ স্থাপন করতঃ অর্চ্চনা করিবে এবং লিঙ্গ সন্নিকট যথা স্থানে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক সূত্র দ্বারা বৃক্ষ, ঘট ও শিবলিঙ্গ পরিবেষ্টিত করিবে। এই কার্য্য করিতে হইলে চারিজন ব্যক্তিকে আবশ্যক। তাহারা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করতঃ অঘোর মন্ত্রে লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। বৃক্ষের ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাহা ঘটে স্থাপন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রতিদিম অর্চ্চনা করা আবশ্যক। ইহার পর একটী ঘোটকের মস্তক আনিয়া মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করিবে। সাবধান! যেন ওষ্ঠ ঘর্ষিত না হয়। এই প্রকার ঘর্ষণ দ্বারা ঘোটক মুখ হইতে এক প্রকার চি-হি-হি ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, তখন কিঞ্চিৎ কুম্ভকারের মৃত্তিকা আনিয়া ঐ ঘোটক মুণ্ডে লেপ প্রদান করিবে। ঐ লেপোপরি অঙ্কোল বীজ রোপণ করিয়া, একটি তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা রৌদ্রে স্থাপন করার জন্য এক প্রকার তৈলের ন্যায় পদার্থ নিঃসৃত হইবে। ঐ পদার্থ অর্দ্ধমাষা পরিমাণ মৃত ব্যক্তির নাকে নস্য প্রদান করিলে, মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হয়। অপঘাত বা সর্পদংষ্ট্র মৃত ব্যক্তিকে ইহার দ্বারা জীবন দান করা আবশ্যক।

সুখ প্রসব মন্ত্র

"ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।"

"ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তাঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ এহ্যেহি মারিচ স্বাহা।"
এতদন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ম্‌।
তত্তৎ সুখপ্রসবো ভবতি॥

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে দুইটী মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার যে কোন একটির জল অভিমন্ত্রিত করিয়া খাওয়াইলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিয়া থাকে।

চৌরভয় নিবারণ

১। ওঁ স্তম্ভকালী স্বাহা।

২। ওঁ করালিনী স্বাহা।

৩। ওঁ কপালিনী স্বাহা।

৪। ক্রোঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং চৌরান্‌ বন্ধ ঠ ঠ ঠঃ।

এষামন্যতমেন মন্ত্রেণ মৃত্তিকাং প্রজপ্য।

সপ্তবারান্ সম্মুখে প্রক্ষিপেৎ তদা সর্ব্বে চৌরাঃ পলায়ন্তে।
অযুত জপঃ সর্ব্বমেব কার্য্যস্তদা চৌরভয়ং ন ভবতি ॥

এই মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা হস্তে লইয়া পূর্ব্ব পৃষ্ঠার লিখিত চারিটি মন্ত্রের যে কোন একটি দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে এবং উক্ত মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করিয়া বাটীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে চৌর ভয় নিবারণ হয়।

অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিকরণ

"ওঁ বাং বাং বীং বীং স্বাহা।" অনেনাশ্বত্থসমিধাং লজাজ্যদধি-ক্ষরযুক্তানাং সহস্রৈকং হুনেন তদা বৃষ্টিকালে মহাবৃষ্টির্ভবতি ॥

উপরোল্লিখিত মন্ত্রে মধু, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ সংমিশ্রিত অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা এক সহস্র সংখ্যক জপ করিলে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

সুরাসুর দর্শন

"হ্রীং স্বাহা।" অনেন যথাবিধি জপেৎ। নরকপালে তৈলেন বর্ত্তিকাং কৃত্বা দীপং প্রজ্বাল্য নরককূপে শ্মশানে বা শূণ্যালয়ে বা কজ্জলং পাতয়িতব্যং তাবৎ জপেৎ যাবৎ নিরবশেষং ভবতি। অবাধানে ভূতবলি-দাতব্যং তমাদয়াঞ্জিতনয়নেন সুরাসুর দৃশ্যতে ॥

অগ্রে শ্মশানে বা নির্জ্জন গৃহে নরকপালোপরি তৈল দ্বারা বাতি জ্বালাইয়া কজ্জলপাত করিবে এবং যাবৎ না বাতি নির্ব্বাপিত হয় তাবৎ উপরোল্লিখিত মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর ভূতবলি করতঃ সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষে অঞ্জন করিলে সুরাসুর দর্শন করা যায়।

শান্তিপ্রকরণ

"ওঁ শং শাং শিং শীং শুং শূং শেং শৈং শোং শৌং শং শঃ স্বং সঃ স্বাহা।" অনেন পলাশকাষ্ঠময়ং কীলকং দ্বাদশাঙ্গুলং সহস্রাভি মন্ত্রিতং যস্য গৃহে লিখনেৎ তস্য বান্ধবসহিতস্য শান্তির্ভবতি ॥

উপরোল্লিখিত "ওঁ শং শাং" ইত্যাদি মন্ত্রে একটি দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমাণ পলাশ কাষ্ঠের কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবসহ শান্তিতে বাস করে।

জ্বরশান্তি মন্ত্রঃ

"ওঁ নমশ্চতুর্ব্বক্ত্রপানয়ে যক্ষসেনাপতয়ে ওঁ জ্বর শৃণু শৃণু ছর্দ্দ ছর্দ্দ গ্রীবাঃ মুঞ্চ মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ কটীং মুঞ্চ মুঞ্চ ঊরো মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ মুঞ্চ পাদৌ মুঞ্চ মুঞ্চ সর্ব্বগাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ষট্ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় নাশয় স্বাহা।" ইতি কুমারী কল্পিতসূত্রেণ সংবেষ্টা পত্রিকাং লেখয়িত্বা জ্বরিণঃ শিরসি বন্ধয়েৎ। সুস্থো ভবতি।

যাহার জর হইয়াছে, তাহাকে আরাম করিতে হইলে একটী ভূর্জ্জপত্রে মনের লিখিত "ওঁ নমশ্চতুর্ব্বক্ত্র পানয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া তাহা কুমারীনির্ম্মিত সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক রোগীর মস্তকে বন্ধন করিয়া দিবে। এই প্রকার করিলে নিঃসন্দেহে রোগী সুস্থ হইয়া থাকে।

সর্ব্ব আপদ দূরীকরণ

"ওঁ হং হাং হিং হীং হুং হূং হেং হৈং হোং হৌং হং হঃ ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষূং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষং ক্ষঃ হং সঃ হং।" অনেন সর্ব্বদুষ্ট চরিতেন সম্প্রণশ্যতি। স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমং বিষমেব চ। ভূত-প্রেতপিশাচশ্চ রাক্ষসা দুষ্টচেতসঃ। নরাশ্চ ব্যাঘ্রসিংহাদ্যো ভল্লুকা জম্বুকাস্তথা। নাগা গজা হয়াশ্চৈব সর্ব্বে পশব এব চ। নশ্যন্তি স্মৃতিমাত্রেণ তে কোচিৎ ভূতবিগ্রহাঃ। সর্ব্বে তে প্রলয়ং যান্তি মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥

যে ব্যক্তি উপরে লিখিত মন্ত্র স্মরণ বা জপ করে, তাহার সকল আপদ দূরীভূত হয়। ইহার দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম বিষাদি বিনষ্ট হয়। ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দুষ্টব্যক্তি, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, জম্বুক, নাগ, গজ ও অশ্ব তাহার অনিষ্ট না করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করে।

পরিশিষ্ট

শৃগালের শব্দজ্ঞান

অমাবস্যা দিনে ফেরু একঘাতঃ প্রহারিণঃ।
গতপ্রাণোঽথ সংস্থাপ্য ভূতলে দর্ভসঞ্চয়ে।
তমারুহ্য মহেশানি পূজয়েৎ ফেরুকং সুধীঃ।
চতুর্ভুজাং বিশালাস্যাং বিবস্ত্রামুন্নতস্তনীম্।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশং পদ্মং শঙ্খং গদামসিম্।
বিভ্রতীঃ মুক্তকেশীঞ্চ সর্ব্বভীতিহরাং পরাম্।
ইতি ধ্যাত্বা প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পৈর্মনোরমৈঃ।
সমিষৈঃ সুরমশ্চৈব নৈবেদ্যৈশ্চ মনোরমৈঃ।
পুজয়িত্বা বরারোহে জপেৎ প্রণবসংপুটাম্।
কালী মায়া তথা কালী বহ্নিকান্তাবধিপ্রিয়ে ঃ
প্রজপেদর্দ্ধরাত্রৌ চ লক্ষমাণং শুচিঃ পুমান্।
ফেরুঃ স জীবতি ততো দিব্যং রুৎপদ্যতে তদা।
বরং বরয় ভো বৎস যত্ত্বে মনসি বর্ত্ততে।
ততঃ স সাধকোশ্রেষ্ঠো বদেদেবং মনোরমে।
বশীভূত্বা সহস্রাব্দান্ ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা।
এবং প্রার্থ্য বরং দেবি পুজয়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
ততঃ স তিষ্ঠতি সদা যাবদায়ু ন সংশয়ঃ।
যদ্‌যৎ সম্প্রার্থয়ন্মন্ত্রী সর্ব্বমানীয় যচ্ছতি।
সহস্রং বা শতং ব্যাপি ধনং দদ্যাদ্দিনে দিনে॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ক্রীং হ্রীং ক্রীং স্বাহা ও।

অমাবস্যার দিন এক আঘাতে একটি শৃগালকে মারিতে হইবে এবং ভূতলে মৃত্তিকোপরি কুশ বিছাইয়া তদুপরি তাহাকে স্থাপন পূর্ব্বক সাধক তাহাকে আসন করিয়া বসিবেন ; অনন্তর ফেরুর পূজা করা আবশ্যক। পূজা অন্তে ধ্যান যথা,—দেবীর চারিটি ভূজ, মুখ বিশাল, বিবস্ত্রা, স্তন উন্নত ও বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সম এবং হস্ত

চারিটিতে পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও অসি এইরূপ কাল্পনিক মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। ইনি আলুলায়িতকুন্তলা এবং সাধকের সর্ব্বভীতিহরা।

এই প্রকার ধ্যান অন্তে অতীব যত্ন ও ভক্তির সহিত মনোরম গন্ধপুষ্প, সুরস সামিষ ও মনোরম নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হইবে। পূজা অন্তে অর্দ্ধরাত্র সময়ে উপরোল্লিখিত মন্ত্র একলক্ষ জপ করা আবশ্যক। মন্ত্র প্রভাবে শৃগাল জীবিত হইয়া সাধককে কহিবে—বৎস! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা অবিলম্বে আমায় বল, আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব? তখন সাধকের বলা আবশ্যক যে, আপনি নিজ গুণে দয়া করিয়া আমায় সহস্র বৎসর প্রতিপালন করুন। শৃগাল তখন তাঁহাকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে এবং তাঁহার যাহা অভাব তাহা পূরণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। এমন কি প্রত্যহ শত অথবা সহস্র সংখ্যক অর্থ প্রদান করিয়াও থাকে।

মার্জ্জারের শব্দজ্ঞান

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মার্জ্জার শব্দমুত্তমম্।
পৌষে বা শ্রাবণে বাপি হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন বিকটাক্ষাং মহোৎকটাম্॥
তারং মায়াং কঙ্কটাঞ্চ চতুর্থ্যন্তামুদীরয়েৎ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা জপেত্তামযুতত্রয়ং॥
এবং সপ্তদিনং রাত্রৌ শ্মশানে সাধকোত্তমং।
কুর্য্যাৎ সিদ্ধোহয়ং মার্জ্জারশব্দং বুধ্যতি নান্যথা।
অতিতানাগতাং বার্ত্তা সুব্রতে পরমেশ্বরি॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং কঙ্কটায়ৈ স্বাহা।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশানি! তোমায় আমি যাহা বলিতেছি, তাহা স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। যদি কোন সাধক পৌষ বা শ্রাবণ মাসে হবিষ্যান্ন আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা মহোৎকটা বিকটনয়না কঙ্কটকে ভক্তিপূর্ব্বক উল্লিখিত মন্ত্রে পূজা এবং উক্ত মন্ত্র ত্রিশ সহস্র সংখ্যায় সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত জপ করেন, তাহা হইলে তিনি মার্জ্জারের শব্দ বুঝিতে এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ বার্ত্তা বলিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত ক্রিয়াই শ্মশানে করা আবশ্যক।

ছাগলের শব্দজ্ঞান

কেবলং ছাগদুগ্ধেন পরমান্নন্তু পাচয়েৎ।
তদেব ভক্ষয়েদ্দেবি জপেদেনামনন্যধীঃ॥
জপেচ্চ কোঙ্কনাং বিদ্যাং সপ্তাযুতমতন্দ্রিতঃ।
তৎপ্রসাদান্মহেশানি ছাগানাং শব্দ বদ্ভবেৎ॥

মন্ত্রঃ—বং বং ক্লীং ক্লীং স্বাহা।

যে সাধক এক মাত্র ছাগ দুগ্ধ দ্বারা পরমান্ন প্রস্তুত করতঃ আহার ও অনন্য-সংসক্ত চিত্তে উল্লিখিত মন্ত্র সপ্ত অযুত সংখ্যক জপ করেন, তাঁহার ছাগলের শব্দ জ্ঞান জন্মায়।

কুক্কুরের শব্দজ্ঞান

নিম্বমূলং সমাসাদ্য পূজয়েদ্ ভোজনেঽসতাং।
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বলিভিঃ পরমোত্তমৈঃ।
পূজয়িত্বা নিশাভাগে জপেদষ্টাযুতং বুধঃ।
স্কিং ফিং কালীবহ্নিকান্তা বিদ্যেয়ং পরমোত্তমা॥
ততঃ সিদ্ধো মহেশানি সর্ব্বং কুক্কুরভাষিতম্।
বুদ্ধে দেবি তদা সাধ্ব তদর্থঞ্চ যথাযথম্॥

মন্ত্রঃ—স্ফিং স্ফিং স্বাহা।

যদি কোন ব্যক্তি নিম্ববৃক্ষমূলে গমন করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পরমোত্তম বলি প্রভৃতি উপহার প্রদান পূর্ব্বক নিশাকালে কালিকা দেবীর পূজা করেন এবং উল্লিখিত মন্ত্র অযুত অষ্টবার জপ করেন, তাহা হইলে তিনি কুকুরের শব্দ বুঝিতে পারিবেন।

সারসের শব্দজ্ঞান

ধরাবীজং সমুদ্ধৃত্য ভৈ ভৈ বীজং সমুদ্ধরেৎ।
এতন্মন্ত্রঃ মহেশানি সপ্তাযুতমতন্দ্রিতঃ।
জপেৎ কলসমধ্যে তু হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

ততঃ সিধ্যতি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সারসানাং রবং বুদ্ধা সর্ব্বজ্ঞো জায়তে নরঃ॥

মন্ত্রঃ—বং ভৈং ভৈং।

যদি কোন সাধক সারসের রব বুঝিতে ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হবিষ্যান্ন আহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পদ্মবন মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত ভাবে উল্লিখিত মন্ত্র সত্তর হাজার জপ করা আবশ্যক। ইহাতে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

পারাবতের শব্দজ্ঞান

ফেং কারং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হুঁকারদ্বয়মুদ্ধরেৎ।
সাহান্তকথিতা বিদ্যা জপেদযুতামানতঃ।
শাল্মলীমূলমাসাদ্য পূজয়েৎ সিদ্ধিকালিকাং।
ততঃ সিধ্যতি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
কপোতস্য রবং দেবি স বুধ্যতি ন সংশয়ঃ॥

মন্ত্রঃ—ফেং হুং হুং স্বাহা।

কপোতের শব্দ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, শিমূল বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করতঃ কালিকা দেবীর পূজা করা আবশ্যক। ভক্তিপূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মোরগের শব্দজ্ঞান

কং কং কারং সমুচ্চার্য্য কূর্চ্চবীজমথোদ্ধরেৎ।
জপেদষ্টাযুতাং দেবি কালিকাঞ্চ প্রপূজয়েৎ।
মদ্যৈর্ম্মাংসৈর্লতাগেহে সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
সিদ্ধে মন্ত্রে তথা মন্ত্রী ভবেদ্‌ভূমিপুরন্দরঃ।
শব্দং বুধ্যতি তেষাং বৈ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্।
যাবত্তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ঠা তস্য মূর্দ্ধি বরাননে।
কবিত্বং কুরুতে তাবৎ বাদিনং জয়তি ধ্রুবম্॥

মন্ত্রঃ—কং কং হুং হুং।

যদি কোন সাধক কুক্কুটের শব্দ বুঝিতে এবং মর্ত্তলোকে ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উল্লিখিত মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করিয়া মদ্যমাংসাদি উপচারের সহিত লতাগৃহে কালিকা দেবীর পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। অধিকন্তু ঐ সাধক যাবৎ কুক্কুটের বিষ্ঠা মস্তকোপরি ধারণ করিবেন, তাবৎ কবি এবং প্রতিবাদিগণকে জয় করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা মহাদেবের বাক্য, কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

কাকের শব্দজ্ঞান

কাকপুচ্ছ মহেশানি মূর্দ্ধি সংধার্য্য যত্নতঃ।
কালীবীজং তথা কাকালী মন্ত্রোহয়মুত্তমঃ॥
চিতায়াং ষট্ সহস্রাণি হোম পূজা বিবর্জ্জিতং।
জপেনিশীথে দেবেশি ততঃ সিদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি সার্ব্বজ্ঞং তস্য জায়তে
কাকশব্দ প্রবোধেন সর্ব্বং বক্তি যথাতথম্।
চিরজীবী ভবেন্মর্ত্ত্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ কা কা।

যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, সর্ব্বজ্ঞ এবং কাকের শব্দ বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অর্দ্ধ রাত্রিতে মস্তকে কাকপুচ্ছ ধারণ করতঃ শ্মশানে বসিয়া উপরোক্ত মন্ত্র ছয় হাজারবার জপ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই মন্ত্র ভক্তি-পূর্ব্বক জপ করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা মহাদেবের বাক্য, কদাচ মিথ্যা হইবার নহে।

কৃকলাস সিদ্ধি

শ্রীনীলাবাম্যুবাচ

ইদানীং কৃকলাসোহপি পশুরূপধরোহব্যয়ঃ।
পশুবাক্য প্রবোধায় উপায়ং বদ শঙ্কর॥

ঈশ্বর উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি পশুবাক্য প্রবোধনম্।
আদৌ তু কথয়িষ্যামি পশ্চাৎ সাধনমুত্তমম্॥

কার্ত্তিকে ফাল্গুনেমাসি তৃতীয়ায়াং মহানিশি।
একাকী নির্ভয়ো গত্বা চিতায়াং বরবর্ণিনি॥
শুদ্ধাসনং সমাসাদ্য দেবী ধ্যাত্বা তু চর্চ্চিকাম্।
শুক্লকণ্ঠিমুগ্ররাবাং শ্বনাং ঘোরতরেক্ষণাম্॥
যুবতীং দ্বিভূজাং তালজঙ্ঘাং মুক্তকচাং ভজে।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন জপেন্মন্ত্র মনন্যধীঃ॥
তারং মায়াং তথা চর্চ্চিচর্চ্চিকে কৃক্লাসকম্।
বোধয় দ্বিতয়ং বহ্নিকান্তা মন্ত্রঃ পরাৎপরঃ॥
এবং সহস্রং প্রজপেত ততঃ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৃক্লাসরবং জ্ঞাত্বা সাধকো গতশোকভাক্॥
তৎপ্রসাদান্মহেশানি সাফল্যং তস্য জায়তে।
স ব্রূতে সকলাং বার্ত্তাং সাধকায় যদা তদা॥
রাজানাং বশয়েৎ ক্ষিপ্রং কামিনীঞ্চ ন সংশয়ঃ॥

মন্ত্রঃ - - ওঁ হ্রীঁ চর্চ্চিচর্চ্চিকে কৃক্লাসকং বোধয় বোধয় স্বাহা।

শ্রীনীল সরস্বতী কহিলেন --শঙ্কর! অধুনা কৃকলাস পশুরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব কিরূপে পশুর বাক্য বুঝা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট যথাযথরূপে বর্ণনা করুন।

মহাদেব বলিলেন—দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম কথা, অতএব এই স্থলে আমি পশু সাধনা বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা মন দিয়া শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক অথবা ফাল্গুন মাসের তৃতীয়া তিথিতে ঊর্দ্ধরাত্রে একাকী নির্ভয় চিত্তে চিতার উপর শুদ্ধাসনে বসিয়া "শুক্ল কণ্ঠি" ইত্যাদি মূলের লিখিত বিষয় ধ্যান করিবে এবং চর্চ্চিকা দেবীকে শুক্লকণ্ঠা, ভয়ঙ্কর শব্দা, ভীষণ নেত্রা, যুবতী, দ্বিভুজা ও তাল বৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘা বিশিষ্টা এবং এলোকেশা এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া, অতীব যত্নের সহিত একাগ্রচিত্তে উল্লিখিত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে তিনি কৃক্লাসের শব্দ বুঝিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলে, সাধকের সকল কষ্ট বিমোচন হইয়া থাকে; অধিকন্তু তিনি সকল প্রকার সংবাদ বলিতে সক্ষম হন এবং তাঁর নিকট স্ত্রী ও রাজাগণ বশীভূত থাকে।

অগ্নি নির্ব্বাণ

মন্ত্রঃ—নমঃ জ্বালাজিহ্বা জ্বালামুখি অগ্নিকায়ে নমঃ নমঃ
উন্মত্ত ভৈরবপ্রিয়ে ত্বং নমামি সুরেশ্বরী।

যদি কোন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্নি প্রতি এক লক্ষ্যে চাহিয়া যদি উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা জলে তর্পণ করা যায়, তাহা হইলে সেই অগ্নিতে দগ্ধ গৃহ ব্যতীত পার্শ্বস্থ অন্য গৃহাদি দগ্ধ হয় না।

স্বপ্নদোষ শান্তি

মন্ত্র—ওঁ সিদ্ধি ওঁ হ্রী হ্রাং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

যদি কোন স্বপ্নদোষগ্রস্ত ব্যক্তি একগাছি রেশমের ঘুনসি লইয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গ্রন্থি প্রদান করতঃ কোমরে ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার উক্ত রোগ আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু প্রতিবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক একটি গ্রন্থি, এই হিসাবে সাতটী গ্রন্থি দেওয়া আবশ্যক।

স্তন বর্দ্ধন

মাতঙ্গ কৃষ্ণাময় বাজীগন্ধী বচাযুতাঃ পর্য্যুষিতাম্বুমিশ্রাঃ।
হয়ারিপত্নী নবনীতযোগাঃ কুর্ব্বন্তি পীনং কুচকুম্ভযুগ্মম্॥

গজপিপ্পলী, কৃষ্ণকুড়, অশ্বগন্ধা ও বচ এই সমস্ত দ্রব্য পর্য্যুষিত জলের সহিত গাঢ়ভাবে পেষণ করতঃ নবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনে প্রলেপ প্রদান করিলে শুষ্ক স্তন স্থূল হয়, তবে ইহা কিছু দিন ধরিয়া করা আবশ্যক।

তৈলং বচাদাড়িম্বকল্কসিদ্ধং সিদ্ধার্থজং লেপনতো নিতান্তম্।
নারীকুচৌ চারুতরৌ চ পীণৌ কুর্য্যাদসৌ যোগবরঃ প্রদিষ্টঃ॥

বচ এবং দাড়িম্ব কল্কের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করতঃ স্তনে প্রলেপ প্রদান করিলে, তাহা দেখিতে সুশ্রী এবং স্থূল হইয়া থাকে।

শ্রীপর্ণিকায়া রসকল্ক সিদ্ধং তিলোদ্ভবং তৈলবরং প্রদিষ্টং।
তুলেন বক্ষোজযুগে প্রদেয়ং প্রয়াতি বৃদ্ধিং পতিতোপি নার্য্যাঃ॥

যে স্তন প্রায় পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গাম্ভারীর রস সহ তিল তৈল

পাক করতঃ তুলাসংযোগে স্তনদ্বয়ের উপর দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে স্তন উত্থিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মৃত্যুকাল নির্ণয়

পার্ব্বত্যুবাচ

মৃত্যুকালজ্ঞানং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
কৃপয়া বেদ মে নাথ ত্বদধীনাস্মি সর্ব্বথা॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেব! অধুনা কিরূপে মৃত্যুকাল অবগত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব হে নাথ! আমাকে আপনার সর্ব্বথা অধীন জানিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিতে তৎপর হউন।

মহাদেবোবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মৃত্যুকালবিনির্ণিয়ম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! সাধারণের নিকট যাহা অবর্ণনীয়, সেই জীবের মৃত্যুকাল নির্ণয় তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি; তুমি ইহা সর্ব্বদা তাহা যত্নের সহিত গোপন রাখিবে।

দাতব্যং গুরুভক্তায় ন দদ্যাদ্দুষ্টমানসে।
দত্তে দেবি মহেশানি সিদ্ধিং ন লভতে ক্বচিৎ॥

হে মহেশানি! যে ব্যক্তি অতীব গুরুভক্ত তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে; দুষ্টজনকে ইহা দেওয়া কদাচ উচিত নহে, কেননা তাহার দ্বারা এই কার্য্য কখনও সিদ্ধ হয় না।

(ন দৃষ্টা নাসিকা যেন নেত্রভ্রমরদৃষ্টকম্।
ষন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি পাতি পিতামহঃ॥)

যদি কোন ব্যক্তি নিজ নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। এমন কি পিতামহ ব্রহ্মা সহায় হইলেও তাহার রক্ষা নাই।

ন দৃষ্টারুন্ধতী যেন সপ্তর্ষীণাঞ্চ মধ্যতঃ।
ষন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি রক্ষামি পার্ব্বতি॥

হে পার্ব্বতী! যদি কোন ব্যক্তি সপ্তমণ্ডলের অন্তর্গত অরুন্ধতীকে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। আমি স্বয়ং মৃত্যু-পতি হইয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না।

(স্নানস্থ হৃদয়ে চৈব মৃত্যুজ্ঞানং নিরীক্ষতে।
হৃদি-শুষ্কং ভবেদযস্থ ষন্মাসস্তস্থ জীবনম্॥)

স্নান করিলেও যদি কাহারও হৃদয় শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়।

(বুদ্ধিজ্ঞানং ক্রিয়াহীনং বিপরীতস্তু জায়তে।
দ্বিমাসেন ভবেন্মৃত্যুং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥)

যদি কোন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও কার্য্য সকল বিপরীত ভাব দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার দুই মাসের মধ্যে মৃত্যু জানিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

(গতিচালন পাদানাং খণ্ডিতং খণ্ডিতং পদম্।
মাসেন মৃত্যুমাপ্নোতি অথবা পক্ষমধ্যতঃ॥)

যে ব্যক্তির চলিতে চলিতে পদস্খলন এবং হঠাৎ যাহার গতি ভঙ্গ হয়, তাহার এক পক্ষ বা মাসেকের মধ্যে মৃত্যু হইবে।

(অহোরাত্রং যদেকত্র বহতে নাসামধ্যতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সংপূর্ণবৎসরত্রয়ম্॥)

যে ব্যক্তির এক দিন ও এক রাত্রি নাসিকাতে নিশ্বাস বহির্গত হয়, তাহার তিন বৎসর মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

অহোরাত্রদ্বয়ং পশ্যেৎ পিঙ্গলায়াং সদাগতিং।
তস্থ বর্ষদ্বয়ং প্রোক্তং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥

দুই দিন দুই রাত্রি যাবৎ যাহার পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস বহির্গত হয়, তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, সে নিশ্চিত দুই বৎসর মধ্যে জীবন ত্যাগ করে।

(ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুরে স্থিতঃ।
সংবৎসরং তদা আয়ুঃ প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ॥

যে ব্যক্তির তিন দিন ও তিন রাত্রি যাবৎ নাসিকাতে শ্বাস নির্গত হয়, মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই ব্যক্তি মাত্র এক বৎসরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে।

চোর ধরিবার মন্ত্র

তেত্রিশ কোটী দেবতা যবে সমুদ্র মন্থিল।
দেব দৈত্যাদির তখন বিবাদ বাধিল॥
দৈত্যগণ সকলেতে অমৃত যে চায়।
দেবগণ ভাবে মনে কি করি উপায়॥
কেহ চায় অমৃত কেহ চায় ধন।
কেহ চায় ঐরাবত গজের প্রধান॥
কেহ চায় লক্ষ্মী কেহ চায় হয়।
কৌস্তুভমণি ল'য়ে কেহ বিবাদ বাধায়॥
হেরি তাহা নারায়ণ ভাবি নিজ মনে।
মোহিনী মূরতি ধরি আসেন সেখানে॥
অপরূপ মূর্ত্তি তাঁর হেরি দৈত্যগণ।
কামে অচেতন সবে হইল তখন॥
রাহু আসি চুরি করি অমৃত খাইল।
দূরে থাকি নারায়ণ দেখিতে পাইল॥
অতি ত্বরা করি তবে দেব নারায়ণ।
সেই সে রাহুর মস্তক কাটেন তখন॥
সুদর্শন চক্রে তার মাথা কাটা গেল।
কাটা মুণ্ড ল'য়ে রাহু ঘুরিতে লাগিল॥
নারায়ণ কৃপায় আমার দ্রব্য রত্ন ধন।
করিবে যে চুরি সে ঠেকিবে তখন॥
কার আজ্ঞে—শ্রীশ্রীনারায়ণের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—শ্রীশ্রীগোবিন্দের আজ্ঞে॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নকালে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে, তাহার গৃহে চোর প্রবেশ করে না। বলা বাহুল্য যে ইহা ষট্‌কর্ম্মের নিয়মানুসারে করিতে হইবে

এবং ষট্‌কর্ম্মের কার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ না করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।

ডাকাইত বারণ

মিথিলা হইতে যবে রামচন্দ্র আসে।
পথে ধরি পরশুরাম তাঁহারে যে রোষে॥
পরশু ধরিয়া সে করে যে গর্জ্জন।
বলে তব শক্তি আমি হেরিব এখন॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তুমি কর অহঙ্কার।
দেখাও কত বা শক্তি হয় হে তোমার॥
পরশুরামের বাক্যে শ্রীরাম তখন।
ল'য়ে এক গোটা বাণ ধনুকে দেন টান॥
সেই বাণ গিয়া তার স্বর্গ রুদ্ধ করে।
তবে ত পরশুরাম পড়িল ফাঁপরে॥
কার আজ্ঞে—সীতা শ্রীরামের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—লক্ষ্মণের আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন করিলে, ডাকাতের ভয় থাকে না, তবে ষট্‌কর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক এই কার্য্য করিতে হয়।

ধাতুপুষ্ট সাধন

অক্ষয় অভয় অঞ্জন কায়।
এই তিন নামে আমার অঙ্গের ধাতুর বিঘ্ন কল্লাম ক্ষয়।
কার আজ্ঞে—সিদ্ধিগুরু শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।

প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক গ্লাস করিয়া জলপান করিলে, ধাতুর কোন বিঘ্ন হয় না, অধিকন্তু ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য প্রতিবার মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক একটি ফুঁ এই হিসাবে তিনবার মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনটী ফুঁ দেওয়া আবশ্যক।

প্রকারান্তরে অগ্নি নির্ব্বাণ

পানী পরম জুই মারম পানী দিও হিচা
জ্বলন্ত জুই মুরপানীং হরলাগে মিছা ॥
ঘর পুড়ে দ্বার পুড়ে পুড়ে ঘরের খুঁটি ।
ঘরের জুয়ে পুড়ে মরে গায়ত্রী আইটী ॥
নুবীগুব জুই দেও মোর গুরুর গুণ ।
কামেখ্যা গোহানীর দোহাই জুই দেও শুনি ॥

এই মন্ত্র দ্বারা জলকে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দগ্ধ গৃহোপরি ফেলিয়া দিলে, তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় ; কিন্তু ষট্‌কর্ম্মের নিয়ম পালনপূর্ব্বক এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে ।

দগ্ধ স্থানের জ্বালা নিবারণ করণ

এ ঘরের আগুণ ও ঘরের জল ।
সীতার বরেতে আমি পাই তথা ফল ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেব তিন জন ।
তাদের বরেতে জ্বালা হয় নিবারণ ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে ।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দগ্ধ স্থানে ফুঁ দেওয়া আবশ্যক । তিনবার মন্ত্র পাঠ ও তিনবার ফুঁ দিতে হইবে ।

তেল পড়া

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন নিয়ে একত্তর ।
ব্রহ্মা বলেন কিছুই না জানি ।
পোড়া ঘায়ে তেলপড়া অমুকের অঙ্গে—
ফুঁয়ে হ'ল পানি ॥

শনি মঙ্গলবারে এক ডাকে ঘানির সরিষা তৈল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দগ্ধ স্থানে দূর্ব্বার দ্বারা লাগাইবে । তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনটী ফুঁ দেওয়া আবশ্যক ।

চূণ পড়া

হাড়ের ঘর মাংসের কুঁড়ে।
মর বিষ তুই চূণে পুড়ে॥
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে॥

উল্লিখিত মন্ত্রে শামুকের চূণ মন্ত্রপূতঃ করিয়া গরল স্থানে লাগাইলে গরল আরোগ্য হইয়া থাকে, তিনবার মন্ত্রপূতঃ করিয়া তিনটী ফু দেওয়া আবশ্যক।

চক্ষু উঠা ঝাড়া

ওঁ সিদ্ধি চক্ষুশূল রক্ত বিকার।
এই মন্ত্র পাঠে চক্ষুউঠা নিবার॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

চক্ষু উঠিলে বা কোন কারণে চক্ষু লাল হইলে, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চক্ষুে তিনটী ফুঁ দেওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অর্শের বেদনা ঝাড়া

অর্শ অর্শ বলি রোগ তোমায় কহি আমি।
আমার এই মন্ত্রে শান্ত এবে হও তুমি॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

বাটী চালা

চল চণ্ডী জিনিয়া কর বাটীর উপর ভর।
যে ক'রেছে চুরি তার গায়ের উপর চড়॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

একটা পিতলের নূতন বাটীতে কিছু আতপ চাউল ও একটি জবাফুল রাখিয়া একরাত্রি তুলসী তলায় রাখিয়া পর দিবস সেই বাটী কোন নিম্ন রাশিস্থ ব্যক্তি দ্বারা চালাইলে বাটী চলিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বা যথায় চোরাই মাল আছে সেই স্থানে বাটী পৌছায়। বলা বাহুল্য এই কার্য্য করিতে হইলে উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা বাটীটিকে তিনবার মন্ত্রপুতঃ করিয়া চালাইতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে কার্য্য না করিলে কোন ফল হয় না।

ক্ষুর চালা

ক্ষুর ক্ষুর কুঞ্জর বাণ।
কুঞ্জর বাণের লোহা ভাঙ্গিয়া আন॥
কামারে গড়াইল ক্ষুর দিয়া লোহার পাতা।
আমার এই মন্ত্রে তার মুড়িয়ে আন মাথা॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—মা চণ্ডীর আজ্ঞে॥
আমার এই মন্ত্র যদি লঙ্ঘে।
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে॥

একগাছি নূতন ক্ষুর মন্ত্রঃপূতঃ করতঃ একটি নূতন হাঁড়ীর উপর ঘষিতে হইবে, তিনবার ঘষিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা যে চুরি করিয়াছে তাহার মস্তক মুণ্ডন হইয়া যায়।

হাত চালা

আচাল চালম সুচাল চালম চালম গোরক্ষনাথ।
পাতালের বাসুকী চালম চালম অমুকের হাত॥
চাল কাটে চালোন কাটে আর কাটে চালোয়ান কেক
হাত চলিতে পবন চলে চলে মহাদেব॥
আং রিং জঃ জয় চামুণ্ডে অমুকের হস্ত চালম্।
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে॥

দক্ষিণ হস্ত মৃত্তিকাপোরি রাখিয়া তিনবার তিনটী ফুঁ দিলে, হাত চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য নিম্ন রাশিস্থ ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ রাশির হস্ত চলে না।

নখ দর্পণ

রক্ত কালী রক্ত গৌরী রক্তকরা পূরী রক্ত খাইস।
রক্ত পীস রক্ত পিণ্ডে করিয়া ভর অমুকীর অঙ্গের ভূতাদি আইস ॥
করিলাম এই নখদর্পণ ব্রহ্মার আজ্ঞায়।
যে যথায় থাকে নখে উপস্থিত হয় ॥
বান্ধিলাম নখে আমি উমকার ভূত।
শীঘ্র করি আয় তুই মহাদেবের পুত ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
উমকার ভূত শীঘ্র আমার নখদর্পণে আয় ॥

কাহারও শরীরে ভূত আবিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে হইলে ওঝা স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা অঙ্গুলীর উপর উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার তিনটী ফুঁ দিবে। এই কার্য্য করিলে রোগীর শরীরে আবিষ্ট ভূতকে দেখিতে পাওয়া যায়; তখন নিয়মিত ঝাড়ন মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক রোগীকে ঝাড়িলে ভূত ছাড়িয়া থাকে।

ভূতাদি নাশন জল পড়া

ধূলি আদি পানি করি সমুদ্র হইল টান।
যে করে এই জলপড়া কুজ্ঞান উজ্ঞান ॥
অনিষ্ট করিবে যে তার অমঙ্গল তখন।
অতএব সাবধান হও ওঝাগণ ॥
আগে যায় নরসিংহ, পিছে যায় কুঙর।
সাতশো ডোর দিয়ে পলায় জলেতে কুঙর ॥
পলায় কুঙর সে মুখে নাহি কথা।
কেন না হৃদয়ে তার লেগেছে যে ব্যথা ॥
বাসুকীর পৃষ্ঠে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে নড়ে।
পাপের ভরেতে তিনি কাঁপে থরে থরে ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।

কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥
আমার এই মন্ত্র যদি লঙ্ঘে।
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে॥

কোন একটী পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া, জলের উপর একটী ছুরি দ্বারা কোপ কাটিয়া এক গ্লাস বা এক পাত্র জল তুলিয়া লইবে, পরে উপরোক্ত মন্ত্রে উক্ত জল তিনবার মন্ত্রপূতঃ করিয়া তিনটি ফুঁ দিয়া রোগীকে খাওয়াইলে তাহার দেহস্থ উপদেবতা বা ডাইন দূরীভূত হয়।

আতঙ্ক ঝাড়ন

করাত রে করাত শুনরে মোর বাণী।
এ ঘাটের জল আর ও ঘাটের প্রাণী॥
আসতে কাটে যেতে কাটে কাটে অহর্নিশি।
অতীব জ্যোতির ভাতি হয় দশদিশি ॥
ভূত কাটে, প্রেত কাটে আর কাটে দানা।
ডাইন যুগিন কাটে উপদেবতা যত জনা॥
উমকার অঙ্গের আতঙ্ক আর যাহা ভার।
করাতের কোপ দেখি উঠে দিল্ল রড় ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥
শীঘ্র কাট, শীঘ্র কাট॥

যদি কোন ব্যক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত মন্ত্রে তাহাকে ঝাড়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা আতঙ্ক ত্বরায় সারিয়া যায়। বলা বাহুল্য প্রতিবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে এক একটি ফুঁ দিতে হইবে।

তুলসী পড়া

তুলসী তুলসী মহা তুলসী রাম তুলসী আর।
কৃষ্ণ তুলসী এ জগতে সকলের সার॥
কামিখ্যা দেবীর প্রতি করিয়া নির্ভর।
তুলসী পড়ি যতনেতে তাহারি যে বর॥

আং হ্রিং জঃ জয় চামুণ্ডে।
উমকার অঙ্গের ভূত শীঘ্র দূর কর।
যেন মনে এই হয় কামিখ্যার বর॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥

তিনটী তুলসীপত্র উল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহার দ্বারা ভূতাদির দৃষ্টি দূরীভূত হইয়া থাকে।

ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টিনাশন

নিদ্রায় অচেতন যবে রাম আর লক্ষ্মণ।
সেই কালে চুরি করে রাবণ নন্দন॥
মহীরাবণ লয়ে যায় পাতাল ভিতরে।
অতীব যতনে রাখে কালিকার ঘরে॥
পিতৃশত্রু নিধনার্থে করে যে মনন।
দিব এই দুষ্ট দুয়ে আমি বলিদান॥
হনুমান পরে তবে মনেতে জানিল।
সুড়ঙ্গের পথ ধরি তথায় উঠিল।
রামেরে হেরিয়া সে আনন্দিত হয়।
কিরূপে আসিলে হেতা তাঁহাদেরে কয়॥
সকল খুলিয়া যবে শ্রীরাম কহিল।
তখন সে হনুমান বুঝিতে পারিল॥
হনুমান বলে প্রভু নাহিক সংশয়।
ভকত রয়েছি আমি কিবা দোঁহার ভয়॥
প্রণমিতে দোঁহাকার কহিবে সে যবে।
কহিবে প্রণাম কিরূপ দেখাও মোদের তবে॥
পরেতে ভাল যাহা আমি বিবেচিব।
ভয় নাই, তখন তাহা আমি যে করিব॥
এত বলি হনুমান চলিয়া যে যায়।
কালিকা দেবীর পার্শ্বে লুকাইয়া রয়॥

এখানেতে মহীরাবণ কহে রাম ও লক্ষ্মণে।
উভয়ে প্রণত হও কালিকার স্থানে ॥
হনুমানের শিক্ষা মত রাম তবে কয়।
কিরূপে প্রণত হব দেখাও দোঁহায় ॥
ভক্তি গদগদ চিত্তে সেই মহীরাবণ।
প্রণাম দেখায় সে দোঁহায় তখন ॥
আড়ে দেখি হনুমান হরষিত হয়।
কালিকার খড়্গ সে নিজ হস্তে লয় ॥
তুলিয়া মারিল কোপ মহীর উপর।
তাহাতেই দুষ্ট যায় তবে প্রেতপুর ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা ইহা অন্য কিছু নয়।
অমুকের প্রেতাদি দৃষ্টি নাশ হয়ে যায় ॥
কার আজ্ঞে—সিদ্ধগুরু শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—তেত্রিশকোটী দেবতার আজ্ঞে ॥
কাট কাট অমুকের অঙ্গের কু-দৃষ্টি শীঘ্র কাট।

যে ব্যক্তির উপর প্রেতাদির দৃষ্টি হইবে, তাহাকে উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা তিনবার ঝাড়িতে হয়। বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন, দক্ষি, দানা, বামোড়া, পাণসিঙ্গের ও বাঁধিআস্তি রোগ কাটিয়া যায়।

বালকদিগের রোদন শান্তি

আয় গো মা জয়াকালি।
স্বর্গ মর্ত্তে দিয়া তালি ॥
ত্বরান্বিতে মর্ত্তপুরে আয়।
তোমার কৃপায় উমকার রোদন শান্তি হয় ॥
কার আজ্ঞে—রাজবলহাটের কালির আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—মাকড়চণ্ডির আজ্ঞে ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভূতগ্রস্ত বা পেঁচাগ্রস্ত শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে, শিশুর ক্রন্দন নিবারণ হয়; অধিকন্তু কু-দৃষ্টি কাটিয়া যায়।

কাজল পড়া

কাজল রে কাজল তোরে নিলাম হাতে।
আমার এই কাজল দেখি পেঁচা থরথরি কাঁপে ॥
হাত নড়ে ত তার পা নড়ে না স্থির দৃষ্টে রয়।
কি করি দেখে যে সে এই তারি ভয় ॥
আমার এই কাজল রোগীর চক্ষেতে দানিনু।
যা পেঁচা এক্ষণেতে তোরে তাড়াইনু ॥
উভরড়ে দৌড় দে আড়ে নাহি চা।
আমার এই কাজল পড়ায় শীঘ্র ক'রে যা ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥
শীঘ্র যা, শীঘ্র যা।

একটু কাজল হস্তে লইয়া এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করতঃ পেঁচোগ্রস্ত শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে, তাহার দেহস্থ পেঁচা শীঘ্র দূরীভূত হইয়া যায়।

তেল পড়া

তেলিনীর তেল ইহা অন্য কিছু নয়।
আমার এই তেলপড়ায় পেঁচো দৌড়ে পালায় ॥
ভূতা ভূতিনী আদি আর জন।
এই তেল পড়ার জোরে পলায় তখন ॥
হ্রীঁ ফট্ স্বাহা।
সিদ্ধি গুরুর চরণ।
রোগিণী করিবে রক্ষা তিনি যে এখন ॥
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে ॥
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
অমুকের স্কন্ধ শীঘ্র ছাড়, শীঘ্র ছাড় ॥

উল্লিখিত মন্ত্রে খাঁটি সরিষার তৈল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পেঁচোগ্রস্ত রোগীকে মাখাইতে হইবে। ইহাতে পেঁচো শিশুর দেহ হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

জল দর্পণ

বরুণের জল ইহা করিনু ধারণ।
কহিতেছি যাহা আমি শুনহ এখন ॥
এক পুড়ে জল হয় দুই পুড়ে আচাল।
তিন পুড়ে পৃথিবী পুড়ে, জল নারায়ণ।
নারায়ণ নারায়ণ কহি যে তোমায়।
জল ভরন করিতেছি আমি তোমার কৃপায় ॥
দৃষ্টি রাখ কৃপাসিন্ধু তুমি মোর প্রতি।
উমকার অঙ্গের কু-দৃষ্টি জলে আসুক ঝটিতি ॥
কার আজ্ঞে—শ্রীশ্রীনারায়ণের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—তন্ত্রগুরু শিবের আজ্ঞে ॥

একখানি থালার উপর কিছু পুষ্করিণীর জল রাখিয়া উপরোল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে; অনন্তর ঐ জলে দৃষ্টি করিলে, রোগীর দেহস্থিত প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণ

জয় জয় ক'রে হুহুঙ্কার ছাড়ে।
পর্ব্বত শিখর ভাঙ্গিলেক ঝড়ে ॥
অগ্নিবাণ শরবাণ সায়রাং আর।
বালির প্রতাপে সবে উভে দেয় রড় ॥
মুষ্টি করিয়া বালি ফেলে দিলাম—
অমুকের অঙ্গের প্রেতাত্মার বুকে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে ॥
আং রিং জঃ জয় চামুণ্ডে—
অমুকের অঙ্গের ভূত বিনাশয়।
আং রিং হুং ফট্ স্বাহা ॥

এক মুষ্টি বালি উল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ভূতগ্রস্ত রোগীর

গাত্রে মধ্যে মধ্যে কিছু ছিটা দিবে। ইহার দ্বারা দেহ হইতে ভূতযোনি দূরী-ভূত হইয়া যায়।

সাবধান! রোগীর চক্ষে যেন বালি না পড়ে।

ধূলাপড়া

কৃষ্ণের ইলা বাণ ইহা কুড়ুমের পিত্ত বাও॥
ভূতা প্রেতা আদি সবার দন্ত বাঁধি রও।
উত্তরেতে কেদারনাথ নামেতে রাজা।
শশপীর ডাকিয়া হাদেক্ করিল তার পূজা॥
শশপীর মক্কার পীর আইল কেন হিঁদুর মন্দির।
হিঁদুর মন্দির হ'তে সে কত গুণে বড়।
রাখিবে যদি আপন মান
অমুকের স্কন্ধ শীঘ্র ছাড়॥
কার আজ্ঞে—মক্কার বড় পীরের আজ্ঞে॥
কার আজ্ঞে—মহম্মদ রসুলের আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গায়ে ফুঁ প্রদান করা আবশ্যক। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলে রোগীর দেহ হইতে ভূত পলায়ন করে।

১ম ঝাড়ন

বিষমোল্লা যাহা বল এক রাম ও রহিম।
আল্লাহ অলকার আদি সকলি করিম॥
পূর্ব্বে আলামগাজি উত্তরে উমার মা।
যত সব ভূতা প্রেতা উমকার স্কন্ধ হ'তে যা॥
কার আজ্ঞে—আল্লাহ আকবরের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—মহম্মদ সার আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে ফুঁ দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য যতবার মন্ত্র পাঠ করিবে ততবার ফুঁ দিবে।

২য় ঝাড়ন

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ঝম্ কদাকার।
ডাইন হাতে ধুপুড়ি বাম হাতে শর॥

দেবী যান ত্বরা করি লয়ে ভূতাগণ।
উম্‌কার পঞ্চআত্মা আর পঞ্চপ্রাণ ॥
এহে নমস্তে নমঃ শিবায়।
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে—হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥
উম্‌কার অঙ্গের ভূতা শীঘ্র ছাড়, শীঘ্র ছাড় ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে ফুঁ প্রদান করিবে। ইহার দ্বারা ভূত, প্রেত, ডাইন ইত্যাদি সকলের ঝাড়ন চলে।

চাক্ষুষী বিদ্যা।

চাক্ষুষী বিদ্যা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-দর্শন। সাধারণ চক্ষুদ্বারা যাহা দৃষ্ট হইতে পারে না বা যে সকল ব্যাপার কোনরূপে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই, সেই সমস্ত দূরস্থ কি নিকটস্থ অপ্রত্যক্ষ বিষয় যদ্দ্বারা মনশ্চক্ষুরপথে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহার যেরূপ ভাবনা, তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্র গোচর করিতে পারিবেন।

চাক্ষুষী বিদ্যার কারণ

কেবল মন দ্বারাই আমরা দেখিতে, শুনিতে, বোধ করিতে, আস্বাদন লইতে এবং ঘ্রাণ লইতে পারিয়া থাকি। মনের যোগ ভিন্ন আমাদিগের সাধারণ চক্ষু দ্বারা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, তাহার প্রমাণ এই যে,—যৎকালে আমরা অন্যমনস্ক হই, অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ের উপর প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকি, তৎকালে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যে সকল ঘটনা বা কার্য্য হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না, এমন কি সম্মুখ দিয়া একটী হাতী চলিয়া গেলেও লক্ষ্য হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনের যোগ ভিন্ন, এই বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা কিছুমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক মনুষ্যের এই দৃশ্যমান স্থূলচক্ষু দুটী ভিন্ন আর একটী তৃতীয় চক্ষু আছে, ঐ চক্ষুর স্থান ভ্রূসন্ধির উপরে ললাটদেশের অভ্যন্তরে। দৃশ্যমান চক্ষু দ্বারা কেবল কতকগুলি বাহ্যবস্তু মাত্র দেখিতে পাইয়া থাকি, বস্তুত তৃতীয় চক্ষুদ্বারা সূক্ষ্ম পরমাণু, ভূমির অন্তর্গত নিধি প্রভৃতি বস্তুসমূহ এবং সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তীতে ও রসাতলাদিতে যে সকল বস্তু আছে তৎসমুদয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি

এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু দর্শন করিতে অভিলাষ হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্য বা জ্ঞানচক্ষু। শিবের ও শিবাণীর প্রতিমূর্ত্তিতে তিনটী করিয়া চক্ষু অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুদ্বারা সমস্ত দেখিতে পাইয়া থাকেন।

যোগিগণ যোগবলে মন বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া সমস্ত দিদৃক্ষা বৃত্তি একত্র করিয়া ললাট অভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করিলে, তখন চিত্তের একাগ্রতা হয়, তৎকালে যোগিগণ প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভৌতিক চক্ষু ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্তকে একত্রিত করতঃ চিত্তের উপর প্রয়োগ করা মাত্র চিত্ত স্থানে অর্থাৎ ললাটাভ্যন্তরে এক প্রকার আলোক প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্দ্বারা ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু দেখিতে মানস করে, তাহা সমস্তই দেখিতে পাইয়া থাকে এবং এই তৃতীয়চক্ষু দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং দূরস্থিত বস্তু সকল কিছুই অবিদিত থাকে না।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম সমাধি পাদে ৩৬ সূত্রে লিখিত আছে যে, "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" আর ঐ দর্শনের বিভূতি পাদে ২৬ শ্লোকেও লিখিত আছে যে, "প্রবৃত্ত্যা লোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানং"॥

ইহার স্থূলার্থ এই যে, জ্যোতিষ্মতীর আলোক সংযম করা হইলেই অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তি প্রজ্জলিত হইলে প্রকৃতির আলোক দ্বারা যেখানে যাহা থাকুক না কেন, তাহা সমস্তই দেখা যাইবে। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর দিব্য চক্ষু একই কথা। ঐ আলোক তাড়িত-চালিত জ্যোতি, এই আলোকই সাধারণ আলো হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ জ্যোতি সর্ব্বস্থানে ও সকল বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাড়িত পদার্থ মনের সহিত যোগ হইলেই, মন ঐ জ্যোতি দ্বারা এমন বস্তুই নাই, যাহা না দেখিতে পারে।

মানব উল্লিখিত শক্তিসম্পন্ন হইলেই ত্রিজগৎ বশীকরণে সমর্থ হন। এক মানব অন্য মানবকে বিনা ঔষধ ও মন্ত্রে যে অনায়াসে আপনার আয়ত্ব অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে, তাহা মানসিক তাড়িতের কর্ম্ম (Mental Electricity) যেহেতু এক মানব তাহার নিজের মনকে অন্য মানবের মন ও শরীরের মধ্যে বেগে চালনা দ্বারা আলোড়িত করিয়া যে ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়াকে মানসিক তাড়িতের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই তাড়িত-ক্রিয়া কেন এবং কিরূপে বা কি শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে? ইহার কারণ এই যে জগদীশ্বর তাহার সৃষ্ট সমুদয়

জগতে একটী সাধারণ বিধি করিয়াছেন, তাহার নাম সমতা (Law of Equilibrium)। এই বিধি অনুসারে স্বভাবের সমতা কার্য্য (Nature), নিয়তঘাৎ (Aetion) এবং প্রতিঘাৎ (Reaction) রূপে চলিতেছে।

মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও এ বিষয় দেখা যায়, যথা,—

কোন ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জা, কোন এক শীতল স্থানে কিম্বা অন্য কোন শীতল হস্তপাঞ্জায় কিয়ৎক্ষণ স্পর্শ করাইয়া রাখিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব শীতল স্থানে কি শেষোক্ত ব্যক্তির শীতল হস্তপাঞ্জা মধ্যে প্রবেশ এবং শীতল হস্তপাঞ্জার শীতলত্ব ঐ উষ্ণ হস্তপাঞ্জার মধ্যে চালনা হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব এবং শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে চালনা হইয়া সমতা প্রাপ্ত না হয়।

চক্ষে চক্ষে তাকাইয়া যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে বশীকরণ বা মেসমেরিজ্ করা যায় তাহার প্রমাণ যথা,—

অনেকেই অবগত আছেন যে, সর্পজাতির বিশেষ শাকুনি সাপ বা অজগর সাপ আপন শরীর লইয়া গমনাগমন করিতে পারে না, ইহারা কেবল দৃষ্টিক্রমে মেস্‌মেরিজ দ্বারা আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকে। তাহারা পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী দেখিয়া তাহার উপর ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিয়া, একমনে, এক ধ্যানে, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যখন ঐ পক্ষীর নেত্র বৃক্ষের উপর হইতে সর্পের নেত্রের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে, তখন ঐ পক্ষী উক্ত বৃক্ষের এক ডাল হইতে অন্য ডালে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সর্প এই কালে মুখ বিস্তারিত করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিলে, ঐ পক্ষী উক্ত উচ্চতর বৃক্ষ হইতে জ্ঞানহারা ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া চীৎকার অর্থাৎ চ্যা চ্যা করিতে করিতে একবারে সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়ে, তৎকালে ঐ সর্প তাহার মুখ বিস্তার করতঃ ঐ পক্ষীকে গ্রাস করিয়া থাকে। অজগর সর্পের মুখ মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পগুলিও ঐ প্রকারে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া থাকে। কাঠ বিড়াল প্রভৃতিও উহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

মানবগণেরও, সিংহাদি হিংস্র পশু, ষাঁড়, ক্ষিপ্তকুকুর, পক্ষী ও সর্প জাতিকে মোহিত অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মেস্‌মেরিজ করিয়া অনিবার ও বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাভারতের আস্তিক পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা জন্মেজয় যে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তক্ষক সর্পের বন্ধুবান্ধবগণ আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্জলিত হুতাশনে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল।

ইচ্ছাশক্তিক্রমে চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা মেস্‌মেরিজম্ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রক্রিয়ামতে মনুষ্যকে উন্মত্ত এবং মুগ্ধ করা যায়, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকেও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আবিষ্ট করান যাইতে পারে। আমাদের এই দেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা বশী বা মেস্‌মেরিজম্ প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত বশীকরণ, মেস্‌মেরিজ বা বশ্যতন্ত্র শাস্ত্রের প্রক্রিয়া মধ্যে বিবাহকালে বর ও কন্যা, এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত করার জন্য মুখ চন্দ্রিকায় অর্থাৎ বর ও কন্যা এই উভয়ের পরস্পরের নেত্রে নেত্রে দর্শন করার প্রথা, যৌটক ও বরণ ইত্যাদি স্ত্রীআচার, যোগ আবোগাবে শাস্ত্র ইত্যাদি চাক্ষুষী বিদ্যার কার্য্য শুভ বলিয়া প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধিও আছে।

পাদুকা সাধন

শ্রীদেব্যুবাচ

১। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পাদুকাসাধনং শুভম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা জায়তে লোকে চমৎকারো মহান্ ভব ॥

দেবী শঙ্করী কহিলেন,—হে পশুপতি ! যাহা জ্ঞাত হইলে বিস্ময় সঞ্চার হয় ; অধনা সেই হিতকর পাদুকা সাধনের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীশিব উবাচ

২। পাদুকা সাধনং দেবি গোপ্যাৎগোপ্যতরং শুভম্।
তথাপি তব বক্ষ্যামি প্রীত্যা পরময়া মুদা ॥

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! শুভকর পাদুকাসাধন গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, তথাপি তোমার প্রতি পরম প্রীতি নিবন্ধন হেতু আনন্দসহকারে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২

৩। অঙ্কোলতৈল সংপিষ্ট শ্বেত সর্ষপলে পিতাম্।
পাদুকামুষ্ট্রচর্ম্মোত্থাং সমারুহ্যং শতং ব্রজেৎ ॥

শ্বেত সরিষার সহিত অঙ্কোল তৈল মর্দ্দন করতঃ তাহা দ্বারা উষ্ট্রচর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা লেপন করিবে॥ সেই পাদুকা ধারণ করিলে শতযোজন গমন করিতে পারে। ৩

৪। কাকজঙ্ঘা মিতা গ্রাহ্যা গৃধ্রস্য চ বসা তথা।
অশ্বগন্ধা সমাযুক্তামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
অনেন লিপ্তপদস্তু যো জনানাং শতং ব্রজেৎ॥

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ভূতবেতালত্রাসনায়। শঙ্খচক্র-গদাধরায় হন হন মহতে চন্দ্রযুতায় হুঁ ফট্ স্বাহা।" অনেন পাদলেপং ত্রিরভিমন্ত্রয়েৎ সিদ্ধির্ভবতি॥

শুভ্রবর্ণ কাকজঙ্ঘা, শকুনির চর্ব্বি ও অশ্বগন্ধা এই সমস্ত বস্তু একত্র করতঃ উষ্ট্রীর দুগ্ধসহ মর্দ্দন করিয়া পদতলে লেপ দিবে, এই প্রকার করিলে সেই ব্যক্তি শতযোজন গমন করিতে পারে। পরন্তু লেপনদ্রব্য মূলের লিখিত "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়, নচেৎ সিদ্ধ-লাভের সম্ভাবনা নাই। ৪

৫। শুনমার্জ্জারনকুল পিত্তং গ্রাহ্যং সমম্।
যোজনানাং শতং গত্বা কাকমাংসসংরসাঞ্জনম্।
পিষ্টা পাদপ্রলেপেন পুনরাবর্ত্ততে ক্রমাৎ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মাংসে মাংসলে কালে গলে সোঽয়-প্রবর সর সর স্বাহা।

কুকুর, মার্জ্জার ও নকুল ইহাঁদের পিত্ত সমপরিমাণে লইয়া শতযোজন দূরে গমন করিবে। অনন্তর তৎসহ বায়স মাংস ও রসাঞ্জন মিশাইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। এই দ্রব্য পদে লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি শত যোজন পথ ফিরিয়া আসিতে পারে। মূলে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি যে মন্ত্র লিখিত হইল ঐ মন্ত্র দ্বারা লেপ দ্রব্য তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়। ৫

৬। কীটমৈন্দবসিন্দূরং হরিচন্দনবেতসম্।
অজামাংসং তথা রাস্নামবীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
পিষ্টা পাদপ্রলেপেন স গচ্ছেদ্‌যোজনাযুতম্।
সুভগঃ স তু নারীণাং ব্রহ্মতুল্যো ভবেন্নরঃ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো ব্রহ্মণে নমঃ সূর্য্যায় নম-শ্চন্দ্রায় শঙ্খনেত্র গদাধরায় হিলি হিলি স্বাহা।

ইন্দ্রগোপ নামক কীট, সিন্দূর, কুঙ্কুম, বেতসলতা, অজামাংস, রাস্না—এই সমস্ত বস্তু অজাদুগ্ধসহ ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিবে। এই দ্রব্য পদে লেপন করিলে অযুত যোজন পথ গমন করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি রমণীগণের বল্লভ হইয়া থাকে। মূলে যে "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিত হইল ঐ মন্ত্র দ্বারা লেপন দ্রব্য তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। ৬

শ্রীজগন্মঙ্গলকবচম্

মহাদেব কহিলেন—অয়ি কল্যাণি! অধুনা শ্রীজগন্মঙ্গল নামক সর্ব্বোত্তম কবচ আখ্যান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই কবচের মাহাত্ম্য আমি পঞ্চমুখে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে ও অনন্ত সহস্র মুখেও বর্ণনা করিতে পারেন না। বিষ্ণু নিজে ইহা ধারণ করিয়া বিশ্ব মোহিত করিয়াছিলেন।

ভৈরবী উবাচ

কালী পূজা শ্রুতানাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম।
ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ॥ ১

শ্রীভৈরব উবাচ

রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবী প্রাণবল্লভে।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্॥ ২
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্॥ ৩
যোগেশং ক্ষোভয়ামাস ধৃত্বা চৈব রঘূদ্বহঃ।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্॥ ৪
যস্য প্রসাদাদীশোঽপি ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভো।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূৎ শচীপতিঃ।
এবং হি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে॥ ৫
জগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা॥ ৬

জগতাং মোহনে দুষ্টবিজয়ে ভক্তিমুক্তিষু।
যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীঁকারৈকাক্ষরী পরা।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী ॥ ৮
হূং হূং পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীং হ্রীং পাতুশ্রুতী মম।
দক্ষিণে কালিকা পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী ॥ ৯
ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হূং হূং পাতু কপোলকম্
বদনং সকলং পাতু হ্রীং হ্রীং স্বাহাস্বরূপিণী ॥ ১০
দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যাসুখপ্রদা।
খড়্গমুণ্ডধরা কালী সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥ ১১
ক্রীং হূং হ্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম।
ঐং হূং ওঁ ঐং স্তনদ্বয়ম্ হ্রীং ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্ ॥ ১২
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকর্ত্তৃকা।
ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং করৌ পাতু ষড়ক্ষরী মম ॥ ১৩
ক্রীং ক্রীং নাভিমধ্যদেশং দক্ষিণে কালিকেঽবতু।
ক্রীং স্বাহা পাতু পৃষ্ঠন্তু কালি সা দশাক্ষরী ॥ ১৪
হ্রীং ক্রীং দক্ষিণকালিকে হূং হ্রূঁং পাতু কটিদ্বয়ম্।
কালীদশাক্ষরীবিদ্যা স্বাহাস্তামেরুযুগ্মকম্ ॥ ১৫
ওং হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম।
কালীহৃন্নামবিদ্যেয়ং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ১৬
ক্রীং হূং হ্রীং পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণেকালিকেঽবতু।
ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা পাতু পাদৌ চতুর্দ্দশাক্ষরী মম ॥ ১৭
খড়্গ মুণ্ডধরা কালী বরদাভয়ধারিণী।
বিদ্যাভিঃ সকলাভিশ্চ সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥ ১৮
কালীকপালিনী কুল্লাকুরুকুল্লাবিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তাঘনত্বিষা ॥ ১৯
নীলাঘনাবলাকা চ মাত্রামুদ্রাসিতা চ মা।
এতাঃ সর্ব্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ ॥ ২০

রক্ষন্তু দিগ্‌বিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা।
মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা ॥ ২১
বারাহী নারসিংহী চ সর্ব্বশ্চামিতভূষণাঃ।
রক্ষন্তু সায়ৈধৈদ্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা ॥ ২২
ইত্যেবং কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রীজগন্মঙ্গল নাম মহাবিদ্যৌষধিগ্রহম্ ॥ ২৩
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ব্রহ্মকবচং মম্মুখোদিতম্।
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ ॥ ২৪
কবচং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি যাবজ্জীবনঞ্চ বা পুনঃ।
এতচ্ছতার্দ্ধমাবৃত্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৫
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ।
মহাকবির্ভবেন্মাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ ॥ ২৬
পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ
শতবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি।
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি ॥ ২৮
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা নারী ভবতি নানাথা ॥ ২৯
ন দেয়ং পরিশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।
শিষ্যেভ্যোঃ ভক্তিযুক্তেভ্যো নান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় কমলা বাগ্‌দেবী মন্দিরে মুখে।
পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩১
ইদং কবচং জ্ঞাত্বা যো জপেৎ কালিদক্ষিণাম্।
শতলক্ষং প্রজপ্যাপি তস্য বিদ্যা ন সিদ্ধতি।
স শাস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীভৈরবভৈরবীসংবাদে শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম
কবচং সমাপ্তম।

যিনি শ্রীজগন্মঙ্গলকবচ এক সন্ধ্যা, দুই সন্ধ্যা বা ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি লব্ধ হয় এবং ভূর্জ্জপত্রে অলক্ত দ্বারা লিখিয়া স্বর্ণ মাদুলীর মধ্যস্থ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠে বা শিখায় ধারণ করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠে বা বাম বাহুতে ধারণ করা আবশ্যক। কবচ পাঠারম্ভের বা ধারণের দিনে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, এক মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইবে।

যিনি এই কবচ না জানিয়া কেবল দক্ষিণকালিকার মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার শত লক্ষ জপেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

কালিকা-কবচম্

শ্রীভৈরব উবাচ

কালিকায়া মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু॥ ১
কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে মাতর্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্॥ ২

শ্রীদেব্যুবাচ

শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ॥ ৩
কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥ ৪
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে॥ ৫
বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা তু চক্ষুষী।
উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণে চোগ্রপ্রভামতা॥ ৬
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্॥ ৭
মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতা॥ ৮

ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
উরু মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্ ॥ ৯
কৌমারী চ কটীং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্।
অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ ॥ ১০
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাঽবতু।
রক্ষহীনস্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু ॥ ১১
তৎসর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোর-দক্ষিণে।
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ ॥ ১২
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ।
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু ॥ ১৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্দেবীদক্ষিণাম্।
ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ১৪
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীকালীকুলসর্ব্বস্বে দক্ষিণাকালিকাকবচম্ সমাপ্তম্ ॥

ব্রাহ্মণের দ্বারা দক্ষিণা কালিকাদেবীর যথাবিধি পূজা ও জপাদি সমাপন পূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিতে হইবে, কারণ বিধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া শুধ কবচ ধারণে কোন ফল হয় না, বরং তাহাতে উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে। কবচ ভূর্জ্জপত্রে অলক্তক রসে লিখিয়া স্বর্ণস্থ করতঃ ধারণ করা বিধেয়। পুরুষের শিখা, কণ্ঠ বা দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকের কণ্ঠ বা বামহস্তে ধারণ করিতে হইবে।

এই কবচ ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এবং কোন আপদ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে না। এই কবচ বাটীস্থ কোন লোকের নিকট থাকিলে সমস্ত অশান্তি দূরীভূত হইয়া সেই বাটীর লোকজনের চির শান্তি বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যহ প্রাতে শুদ্ধচিত্তে এবং পবিত্র দেহে এই কবচ ধুইয়া জল পাইলে সকল রোগের উপশম হইয়া থাকে। এই কবচ ধুইয়া জল খাইবার সময় মনে মনে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার চরণ ধ্যান করিবে।

সমাপ্ত